আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত

চতুর্থ খণ্ড

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত

চতুর্থ খণ্ড

সম্পাদনা পরিষদ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

www.almodina.com

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (চতুর্থ খণ্ড)

সম্পাদনা পরিষদ

[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

ইফা গবেষণা : ৮৪
ইফা প্রকাশনা : ২১৬৩
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২০৩
ISBN : 984—06—0812—6

গ্রন্থস্বত্ব : ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রথম প্রকাশ
জুন-২০০৪

দ্বিতীয় প্রকাশ (উন্নয়ন)
আগস্ট ২০১৩
ভাদ্র ১৪২০
শাওয়াল ১৪৩৪

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মু. হারুনুর রশিদ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ২৯২.০০ (দুইশত বিরানব্বই) টাকা মাত্র।

AL-QURANER BISHAYBHITTIK AYAT (Subjectwise Verses of the Holy quran): Composed and edited by a group of Scholars andPublished by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka - 1207. Phone : 8181535 August 2013

E-mail : directorpubif@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation-bd.org.

Price : Tk 292.00 ; US Dollar : 7.00

www.almodina.com

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ উলূমুল কুরআন

আগুন, আলো, অন্ধকার, বিদ্যুৎ, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ-চমক/৩৫

মানুষ, যমীন ও আসমান সৃষ্টি/৩৬

আদি স্রষ্টা/৩৬

সৃষ্টির রহস্য/৩৭

নতুন চাঁদ/৩৮

আল্লাহ্র পরিচয়/৩৮

দিন-রাত ও জীবন ও মৃত্যুর উদ্ভব/৩৯

আল্লাহ্ দিন ও রাত সৃষ্টি করেছেন/৩৯

সৃষ্টি মূলে/৩৯

সব কিছু আল্লাহ্র অনুগত/৩৯

আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব/৪০

আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক/৪০

মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি ও আকৃতি দান/৪০

সব প্রাণীই এক একটি উম্মাত/৪২

আল্লাহ্ই শস্যবীজ অংকুরিত করেন/৪২

রাত্রি বিশ্রামের জন্য এবং চন্দ্র-সূর্য গণনার জন্য সৃষ্ট/৪২

নক্ষত্রসমূহ আঁধারে পথ নিদের্শনার জন্য/৪৩

এক ব্যক্তি থেকে মানুষ সৃষ্টি/৪৩

পানি থেকে সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন/৪৩

বিভিন্ন স্বাদের খাদ্য শস্যের উৎপাদন/৪৪

গবাদি পশুর সৃষ্টি/৪৪

সৃষ্টি ও আদেশ আল্লাহ্রই/৪৫

মেঘমালার সঞ্চালন ও বৃষ্টিবর্ষণ/৪৫

আল্লাহ্ জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান/৪৬

কিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহ্রই কাছে/৪৭

বৃষ্টি বর্ষণ, জরায়ুতে যা থাকে, আগামীকাল কে কি অর্জন করবে এবং কে কোথায় মারা যাবে–তা আল্লাহ্ জানেন/৪৭

সময় গণনার জন্য বার মাস/৪৭
আল্লাহ্ ছয় দিনে আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন/৪৮
আল্লাহ্ই সবকিছু অস্তিত্বে আনেন/৫০
আল্লাহ্ চন্দ্র-সূর্যের জন্য মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন/৫০
রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং যাবতীয় সৃষ্টিতে আল্লাহর একত্বের নিদর্শন রয়েছে/৫০
আল্লাহই জলে ও স্থলে ভ্রমণ করান/৫১
ভূমি থেকে শস্য উৎপাদন/৫১
রিয্ক, ইন্দ্রিয়শক্তি ও হায়াত-মউত মহান আল্লাহ্র হাতে/৫২
রাত বিশ্রামের জন্য দিন দেখার জন্য/৫২
সকল প্রাণীর রিযিক আল্লাহ্র হাতে এবং তিনিই রিযকের মালিক/৫৩
গায়েবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্র/৫৪
আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র নিদর্শন/৫৪
চন্দ্র-সূর্য নিয়মের অধীনে আবর্তিত/৫৫
পৃথিবীর বিস্তৃতি, পর্বতমালা, নদ-নদী সৃষ্টি, জোড়ায় জোড়ায় ফল সৃষ্টি ও রাত দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে/৫৫
একই পানিতে সেচকৃত উৎপাদিত ফলে বিভিন্ন স্বাদ/৫৫
বিদ্যুৎ, মেঘমালা, বজ্র আল্লাহরই সৃষ্টি/৫৬
প্লাবনের ফলাফল/৫৬
আসমান ও যমীন আল্লাহ্র সৃষ্টি, তিনি পানি বর্ষণ করে ফল-মূল উৎপন্ন করে জীবিকা দেন, নদ-নদীকে মানুষের বশীভূত করেছেন/৫৭
চন্দ্র-সূর্য নিয়মের অনুবর্তী, রাত-দিন মানুষের কণ্যাণে নিয়োজিত/৫৭
মহান আল্লাহ্ এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে পরিবর্তন করবেন/৫৭
রাশিচক্র সৃষ্টি/৫৮
সবকিছু নির্দিষ্ট পরিমাণে সৃষ্ট/৫৮
সব কিছুর ভাণ্ডার মহান আল্লাহ্র কাছে/৫৮
মহান আল্লাহ্ বায়ু দিয়ে মেঘমালা চালিত করে বৃষ্টি বর্ষণ করেন/৫৮
আল্লাহ্ জীবন-মৃত্যু দেন, আর তিনি চির স্থায়ী/৫৯
গন্ধযুক্ত ঠনঠনে মাটি থেকে মানুষ সৃষ্ট/৫৯
মানুষের পূর্বে জিন্ সৃষ্ট অত্যুষ্ণ আগুন থেকে/৫৯
মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ তাঁর থেকে রূহ্ ফুঁকে দেন/৫৯
কোন কিছুই অযথা সৃষ্টি করা হয়নি/৬০
আসমান ও যমীন যথাযথভাবে সৃষ্ট/৬০
মানুষ শুক্র থেকে সৃষ্ট/৬০
চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে নানাবিধ উপকার রয়েছে/৬১

www.almodina.com

ঘোড়া, খচ্চর, গাধা আরোহণের জন্য/৬২
আল্লাহ্ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, যা পান করে, যা দিয়ে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যেখানে পশুচারণ করে/৬২
রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্র মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত/৬৩
নিদর্শন স্বরূপ পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের বস্তু সৃষ্টি/৬৩
আল্লাহ্ সমুদ্রকে বশীভূত করেছেন, মাছ, মণিমুক্তা আহরণ ও নৌযান চলাচলের জন্য/৬৩
পৃথিবী যাতে হেলে না পড়ে, সেজন্য পর্বতমালার স্থাপন/৬৪
জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে পথ নির্ণায়ক চিহ্ন/৬৪
স্রষ্টা ও সৃষ্টি সমান নয়/৬৪
আল্লাহ্র নিয়ামত অগণিত/৬৪
অলীক উপাস্য স্রষ্টা নয়, সৃষ্টি/৬৫
আল্লাহ্ কোন কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে বলেন ঃ হও, অমনি তা হয়ে যায়/৬৫
আসমান ও যমীনের সব কিছু আল্লাহ্কে সিজ্দা করে/৬৫
সিজ্দার আয়াত/৬৫
আনুগত্য কেবল আল্লাহ্রই/৬৬
আল্লাহ্ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে মৃত যমীনকে পুনরুজ্জীবিত সবুজ শ্যামল করেন/৬৬
গোবর ও রক্তের মাঝ থেকে খাঁটি দুধ উৎপন্ন হয়/৬৭
খেজুর ও আংগুর থেকে মাদকদ্রব্য উৎপন্ন/৬৭
মৌমাছি আল্লাহ্র নির্দেশে মৌচাক বানায় এবং মধু আহরণ করে, যা মানুষের জন্য নিরাময়/৬৭
আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন ও মৃত্যু দেন, তিনি যাকে অধিক বয়স দেন তার স্মৃতি বিভ্রাট ঘটে/৬৮
মানুষ থেকে মানুষের জোড়া এবং প্রজন্ম সৃষ্ট/৬৮
মাতৃগর্ভ থেকে মানুষকে আল্লাহ্ বের করেন জ্ঞানহীন অবস্থায়/৬৯
আল্লাহ্ই মহাশূন্যে বিহঙ্গকূলকে স্থির রাখেন/৬৯
আল্লাহ্ পশু-চর্ম ও পশম থেকে ব্যবস্থা করেন বিভিন্ন উপকরণের/৬৯
আল্লাহ্ পাহাড়েও আবাসের ব্যবস্থা করেন, তিনি তাপ ও যুদ্ধ থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করেন/৬৯
মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্সা পর্যন্ত রাতের কিছু অংশে ভ্রমণ/৭০
দিন-রাতের মধ্যে রয়েছে জীবিকার অন্বেষণ, বছরের গণনা ও হিসাব/৭০
আল্লাহ্র সব সৃষ্টি তাঁর প্রশংসা করে, কিন্তু মানুষ তা বুঝে না/৭০
'রূহ্' আল্লাহ্র আদেশ থেকে/৭১
সব কিছুর জন্য সময় নির্ধারিত/৭১
কিয়ামতের দিন পর্বতমালাকে সঞ্চালিত করা হবে/৭১
ইয়াজূজ ও মাজূজ/৭২
দুই পর্বতের মাঝে প্রাচীর নির্মাণ/৭২
স্ত্রী বন্ধ্যা এবং স্বামীও বৃদ্ধ এদেরও আল্লাহ্ সন্তান দেন/৭৩

www.almodina.com

পুরুষের স্পর্শ ছাড়া ও আল্লাহ্ সন্তান দান করেন/৭৪
কুরআন আসমান ও যমীনের রবের তরফ থেকে অবতীর্ণ/৭৪
আল্লাহ্ যমীনকে বিছানা এবং চলার পথ করে দিয়েছেন। তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে নানাবিধ উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন/৭৪
আল্লাহ্ মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সেখানেই ফিরিয়ে নিবেন, আবার সেখান থেকেই পুনর্জীবিত করবেন/৭৫
আল্লাহ্ পর্বতমালাকে সমতল ভূমিতে পরিণত করবেন/৭৫
মানুষ তাদের পূর্বের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না/৭৫
কোন কিছুই আল্লাহ্ ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করেন নি/৭৬
আসমান ও যমীন এক সাথে মিশে ছিল, আল্লাহ্ তা আলাদা করেন। প্রাণবান সব কিছু পানি থেকে সৃষ্ট/৭৬
আসমান ছাদরূপে সৃষ্ট/৭৬
রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্য নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে/৭৬
কেউ অমর নয়, প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল, সবাইকে ভাল ও মন্দ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়/৭৭
আসমান শুরুতে যেমন গুটান ছিল, শেষে আবার সেরূপ গুটান হবে/৭৭
মৃত্যুর পর জীবিত করে উঠান, মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া যৌবন ও বার্ধক্য মৃত যমীনকে বৃষ্টির পানি দ্বারা জীবিত করা/৭৭
আল্লাহ্ই প্রাণহীনকে প্রাণ দান করেন/৭৮
কিয়ামত সংঘটিত হবেই/৭৮
সব কিছুই আল্লাহ্র নিয়মাধীন এবং সবই তাঁকে সিজ্দা করে/৭৯
সময়ের পরিমাপ আল্লাহ্র কাছে স্বতন্ত্র/৭৯
আল্লাহ্ই রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটান/৭৯
আসমান ও যমীনের সব কিছু মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত/৮০
জীবন ও মৃত্যু আল্লাহ্ই দেন/৮০
মাটির নির্যাস থেকে মানুষের সৃষ্টি/৮০
মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া/৮০
মহাশূন্যে সাতটি স্তর/৮১
কোন কোন গাছ থেকে তেল জন্মায়/৮১
চোখ, কান ও অন্তঃকরণ আল্লাহ্র সৃষ্টি/৮১
আল্লাহ্ মানুষকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন, তিনি হাশ্রের দিন তাদের একত্র করবেন/৮১
আল্লাহ্রই ইখ্তিয়ারে জীবন-মৃত্যু ও রাত-দিনের পরিবর্তন/৮২
আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের নূর ও স্রষ্টা/৮২
কাফিরদের আমল মরীচিকার ন্যায়/৮২
কাফিরদের আমল গভীর সমুদ্র তলের অন্ধকার সদৃশ্য/৮৩
আসমান ও যমীনের সব কিছুই আল্লাহ্র তাসবীহ্ করে, প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব পদ্ধতি/৮৩

www.almodina.com

সব প্রাণী পানি থেকেই সৃষ্ট ও তাদের বিচরণ পদ্ধতি/৮৩
ছায়ার সম্প্রসারণ ও সংকোচন আল্লাহ্‌রই ইখ্‌তিয়ারে/৮৪
রাতকে আবরণ এবং নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং দিনকে কাজের জন্য/৮৪
আল্লাহ্‌ই বৃষ্টির পূর্বে বায়ু প্রেরণ/৮৪
আল্লাহ্ মানুষের জন্য পানি বন্টন করে দিয়েছেন/৮৫
মিলিতভাবে প্রবাহিত দু'টি দরিয়ার মাঝে রয়েছে অদৃশ্য আড়াল/৮৫
মানুষ পানি থেকে সৃষ্ট, তাদের মাঝে রয়েছে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক/৮৬
আল্লাহ্‌ই আসমানে নক্ষত্ররাজী সৃষ্টি করেছেন, সূর্য প্রদীপ স্বরূপ এবং চন্দ্র আলোকময়/৮৬
রাত ও দিন পরস্পরের অনুগামী/৮৬
আল্লাহ্‌র আদেশে সমুদ্রও বিভক্ত হয়ে যায়/৮৬
আল্লাহ্ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তা দিয়ে বনানী সৃষ্টি করেন মানুষের কোন ক্ষমতা নেই এরূপ করার/৮৬
আল্লাহ্ যমীনে নদী-নালা পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন, তিনি দুই দরিয়ার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন/৮৭
তিনি বিপন্নের ডাকে সাড়া দেন, বিপদ-আপদ দূর করেন এবং তিনি মানুষকে যমীনের অধিকারী করেছেন/৮৭
আল্লাহ্ আদি স্রষ্টা, তিনি পুনরায় সৃষ্টি করবেন/৮৮
কিয়ামতের পূর্বে 'দাব্বাতুল আরদের' আবির্ভাব/৮৮
শিংগার প্রথম ফুঁতে সবাই বিধ্বস্ত হয়ে যাবে/৮৮
সে দিন পাহাড় চলমান হবে/৮৮
বিধান আল্লাহ্‌রই/৮৯
রাত ও দিন আল্লাহ্‌রই নিয়ন্ত্রণে/৮৯
আল্লাহ্‌ই সৃষ্টিতে অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় তা সৃষ্টি করবেন সহজে/৮৯
আল্লাহ্‌র সৃষ্টি রহস্য জানার জন্য পৃথিবীতে ভ্রমণ কর/৯০
পূর্ববর্তী লোকদের তাদের পাপের জন্য নানা ধরনের শাস্তি/৯০
যারা রিযিক মজুদ করে রাখে না, তাদেরও আল্লাহ্ রিযিক দেন/৯১
আল্লাহ্‌ই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেন/৯১
আল্লাহ্‌ই রিযিক হ্রাস বৃদ্ধি করেন/৯১
আল্লাহ্‌ই আদি স্রষ্টা এবং তিনি পুনরায় সৃষ্টি করবেন/৯২
আল্লাহ্‌ই জীবিতকে মৃত থেকে মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। এভাবেই মৃত্যুর পর পুনরুত্থান করা হবে/৯২
আল্লাহ্ মানুষ থেকেই মানুষের স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মধ্যে ভালবাসা দিয়েছেন/৯২
আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য আল্লাহ্‌রই/৯৩
বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি আল্লাহ্‌র নিদর্শন/৯৩
আসমান ও যমীন আল্লাহ্‌র আদেশে কায়েম রয়েছে মৃত্যুর পর মানুষ কবর থেকে বেরিয়ে আসবে/৯৩

আসমান ও যমীনের সবই আল্লাহ্র/৯৩
আল্লাহ্ স্বীয় ফিত্রাতের উপর মানুষ সৃষ্টি করেন। এতে কোন পরিবর্তন হয় না/৯৪
মানুষের কর্মের দরুন পৃথিবীতে বিপর্যয় সংঘটিত হয়/৯৪
বৃষ্টি বর্ষণের প্রক্রিয়া ও এর প্রভাব/৯৫
মানব জীবনের বিভিন্ন অবস্থা/৯৫
স্তম্ভ ছাড়া আসমান, যমীনে পর্বতমালা স্থাপন, জীব-জন্তু সৃষ্টি, বৃষ্টি বর্ষণ, উদ্ভিদ উৎপন্ন এ সবই আল্লাহ্র সৃষ্টি/৯৫
আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছেন/৯৬
আসমান ও যমীনের স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্/৯৬
আল্লাহ্র কথা বলে শেষ করার নয়/৯৭
মানবজাতির সৃষ্টি ও পুনর্জীবন এক ব্যক্তির সৃষ্টি ও পুনর্জীবনের ন্যায়/৯৭
রাত ও দিনের পরিবর্তন, চন্দ্রসূর্যের পরিভ্রমণ আল্লাহ্রই নিয়ন্ত্রণে/৯৭
আল্লাহ্ সত্য এবং অন্য সব উপাস্য বাতিল/৯৭
আল্লাহ্র অনুগ্রহে নৌযান সমুদ্রে বিচরণ করে/৯৮
কিয়ামত, বৃষ্টি বর্ষণ, মাতৃগর্ভে যা আছে তার ভবিষ্যতের উপার্জন এবং মৃত্যুর স্থানের জ্ঞান আল্লাহ্রই/৯৮
সবকিছু আল্লাহ্ পরিচালনা করেন, হাশ্রের একদিন হবে দুনিয়ার হাজার বছরের সমান/৯৮
মানব সৃষ্টির সূচনা মাটি দিয়ে, তার বংশধর শুক্র দিয়ে তার মধ্যে আল্লাহ্ তরফ থেকে রূহ্ সঞ্চার করা হয় তাদের তিনি শ্রবণ, দর্শন ও অনুভূতি দান করেছেন/৯৯
শুষ্ক পতিত যমীনে পানি প্রবাহিত করে আল্লাহ্ শস্য উৎপাদন করেন/৯৯
ঝঞ্ঝা বায়ু ও অদৃশ্য বাহিনী প্রেরণ করে আল্লাহ্ সাহায্য করেন/৯৯
আসমান ও যমীনে যা কিছু হয় আল্লাহ্ তা জানেন/১০০
কিয়ামত হবেই আসমান ও যমীনের কোন কিছুই আল্লাহ্র আগোচর নয়/১০০
পাহাড় ও পাখী আল্লাহ্র তাসবীহ্ করে লোহা নরম হয় তাঁরই নির্দেশে/১০০
জিন্ ও বায়ু আল্লাহ্র হুকুমে সুলায়মানের অনুগত হয়, সুলায়মানের জন্য গলিত তামার ঝর্ণা১০১
জিন্রা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করত/১০১
আল্লাহ্ বায়ু প্রেরণ করে মেঘ সঞ্চারিত করেন এবং তা দিয়ে মৃত যমীনকে সঞ্চারিত করেন/১০২
মানুষ সৃষ্টির স্তর গর্ভধারণ প্রসব আল্লাহ্রই জ্ঞানে আয়ু লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ/১০২
সমুদ্র দু'ধরনের একটির পানি লোনা, অপরটির সুস্বাদু প্রত্যেকটিতেই রয়েছে মাছ ও মণিমুক্তা এবং এতে নৌযান চলাচল করে/১০২
দিন-রাতের পরিবর্তন ও চন্দ্র-সূর্যের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ্রই/১০৩
আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষণ করে বিভিন্ন ফলমূল উৎপন্ন করেন আর পর্বতমালার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ/১০৩
মানুষ ও জীব জন্তুর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণ/১০৩
আল্লাহ্ আসমান ও যমীন স্থিত রেখেছেন/১০৪

www.almodina.com

মৃত যমীনকে সঞ্জীবিত করা, সেখানে নানা ধরনের ফলমূল উৎপন্ন করা, রাত ও দিনের পরিবর্তন, চন্দ্র ও সূর্যের পরিভ্রমণ, গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথে বিচরণ এবং মানুষের আরোহণের জন্য যানবাহন সৃষ্টি--আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতের নিদর্শন/১০৪
কিয়ামতের দিন মানুষের মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে, হাত ও পা কথা বলবে/১০৫
আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে চোখ বিলোপ করে দিতে এবং আকৃতি পরিবর্তন করে দিতে পারেন/১০৫
আল্লাহ্‌ যাকে দীর্ঘায়ু দান করেন, তাকে সৃষ্টিগত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেন/১০৬
আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য নানা ধরনের জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন। এখন মানুষ তার মালিক। আল্লাহ্‌ এগুলোকে মানুষের বশীভূত করে দিয়েছেন। কতক তাদের বাহন, আর কতক তাদের আহার্য, আরো অনেক উপকার এতে রয়েছে/১০৬
আল্লাহ্‌ সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন/১০৭
যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, যিনি এর অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম/১০৭
আল্লাহ্‌ যখন সৃষ্টি করতে চান, তখন বলেন ঃ হও আর অমনি হয়ে যায়/১০৭
সর্ববিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র/১০৭
আল্লাহ্‌ এক। তিনি আসমান, যমীন এবং এর মাঝে যা আছে সব কিছুর রব। তিনি আসমান নক্ষত্র দিয়ে সুশোভিত করেছেন,তা সংরক্ষিত করেছেন শয়তান থেকে। তাদের বিতাড়নের জন্য উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়/১০৭
আসমান ও যমীনের সৃষ্টি রাত ও দিনের পরিবর্তন, চন্দ্র ও সূর্যের নিয়ন্ত্রণ এবং এ দু'য়ের পরিভ্রমণ, আল্লাহ্‌রই হাতে/১০৮
আল্লাহ্‌ এক ব্যক্তি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার স্ত্রীকে। তিনি ত্রিবিধ অন্ধকারের মধ্যে মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে মানুষ সৃষ্টি করেন, তিনি মানুষকে আট প্রকারের চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন/১০৮
আল্লাহ্‌ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন তা দিয়ে যমীনে নানাবর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন/১০৯
আল্লাহ্‌ মৃত্যুর সময় জান কব্‌য্‌ করেন এবং ঘুমের সময়ও। তবে যার মৃত্যুর ফয়সালা করেন, তার জান রেখে দেন এবং অন্যগুলো ছেড়ে দেন/১০৯
আল্লাহ্‌ সব কিছুর স্রষ্টা, আসমান ও যমীনের কুঞ্জি তাঁর কাছে/১০৯
আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য আসমান থেকে রিয্‌ক প্রেরণ করেন/১১০
পূর্ববর্তীরা শক্তিতে ও কীর্তিতে ছিল প্রবলতর। তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছিল/১১০
আসমান ও যমীনের সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির চাইতে কঠিনতর/১১০
আল্লাহ্‌ যমীনকে করেছেন বাস উপযোগী এবং আসমানকে করেছেন ছাদ, আর মানুষকে দিয়েছেন সুন্দর আকৃতি ও উত্তম রিযিক/১১০
আল্লাহ্‌ মানুষ সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপর আলাক থেকে,তারপর তিনি তাদের করেন শিশু, যুবক এবং বৃদ্ধ। কতক পূর্বেই মারা যায়, আর কতক নির্দিষ্টকাল লাভ করে/১১১
আল্লাহ্‌-ই জীবিত করেন ও মৃত্যু দেন। তারই ইচ্ছায় সব কিছু হয়/১১১
আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। কতককে আরোহণের জন্য এবং কতক খাওয়ার জন্য। আর তাতে রয়েছে নানাবিধ উপকার/১১১

মহান আল্লাহ্ দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেন/১১২
পৃথিবীতে তিনি বরকতময় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং চারদিনে জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন/১১২
আসমান ছিল ধূম্রবৎ/১১২
আল্লাহ্ দু'দিনে তাকে সাত আসমানে পরিণত করেন/১১৩
আল্লাহ্র হুকুমে চোখ, কান ও চামড়া সাক্ষ্য দেবে/১১৩
রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ্র সৃষ্টি নিদর্শন,এসব উপাস্য নয়, আল্লাহ্-ই একমাত্র উপাস্য/১১৪
আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, তিনি মানুষ ও জন্তুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন তাদের বংশ বিস্তারের জন্য/১১৪
আসমান ও যমীনের কুঞ্জিও আল্লাহ্র কাছে, তিনি জীবন হ্রাস বৃদ্ধি করেন/১১৪
মানুষ নিরাস হয়ে গেলে আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষণ করেন ও তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন/১১৪
আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং এ দু'য়ের মধ্যে প্রাণের সৃষ্টি আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শন/১১৫
আসমান ও যমীনের কর্তৃত্ব আল্লাহ্র। তিনি পুত্র ও কন্যা সন্তান দান করেন, কাউকে তিনি একই সাথে পুত্র-কন্যা দান করেন, আর কাউকে বন্ধ্যা করেন/১১৫
তিনিই যমীনকে করেছেন বিছানা এবং সেখানে করে দিয়েছেন চলাচলের পথ/১১৫
তিনি সব কিছুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানুষ আরোহণ করে/১১৫
আসমান ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে এবং তা মানুষকে কষ্ট দেবে/১১৬
আল্লাহ্ যথাযথভাবে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের ফল পেতে পারে/১১৬
যার প্রবৃত্তির দাস তাদের আল্লাহ গুম্‌রাহ করেন। তারা পর্থিব জীবনকেই একমাত্র জীবন এবং কালের প্রবাহকে ধ্বংসের কারণ বলে মনে করে/১১৬
মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার আল্লাহ্র নির্দেশ। সন্তান গর্ভে ধারণ ও দুধ-ছাড়ানের সময় ত্রিশ মাস। আল্লাহ্র নিয়ামত ও নেক আমল করার তাওফীক কামনা করা/১১৭
পৃথিবীতে ভ্রমণ করা এবং পূর্ববর্তীদের পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা/১১৮
আল্লাহ্র রীতি অপরিবর্তনীয়/১১৮
আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন একজন নর ও একজন নারী থেকে এবং পরস্পরের পরিচয়ের জন্য তাদের বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করেছেন। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তাক্ওয়ার মহিমায়/১১৮
তিনি যমীনকে বিস্তৃত করেছেন, সেখানেই পর্বত স্থাপন করেছেন এবং বিভিন্ন উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছেন এসব জ্ঞান আহরণের উপকরণ/১১৯
আল্লাহ্ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে বাগ-বাগিচা, নানা ধরনের শস্য উৎপন্ন করেন মানুষের রিযিকের জন্য এবং তা দিয়ে মৃত যমীনকে সঞ্জীবিত করেন/১১৯
অবশ্যই তোমাদের রিযিক রয়েছে আসমানে/১১৯
আল্লাহ্ আসমান সৃষ্টি করেছেন, যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছেন এবং সব কিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন/১২০
আসমান যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র। তিনিই ভাল ও মন্দকাজের প্রতিফল দেন/১২০
আল্লাহ্ মহাক্ষমাশীল, তিনি মানুষকে মাটি থেকে, পরে ভ্রূণরূপে মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেন/১২০

আল্লাহ্-ই হাঁসান, কাঁদান, মারেন, বাঁচান, সৃষ্টি করেন নর-নারী, স্খলিত শুক্রবিন্দু থেকে। তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন। তিনিই অভাবগ্রস্থ করেন, সম্পদ দেন। তিনি লুব্ধকের মালিক। তিনিই ধ্বংস করেছেন–আদ, সামুদ, নূহ্ ও লূতের কাওমকে/১২১
কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত/১২১
নূহের মহা-প্লাবনের বর্ণনা/১২১
নূহের কিস্‌তী এখনও বিদ্যমান/১২২
কাওমে আদের উপর আযাবের বিবরণ/১২২
কাওমে সামূদের উপর আযাবের বর্ণনা/১২২
কাওমে লূতের উপর আযাবের বর্ণনা/১২৩
আল্লাহ্ সব কিছু নির্ধারিত পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর আদেশ চোখের পলকের ন্যায়/১২৩
জিন্ ও মানবকে প্রদত্ত আল্লাহ্‌র নিয়ামতের বর্ণনা/১২৩
আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া আসমান ও যমীনের সীমানা অতিক্রম করা সম্ভব নয়/১২৫
মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বৈচিত্রের বর্ণনা/১২৫
কিয়ামতের দিন কেউ কারো উপকারে আসবে না। শয়তান থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা/১২৬
আল্লাহ্ সব কিছুর নিয়ন্ত্রণকারী, কিয়ামতের দিনের পরিমাণ হবে হাজার বছরের সমান/১২৭
আল্লাহ্ উত্তমরূপে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেন, পরে তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পানি থেকে/১২৭
দেহ সৃষ্টির পর আল্লাহ্ তাতে রূহ্ ফুঁকে দেন। আল্লাহ্ চোখ, কান ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন/১২৭
মৃত্যুর ফিরিশতা তোমাদের প্রাণ বের করবে এবং তোমরা তোমাদের রবের নিকট ফিরে যাবে/১২৮
আল্লাহ্ শুষ্ক যমীনে পানি প্রবাহিত করে শষ্য উৎপন্ন করেন/১২৮
আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের সব কিছুর মালিক/১২৮
আল্লাহ্ জানেন, যা যমীন ও আসমানে আছে/১২৯
কিয়ামত অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে। তিনি অদৃশ্যের জ্ঞাতা। আসমান ও যমীনের সবকিছুই তাঁর গোচরীভূত/১২৯
আল্লাহ্ নেক্‌কারদের পুরস্কৃত করবেন/১২৯
আর আল্লাহ্ বদ্‌কারদের দিবেন কঠোর শাস্তি/১২৯
আল-কুরআন সত্য, যা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে পথ নির্দেশক/১৩০
মৃত্যুর পর পুনরুত্থান/১৩০
যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তারা বিভ্রান্তিতে রয়েছে/১৩০
দাউদের সঙ্গে পর্বতমালা ও পাখীরা আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ করত/১৩০
আল্লাহ্ দাউদের জন্য বর্ম তৈরীর লক্ষ্যে লোহাকে নরম করে দিয়েছিলেন/১৩১
আল্লাহ্ সুলায়মানের জন্য বাতাসকে বশীভূত করেন এবং তার জন্য গলিত তামার ঝর্ণা প্রবাহিত করেন আর জিন্‌রা তাঁর বশীভূত ছিল/১৩১
আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকাতে হবে/১৩১
জিনেরা গায়েবের খবর জানে না/১৩২

www.almodina.com

আল্লাহ্র আয়াত অস্বীকারকারীদের শাস্তি/১৩২
আল্লাহ্ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনিই গায়েবের মালিক/১৩২
আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, তিনিই সর্বশক্তিমান/১৩২
আল্লাহ্ই রহমত দানকারী এবং বন্ধকারী/১৩৩
আল্লাহ্ রিয্কদাতা। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই/১৩৩
পার্থিব জীবন ধোঁকা প্রবঞ্চনাময়, শয়তান প্রতারিত করে মানুষকে জাহান্নামে নিতে চায়/১৩৩
মন্দকাজ ও ভাল কাজ সমান নয়, আল্লাহ্ সৎপথের হিদায়েত দেন/১৩৪
আল্লাহ্ মৃত যমীনকে জীবিত করেন। এভাবেই পুনরুত্থান হবে/১৩৪
উত্তম কথা ও কাজ আল্লাহ্র দরবারে পৌছে থাকে। আর মন্দ কাজের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি/১৩৪
আল্লাহ্ মাটি থেকে আদমকে সৃষ্টি করেন, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেন। নারীর গর্ভধারণ ও কারো আয়ু হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। আল্লাহ্ লাওহে মাহফূযে সব সংরক্ষিত রেখেছেন/১৩৫
আল্লাহ্ সুমিষ্ট পানি ও লোনা পানি সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে টাটকা মাছ ও মণিমুক্তা সৃষ্টি করেছেন সেখানে নৌযান ও চলাচল করে/১৩৫
আল্লাহ্ দিন ও রাত সৃষ্টি করেছেন, সূর্য ও চন্দ্রকে তিনিই নিয়ন্ত্রিত করেন। সুতরাং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা কারো ইবাদত করবে না/১৩৫
আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী অভাবমুক্ত। তিনি সৃষ্টি ও ধ্বংসের মালিক/১৩৬
কিয়ামতের দিন কেউ কারো পাপের বোঝা বহণ করবে না। যারা সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ্কে ভয় করে–তারাই মুক্তি পাবে/১৩৬
অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান, আলো ও আধার, ছায়া এবং রোদ, হায়াত ও মউত সমান নয়/১৩৭
সব কাওমের কাছে আল্লাহ্ সতর্ককারী পাঠান। যারা নবীদের অস্বীকার করেছিল, আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেন/১৩৭
আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের সংরক্ষণকারী/১৩৭
আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। তিনি পূর্ববর্তী যালিম কাওমদের ধ্বংস করেন, যারা এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল। কোন কিছুই আল্লাহ্কে অক্ষম করতে পারে না/১৩৮
আল্লাহ্ মানুষকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অবকাশ দেন। সময় শেষ হলে আল্লাহ্ পাকড়াও করেন/১৩৮
আল্লাহ্ মৃতকে জীবন দান করবেন। প্রত্যেক ব্যক্তির আমলনামা সংরক্ষিত থাকছে/১৩৮
আল্লাহ্ মৃত যমীনকে সঞ্জীবিত করেন এবং তাতে শস্য, খেজুর, আঙ্গুরের বাগান। ফলমূল সৃষ্টি করেন, যা মানুষ ভক্ষণ করে/১৩৯
আল্লাহ্ সব কিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন/১৩৯
আল্লাহ্ সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁরই নির্দেশে চলমান/১৩৯
সূর্য-চন্দ্রের নাগাল পায় না এবং রাত দিনকে অতিক্রম করতে পারে না/১৪০
আল্লাহ্ নৌকা এবং এর অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছেন, যা মানুষ ব্যবহার করে। এসবই তাঁর দান/১৪০
শিংগায় ফুৎকার দেয়া হলে সবাই হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। ইহাই আল্লাহ্র ওয়াদা, যা বাস্তবায়িত হবে/১৪০

www.almodina.com

জান্নাতীরা তাদের স্ত্রীসহ সেখানে থাকবে। আহার করবে ফলমূল এবং যা চাবে, তা পাবে। তাদের জন্য বলা হবে–সালাম/১৪১
সেদিন পাপীরা আলাদা হয়ে যাবে/১৪১
হে বনী আদম! আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, শয়তানের নয়। কারণ, সে তোমাদের জাহান্নামে নিয়ে যাবে/১৪২
কিয়ামতের দিন মানুষের মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে এবং তাদের হাত পা সাক্ষ্য দেবে/১৪২
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা করলে চোখের আলো কেড়ে নিতে পারেন, আকৃতি পরিবর্তন করে দিতে পারেন/১৪২
আল্লাহ্ যার আয়ু বৃদ্ধি করে দেন, তার আচার -আচরণে ও গঠনে অবনতি ঘটান/১৪৩
রাসূলুল্লাহ্ (সা) কবি ছিলেন না। কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী, যাতে সুসংবাদ ও সতর্কবাণী রয়েছে /১৪৩
আল্লাহ্ মানুষের জন্য চতুষ্পদ জন্তু ও অন্যান্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের অনুগত করে দিয়েছেন এদের কতক তাদের বাহন এবং কতককে তারা আহার করে/১৪৩
আল্লাহ্ ছাড়া যারা অন্যদের ইবাদত করে, কিয়ামতের দিন তাদের কেউ কোন সাহায্য করবে না/১৪৪
আল্লাহ্ মানুষকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন। অথচ সে আল্লাহ্‌কে ভুলে যায় এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে/১৪৪
আল্লাহ্ মৃত্যুর পর আবার জীবিত করবেন/১৪৫
আল্লাহ্‌ই পুনরায় যমীন ও আসমান সৃষ্টি করবেন/১৪৫
আল্লাহ্ যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে চান, তখন বলেন ঃ হও, অমনি তা হয়ে যায়/১৪৫
সকলকে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে/১৪৫
তোমাদের ইলাহ্ এক। যিনি আসমান-যমীন সব কিছুর রব। তিনি আসমানকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন/১৪৫
আল্লাহ্ দুষ্ট শয়তান থেকে উর্ধজগতকে সুরক্ষিত করেছেন/১৪৬
আল্লাহ্ মানুষকে আঠাল মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন/১৪৬
কাফিররা উপদেশ গ্রহণ করে না, বরং তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন দেখে বিদ্রূপ করে/১৪৬
কাফিররা বলে ঃ আমরা মারা গেলে এবং মাটি ও হাঁড়ে পরিণত হলে কিভাবে পুনরুত্থিত হব ?/১৪৭
যেদিন বিকট শব্দে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন তারা বলবে ঃ এই তো সে বিচারের দিন/১৪৭
কুরআনের শপথ! মক্কার কাফিররা-এর বিরোধিতা করছে। তাদের পূর্বে অনেক কাফির সম্প্রদায়কে আমি ধ্বংস করেছি/১৪৭
মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যাদুকর, মিথ্যাবাদী বলে এবং তাঁর নবুওয়াতকে অস্বীকার করে/১৪৮
মক্কার কাফিররা শিংগাধ্বনির অপেক্ষা করছে এবং কিয়ামত অস্বীকার করে এখানেই শাস্তি চাচ্ছে/১৪৮
আল্লাহ্ আসমান, যমীন এবং এর মাঝে অবস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেন নি/১৪৯
যারা মু'মিন এবং যারা বেঈমান, তারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সমান নয়/১৪৯
আল্লাহ্ কুরআনকে উপদেশ স্বরূপ নাযিল করেছেন/১৪৯
আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই তিনি এক পরাক্রমশালী। যিনি আসমান, যমীনের অবস্থিত সব কিছুর রব/১৪৯
ফিরিশ্‌তাদের বাদানুবাদ আমি জানাতাম না। ওহী মারফত আল্লাহ্ আমাকে এ খবর দিয়েছেন/১৫০

আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি মাটি তারা মানুষ সৃষ্টি করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তোমরা তাকে সিজ্‌দা করবে। ফিরিশ্‌তারা সিজ্‌দা করে, কিন্তু ইবলীস অস্বীকার করে/১৫০
আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করলাম, তুমি তাকে কেন সিজ্‌দা করলে না ?/১৫১
সে বলে ঃ আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ! ফলে আল্লাহ্ তাকে লা'নত দেন এবং জান্নাত থেকে বের করে দেন/১৫১
ইব্‌লীস কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ চায়। আল্লাহ্ তাকে অবকাশ দেন/১৫১
ইব্‌লীস কসম করে বলে ঃ আপনার একনিষ্ঠ বান্দা ছাড়া আমি সকলকে পথভ্রষ্ট করব/১৫২
আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি তোর এবং তোর অনুসারীদের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব/১৫২
আল-কুরআন বিশ্ব-বাসীর জন্য উপদেশ। আমি এর কোন বিনিময় চাই না। এতে বর্ণিত পুরস্কার ও শাস্তির খবর তোমরা কিছুকাল পরেই জানবে/১৫২
আল্লাহ্ আসমান, যমীন, দিন-রাত, সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন/১৫২
আল্লাহ্ আদম থেকে সকলকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আট ধরনের জন্তু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ মানুষকে মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন/১৫৩
আল্লাহ্ মৃত্যুর সময় এবং নিদ্রার সময় ও মানুষ রূহ্ কব্য করেন/১৫৩
আল্লাহ্ বান্দাদের ব্যাপারে ফয়সালা করবেন/১৫৪
আল্লাহ্‌র রহমত হতে নিরাশ হবে না। তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। আর শাস্তি আমার পূর্বে তাঁর অভিমুখী হও/১৫৪
আল্লাহ্‌কে অস্বীকারকারীদের মুখ কিয়ামতের দিন কালো হবে এবং তারা জাহান্নামে যাবে/১৫৪
মুত্তাকীরা জান্নাতে যাবে/১৫৫
আল্লাহ্ আসমান যমীনের সব কিছুর স্রষ্টা। যারা এসব অস্বীকার করে,তারা ধ্বংস হবে/১৫৫
যারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থির করবে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে/১৫৫
কিয়ামতের দিন পৃথিবী থাকবে আল্লাহ্‌র হাতের মুঠোয় এবং আসমানও/১৫৫
প্রথমবারের শিংগা ধ্বনিতে সবই ধ্বংস হবে এবং দ্বিতীয়বারের শিংগা ধ্বনিতে সবাই জীবিত হবে ও হাশ্‌র ময়দানে উপস্থিত হবে/১৫৬
কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির আমলমানামা পেশ করো হবে, নবী ও সাক্ষীগণ উপস্থিত থাকবে এবং ন্যায়বিচার করা হবে/১৫৭
কিয়ামতের দিন কাফিরদের তাড়িয়ে জাহান্নামে নেয়া হবে, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে/১৫৭
কিয়ামতের দিন মুত্তাকীদের জান্নাতে নেয়া হবে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে/১৫
ফিরিশ্‌তারা আরশের চার পাশে অবস্থান করে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে/১৫৮
আল্লাহ্ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে রিয্‌কের ব্যবস্থা করেন/১৫৯
আল্লাহ্ তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন, কিয়ামত সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য/১৫৯
কিয়ামতের দিন কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্‌র। তিনি সকলকে তাঁর কাজের সঠিক প্রতিদান দিবেন /১৫৯
কিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্টে কাফিরদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, তাদের কোন সুপারিশকারী থাকবে না/১৬০
আল্লাহ্ গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুর খবর রাখেন এবং তিনি সঠিকভাবে বিচার করবেন/১৬০

www.almodina.com

মানব সৃজন অপেক্ষা আসমান-যমীন সৃষ্টি তো কঠিনতর। অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এবং মু'মিন ও বেঈমান সমান নয়/১৬১
কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে/১৬০
আল্লাহ্ রাতকে বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা/১৬১
আল্লাহ্ যমীনকে বাসস্থান এবং আসমানকে ছাদস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন ও মানুষকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি চিরঞ্জীব। কোন ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ছাড়া/১৬২
আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত করা বৈধ নয়/১৬০
আল্লাহ্ মানুষকে মাটি থেকে, পরে শুক্র থেকে, পরে আলাক থেকে সৃষ্টি করেন। তিনি মাতৃগর্ভ থেকে শিশুরূপে বের করেন, পরে মানুষ যৌবন প্রাপ্ত হয় এবং পরে হয় বৃদ্ধ। এর আগেও অনেক মারা যায়/১৬৩
আল্লাহ্ হায়াত ও মউতের মালিক। তিনি কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে বলেন, 'হও' অমনি তা হয়ে যায়/১৬৩
আল্লাহ্ মানুষের উপকারের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন এবং নৌযানও এছাড়া আরো অনেক নিদর্শন/১৬৩
আল্লাহ্ দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি ভূপৃষ্ঠে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, পরে আল্লাহ্ আসমান সৃষ্টি করেন সাতটি স্তরে। আল্লাহ্ প্রথম আসমানকে চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করেছেন/১৬৪
কিয়ামতের দিন কাফিরদের জাহান্নামের নিকট আনা হবে এবং তাদের কান, চোখ ও চামড়া তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে/১৬৫
কিয়ামতের দিন কাফিরদের কান, চোখ ও চামড়া তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে/১৬৫
কাফিরদের পদদলিত করা হবে এবং মু'মিনদের কাছে ফিরিশ্তারা বলবে ঃ তোমাদের কোন ভয় নেই, তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের সব নিয়ামত/১৬৬
আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করবেন, যেমন মৃত যমীনকে সতেজ করেন/১৬৬
যারা আল্লাহ্ আয়াতকে বিকৃত করে, তারা জাহান্নামে যাবে। কুরআনের আয়াতের মধ্যে কিছু মিশ্রিত করা সম্ভব নয়/১৬৭
কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে এবং ইহা মু'মিনদের জন্য পথ-নির্দেশক/১৬৮
বিশ্ব-জগতে এবং মানব দেহে আল্লাহ্র নিদর্শন রয়েছে। আল্লাহ্র কুরআন সত্য/১৬৮
আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র। ফিরিশ্তারা আল্লাহ্র তাসবীহ্ করে এবং তাঁরা পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে, তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে/১৬৯
আল্লাহ্ আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে কিয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সেদিন একদল জান্নাতে ও অপরদল জাহান্নামে যাবে/১৬৯
আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহ দান করেন। যালিমদের কোন অভিভাবক নেই, আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করবেন/১৭০
আল্লাহ্ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং সব কিছুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন বংশ বৃদ্ধির জন্য/১৭১
আল্লাহ্রই নিকট আসমান ও যমীনের চাবি, তিনি যাকে ইচ্ছা অধিক রিয্ক দান করেন বা কমিয়ে দেন/১৭০

আল্লাহ্ সকলের জন্য পরিমাণ অনুযায়ী রিয্ক দান করেন। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা তাঁর রহমত বিস্তার করেন/১৭১
আল্লাহ্ আসমান-যমীন ও সকল জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, বিপদ-আপদ মানুষের কৃতকর্মের ফল/১৭১
আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যর্থ হয় না। পর্বত সদৃশ সমুদ্রে চলমান নৌযানসমূহ আল্লাহ্র অন্যতম নিদর্শন। তিনি বায়ূকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন এবং জাহাজসমূহ ধ্বংস করে দিতে পারেন/১৭২
আল্লাহ্ সব কিছুর মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা পুত্র বা কণ্যা দান করেন, কাউকে একত্রে পুত্র-কণ্যা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন/১৭২
আল্লাহ্-ওহী, পর্দার অন্তরাল এবং দূত ব্যতিরেকে মানুষের সাথে কথা বলেন না /১৭৩
আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে নবী (সা)-এর প্রতি কুরআন নাযিল করেন; যা মানব জাতির জন্য নূর স্বরূপ/১৭৩
আল্লাহ্ই আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, তিনিই মানুষের জন্য চলার পথ সৃষ্টি করেছেন/১৭৪
আল্লাহ্ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে মৃত যমীনকে জীবিত করেন। এভাবেই তিনি মৃতকে আবার জীবিত করবেন/১৭৪
আল্লাহ্ জোড়ায় জোড়ায় সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষের আরোহণের জন্য নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন/১৭৪
যে ব্যক্তি আল্লাহ্র যিকির করে না, শয়তান তার সাথে থাকে/১৭৫
শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করে/১৭৫
আল্লাহ্র কোন সন্তান নেই। তিনি আসমান যমীন ও আরশের রব/১৭৫
আল্লাহ্র কাছে কাফির ও মুশরিকদের দেবদেবীরা সুপারিশ করতে পারবে না/১৭৬
আল্লাহ্ আসমান যমীন এবং এর মাঝে যা কিছু আছে তার রব। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি জন্ম-মৃত্যুর মালিক/১৭৬
যেদিন আকাশ ধোয়ায় আচ্ছন্ন হবে, সেদিন মানুষ কঠোর শাস্তিতে গ্রেফতার হবে। সেদিন ঈমান আনলে কোন লাভ হবে না/১৭৭
আল্লাহ্ হিদায়েতের জন্য রাসূল পাঠান, কিন্তু তারা তাঁকে অস্বীকার করে এবং পাগল বলে/১৭৭
আল্লাহ্ দুনিয়াতে শাস্তি না দিলেও আখিরাতে পাপীদের কঠোর শাস্তি দিবেন/১৭৭
আল্লাহ্ আসমান ও যমীন অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। সকলের জন্য বিচারের দিন নির্ধারিত। সেদিন কেউ কারো সাহায্য করবে না/১৭৮
জাহান্নামে পাপীদের খাদ্য হবে যাক্কুম বৃক্ষ। তা তাদের পেটের মধ্যে উত্তপ্ত পানির মত ফুটতে থাকবে। তাদের মাথায়ও ফুটন্ত পানি ঢালা হবে/১৭৮
মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতের নহর ও উদ্যানের মাঝে। তাঁরা পরবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং সামনাসামনি বসবে, তাঁদের সঙ্গিনী হবে আয়তলোচনা হূর, ভক্ষণ করবে ফলমূল/১৭৯
এ কুরআন আল্লাহ্র নিকট হতে অবতীর্ণ। আসমান ও যমীনে মু'মিনদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে/১৮০
আল্লাহ্ সমুদ্রকে মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তাদের উপকারের জন্য আসমান-যমীনের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন/১৮০

আল্লাহ্ সঠিকভাবে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকলকে তার কৃতকর্মের বিনিময় প্রদান করবেন/১৮১
যে ব্যক্তি তার খেয়াল-খুশী মত চলে, সে বিভ্রান্ত। সে হিদায়েত পাবে না/১৮১
কাফিররা পার্থিব জীবনকে একমাত্র জীবন বলে মনে করে এবং আখিরাতের জীবনকে অস্বীকার করে/১৮১
কাফিররা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করে বলে, আমাদের পূর্বপুরুষদের হাযির কর/১৮২
আল্লাহ্ই হায়াত ও মাউতের মালিক। তিনি কিয়ামতের দিন সকলকে একত্রিত করবেন/১৮২
কাফিররা কিয়ামতকে অস্বীকার করে বলে, এ একটা ধারণা মাত্র/১৮২
কাফিরদের মন্দকাজ প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তারা আযাবে গেরেফ্তার হবে/১৮৩
কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কাফিরদের ভুলে যাবেন এবং তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা স্থায়ী হবে/১৮৩
সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ্র, যিনি সবকিছুর রব এবং শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র তাঁরই/১৮৩
আল্লাহ্ কুরআন নাযিল করেছেন। তিনি যমীন-আসমান ও অন্য সবকিছু কিছুকালের জন্য সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু কাফিররা তা অস্বীকার করে/১৮৪
কাফিররা যাদের পূজা করে, তারা আসমান-যমীনের কিছুই সৃষ্টি করেনি/১৮৪
যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে, সে বিভ্রান্ত। কিয়ামতের দিন সেগুলো তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে/১৮৪
আল্লাহ্ মানুষকে মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। মাতা অনেক কষ্ট করে সন্তানকে গর্ভেধারণ করে, প্রসব করে এবং দুধপান করিয়ে বড় করে। কাজেই মাতাপিতার সাথে সদয় ব্যবহার করতে হবে/১৮৫
যারা নেকআমল করে, আল্লাহ্ তাদের গুনাহ মাফ করে জান্নাত দান করবেন/১৮৫
যারা মাতাপিতার কথা মানে না, তাদের জন্য দুর্ভোগ ! পরিণামে তারা জাহান্নামে যাবে/১৮৬
একদল জিন্ কুরআন তিলাওয়াত শুনে আকৃষ্ট হয় এবং তাদের সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে এ খবর দেয়। তারা তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আহবানে সাড়া দেয়ার জন্য আহবান করে/১৮৬
যারা আল্লাহ্র দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে/১৮৭
কিয়ামতের দিন কাফিরদের জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করে যখন জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ ইহা কি সত্য নয় ? তখন তারা এর সত্যতা স্বীকার করবে এবং জাহান্নামে যাবে/১৮৭
রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর প্রতি সবর করার নির্দেশ। কিয়ামতের দিন কাফিরদের মনে হবে, তারা দুনিয়াতে কিছু সময় ছিল মাত্র/১৮৮
আল্লাহ্ কাফিরদের আমল ধ্বংস করে দেবেন এবং যারা মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি ঈমান আনে, তাদের গুনাহ মাফ করে জান্নাত দান করবেন/১৮৮
কাফিররা বাতিলের অনুসরণ করে এবং মু'মিনরা হকের অনুসারী/১৮৯
কাফিরদের সাথে যুদ্ধে কঠোর হবে, যতক্ষণ না তারা অস্ত্র সমর্পণ করে। যারা আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়, তারা জান্নাতে যাবে/১৮৯
আল্লাহ্ পূর্ববর্তী কাফিরদের ধ্বংস করেন এবং মক্কার কাফিরদের পরিণামও সেরূপ হবে/১৯০

www.almodina.com

কিয়ামত অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে/১৯১
কুরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, নয়তো শয়তান পথভ্রষ্ট করে ফেলবে/১৯১
ফিরিশ্‌তারা কাফিরদের জান কব্‌য্ করে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে, আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করার কারণে/১৯০
আল্লাহ্ এবং রাসূলের অনুসরণ করাতেই সফলতা। যারা কুফরী করে, আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন না/১৯১
শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন করবে, তাহলেই তোমরা বিজয়ী হবে/১৯২
পার্থিব জীবন খেল-তামাশা মাত্র। আখিরাতের জীবনে নেক-আমলই উপকারে আসবে/১৯২
আল্লাহ্‌র রাস্তায় জান-মাল খরচ করলে তিনি খুশী হন/১৯২
রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করা আল্লাহ্‌র হাতে বায়'আত গ্রহণের অনুরূপ। যে ব্যক্তি বায়'আতের উপর দৃঢ় থাকবে আল্লাহ্ তাকে জান্নাত দান করবেন/১৯৩
আল্লাহ্ আসমান-যমীনের মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন/১৯৩
মক্কা বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে/১৯৪
আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (স.)-কে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, অন্য সবধর্মের উপর তা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে/১৯৪
মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ্‌র রাসূল। তাঁর সাহাবীরা কাফিরদের প্রতি কঠোর। তাঁরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য রুকূ' বা সিজ্‌দারত থাকে, তাঁদের গুণাবলী তাওরাত ও ইনযীলে বর্ণিত আছে। যারা ঈমান আনে এবং নেকআমল করে, আল্লাহ্ তাদের জান্নাত দান করবেন/১৯৫
দু'টি দলের মধ্যে যুদ্ধ হলে, তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করবে ইনসাফের সাথে/১৯৫
মু'মিনরা পরস্পর ভাই। অতএব তোমরা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবে ন্যায়ের সাথে/১৯৬
কোন পুরুষ বা নারী যেন অন্য কোন পুরুষ বা নারীকে উপহাস না করে। কেউ কাউকে খোঁটা দিবে না এবং মন্দনামে ডাকবে না/১৯৬
অনুমান করা, পরের দোষ অন্বেষণ করা এবং গীবত করা জঘন্য অপরাধ/১৯৬
আল্লাহ্ আদম ও হাওয়া (আ) থেকে সব মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং বিভিন্ন জাতিও গোত্রে বিভক্ত করেছেন/১৯৭
ঈমানের সম্পর্ক অন্তরের সাথে, মুখের সাথে নয়/১৯৭
মু'মিন তারাই, যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুসরণ করে এবং জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে/১৯৮
আল্লাহ্ সমস্ত গায়েবের খবর জানেন/১৯৮
শপথ কুরআনের! কাফিররা এজন্য বিস্মিত যে, তাদের একজন তাদেরকে সতর্ক করছেন/১৯৮
কাফিররা পুনরায় জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করে/১৯৮
কাফিররা কি আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আল্লাহ্ কি ভাবে তা সৃষ্টি করেছেন?/১৯৯
আল্লাহ্ যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছেন, তাতে সৃষ্টি করেছেন পর্বতমালা এবং সব ধরনের বস্তু/১৯৯
আল্লাহ্ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে বাগান,কৃষিজাত শস্য, খেজুর গাছ ও অন্যান্য জিনিস উৎপন্ন করেন বান্দাদের রিয্‌ক হিসেবে/১৯৯
আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষণ করে মৃত যমীনকে জীবিত করেন আর মৃতদের তিনি এভাবেই আবার জীবিত করবেন/২০০
আল্লাহ্ মানুষের প্রবৃত্তিকে জানেন এবং তিনি মানুষের প্রাণরগের চেয়েও নিকটবর্তী/২০০

www.almodina.com

দু'জন সংরক্ষক ফিরিশ্‌তা সব সময় মানুষের সংগে থাকেন এবং তাঁরা যা কিছু করে, ফিরিশ্‌তারা তা লিখে রাখেন/২০০
মানুষ অবশ্যই মরবে এ থেকে পরিত্রাণ নেই/২০১
ফিরিশ্‌তা আমলনামা পেশ করবে এবং কাফিরদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে/২০০
যারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে তারাও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে/২০১
আল্লাহ্‌র ফয়সালার পরিবর্তন হবে না বরং তিনি বান্দাদের প্রতি অবিচার করবেন না/২০১
আল্লাহ্‌ ছয় দিনে আসমান যমীন এবং এর মাঝে যা আছে তা সৃষ্টি করেছেন/২০২
হে নবী! তারা যা বলে, তাতে আপনি সবর করুন এবং সকাল, সন্ধ্যা ও রাতে আল্লাহ্‌র তাসবীহ্‌ পাঠ করুন/২০২
আল্লাহ্‌ই জীবন-মৃত্যুর মালিক। সবাই তার কাছে ফিরে যাবে/২০২
কাফিরদের কথা আল্লাহ্‌ খুবই অবগত। কুরআনের সাহায্য উপদেশ দেয়াই নবী (স)-এর কাজ/২০২
কিয়ামত অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে, এবং সকলেই স্ব-স্ব কর্মফল ভোগ করবে। যে কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে সত্য ভ্রষ্ট/২০৩
কাফিররা কিয়ামতের দিন সম্পর্কে প্রশ্ন করে। সেদিন তাদের জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ করা হবে/২০৩
যারা নেক্‌কার, মুত্তাকী, তারা জান্নাতে যাবে। এরা রাতে কম ঘুমায় এবং শেষ রাতে আল্লাহ্‌র দরবারে মাগফিরাত কামনা করে/২০৪
বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন আছে, এমন কি মানবদেহেও/২০৪
আল্লাহ্‌ আসমান ও যমীন সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন/২০৪
আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন ইলাহ্‌ নেই, এ কথা বলায় তারা নবী (স)-কে যাদুকর ও পাগল বলে/২০৪
কাফিররা সীমালংঘনকারী, তাই আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং উপদেশ দিতে থাকুন/২০৫
আল্লাহ্‌ জিন্‌ ও ইনসানকে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের কাছে রিযিক চান না, বরং তিনি সকলের রিযিকদাতা/২০৫
মক্কার কাফিরদের জন্য শাস্তির পালা নির্ধারিত আছে, যেমন পূর্ববর্তী যালিম কাওমের জন্য ছিল/২০৫
আল্লাহ্‌র শাস্তি অবধারিত, যা রোধ করার কেউ নেই। কিয়ামতের দিন আসমান থরথর করে কাঁপবে, পর্বতমালা দ্রুত চলতে থাকবে। সে দিন কাফিরদের ধাক্কাতে ধাক্কাতে জাহান্নামে নেয়া হবে। এ হবে তাদের কৃতকর্মের ফল/২০৬
হে নবী! আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। আপনি গণক বা কবি নন। কাফিররা আপনার মৃত্যু কামনা করে/২০৭
কাফিররা এ কুরআনকে অস্বীকার করে। তারা সত্যবাদী হলে এরূপ কোন বাণী রচনা করুক/২০৭
আসমানে আরোহণ করার জন্য তাদের কাছে কি কোন সিড়ি আছে?/২০৮
আপনি তাদের কাছে কোন বিনিময় চাচ্ছেন, যা তারা বোকা মনে করছে?/২০৮
তারা কি গায়েবের খবর রাখে, যা তারা লিখে রাখে ?/২০৮
আখিরাতে কাফিররাই তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হবে/২০৯
আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই, তিনি পবিত্র, মহান/২০৯

www.almodina.com

কিয়ামতের শাস্তি ভোগ করার আগ পর্যন্ত আপনি কাফিরদের ছেড়ে দিন। সেদিন তারা কোন সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না/২০৯
যালিমদের জন্য অনেক শাস্তি রয়েছে/২০৯
হে নবী! আপনি সবর করুন এবং আপনার রবের তাসবীহ্ পাঠ করুন- সকাল-সন্ধ্যায় এবং রাতে/২১০
আসমান-যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র, তিনি ভাল কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার এবং খারাপ কাজের জন্য শাস্তি দিবেন/২১০
আল্লাহ্ আদম (আ) কে মাটি থেকে এবং পরে ভ্রূণরূপে মায়ের গর্ভে মানুষ সৃষ্টি করেন। যিনি ভাল জানেন-কে মুত্তাকী ?/২১০
চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হয়ে গেছে, কিয়ামত নিকটবর্তী। কাফিররা একে যাদু বলে/২১১
কিয়ামতের দিন কাফিররা নত মুখে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় কবর থেকে বের হবে এবং বলবেঃ এ তো বড় কঠিন দিন!/২১১
আল্লাহ্ কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছেন/২১২
আল্লাহ্ সব কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন/২১২
কিয়ামত চোখের পলকে অনুষ্ঠিত হবে/২১২
আল্লাহ্ পূর্ববর্তী কাফিরদের ধ্বংস করেছেন। অতএব তোমরা সাবধান। তোমাদের সব কিছুই আমলনামায় আছে /২১২
মুত্তাকীরা জান্নাতে থাকবে, আল্লাহ্র সান্নিধ্যে/২১২
আল্লাহ্ কুরআন নাযিল করেছেন, মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন/২১৩
আল্লাহ্র নির্দেশে চন্দ্র-সূর্য আবর্তিত হয়। সবই আল্লাহ্র অনুগত, তিনি সুউচ্চ আসমান সৃষ্টি করেছেন, ইনসাফ কায়েম করতে বলেছেন/২১৩
আল্লাহ্ যমীন সৃষ্টি করেছেন, যেখানে রয়েছে ফলমূল, খেজুর গাছ শাস্যদানা ও সুগন্ধি গুল্ম/২১৩
আল্লাহ্ উদয় ও অস্তাচলের রব, তিনি নদ-নদী, সাগর সৃষ্টি করেছেন, যা থেকে তিনি মুক্তা ও প্রবাল বের করেন/২১৪
আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণে দরিয়ায় চলে বড়-বড় জাহাজ/২১৫
পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সষ্ট ধ্বংসশীল, কেবল অবশিষ্ট থাকবেন আল্লাহ্/২১৫
আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে/২১৫
আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন জিন্ ও ইনসানের হিসাব গ্রহণ করবেন/২১৬
হে জিন্ ও ইন্সান! আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া তোমরা আসমান ও যমীনের সীমানা পেরিয়ে কোথা ও যেতে পারবে না/২১৬
হে জিন্ ও ইন্সান! তোমাদের উপর যখন অগ্নি শিখাও ধোয়া নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তোমরা তা প্রতিহত করতে পারবে না/২১৬
কিয়ামতের দিন আসমান বিদীর্ণ হবে, সেদিন কারো অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না; বরং অপরাধীদের চেনা যাতে তাদের চেহারা দেখে, এবং তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে/২১৬

এটা সেই জাহান্নামে, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত। সেখা নেতারা আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে/২১৭

কিয়ামত হবেই। এতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন কেউ সম্মানিত এবং কেউ অপদস্ত হবে/২১৭

কিয়ামতের দিন যমীন প্রকম্পিত হবে, পাহাড় ভেঙে চুরমার হয়ে ধূলি-কণায় পরিণত হবে/২১৮

সেদিন মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হবে-ডান-পন্থী, বাম-পন্থী এবং নৈকট্য প্রাপ্ত-তারা জান্নাতী হবে/২১৮

কিয়ামতের দিন বাম-পন্থীরা হবে হতভাগ্য। তারা দোযখের আগুন, ফুটন্ত পানিও ধোয়ার মধ্যে থাকবে। দুনিয়াতে তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত ছিল/২১৮

তারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করত/২১৯

কিয়ামতের দিন সকলকে একত্র করা হবে। কাফিরদের খাদ্য হবে যাক্কুম বৃক্ষ, তাদের পান করানো হবে ফুটন্ত পানি। এ হবে তাদের আপ্যায়ন/২১৯

আল্লাহ্ মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সকলের জন্য মৃত্যুর সমর নির্ধারিত করে রেখেছেন,/২২০

আল্লাহ্ বীজ থেকে শস্য উৎপাদন করেন/২২০

আল্লাহ্ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন/২২১

আল্লাহ্ আগুন জ্বালাবার জন্য বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন। এ সবই আল্লাহ্‌র নিদর্শন/২২১

আল-কুরআন খুবই সম্মানিত, যা সুরক্ষিত লাওহে মাহফূযে। পূত-পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া তা কেউ স্পর্শ করতে পারে না/২২২

আল্লাহ্ কুরআন নাযিল করেছেন। কাফিররা একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে/২২২

মৃত্যুর সময় যখন কারো প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, তখন তোমরা তাকিয়ে থাক মাত্র। আল্লাহ্ তার অধিক নিকটবর্তী, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না/২২২

আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দারা নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে থাকবে সুখ-শান্তির মাঝে। আর কাফিররা থাকবে জাহান্নামে/২২৩

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ পাঠ করে/২২৩

আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব আসমান ও যমীনে, তিনি জীবন ও মৃত্যুর মালিক, তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয় সম্পর্কে অবহিত/২২৪

আল্লাহ্ ছয় দিনে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হন তিনি জানেন- যা যমীনে প্রবেশ করে এবং যা যমীন থেকে বের হয়; যা আসমান থেকে নাযিল হয় এবং যা আসমানে উঠে। তিনি সবার সঙ্গে আছেন এবং সব কিছু দেখেন/২২৪

আসমান ও যমীনের কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। তিনি অন্তর্যামী/২২৪

পার্থিব জীবন খেল-তামাশা, জাকজমক, পারস্পরিক অহমিকা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে একে অন্যের চেয়ে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা মাত্র, যা ছলনাময়/২২৫

খারাপ কাজের জন্য গোপন পরামর্শ না করে ভাল কাজের জন্য পরামর্শ করবে/২২৫

মু'মিনদের উচিত আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা/২২৬

আল্লাহ্র শাস্তির মুকাবিলায় ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না/২২৬
কাফিররা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সামনে শপথ করবে, কিন্তু তাতে কোন উপকার হবে না। তারা তো মিথ্যাবাদী/২২৬
যমীন ও আসমানে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর তাসবীহ্ করে/২২৬
আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আখিরাতের জন্য কী পাঠিয়েছে- তা ভেবে দেখ/২২৭
যারা আল্লাহ্কে ভুলে যায়, তারা পাপাচারী/২২৭
জাহান্নাম ও জান্নাতের অধিবাসীরা সমান নয়। যারা জান্নাতী হবে, তারাই সফলকাম/২২৭
আল-কুরআন পাহাড়ের উপর নাযিল হলে- তা বিদীর্ণ হয়ে যেত/২২৭
আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা। তিনিই মালিক, পবিত্র, শান্তিদাতা, রক্ষাকারী, সর্বশক্তির অধিকারী/২২৮
আল্লাহ্ সৃষ্টিকারী, উদ্ভাবনকারী, রূপদাতা। তাঁর আছে উত্তম নামসমূহ। যমীন আসমানের সব কিছুই তাঁর তাস্বীহ্ করে/২২৮
মু'মিন নারীদের বায়'আত গ্রহণ সম্পর্কে/২২৮
যাদের প্রতি আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না/২২৯
আসমান যমীনের সব কিছুই আল্লাহ্র তাসবীহ্ করে/২২৯
যা কর না, তা বলা আল্লাহ্ পসন্দ করেন না/২২৯
আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন, যারা ধর্মযুদ্ধে প্রাচীরের ন্যায় সুদৃঢ় থাকে/২২৯
ঐ ব্যক্তি যালিম, যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে/২৩০
কাফিররা আল্লাহ্র দীনের নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, তা সম্ভব নয়/২৩০
আল্লাহ্ সকল মতাদর্শের উপর ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে প্রেরণ করেছেন/২৩০
জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য উপায় হলো - আল্লাহ্ ও রাসূলের উপর ঈমান আনা এবং আল্লাহ্র পথে জান ও মাল খরচ করা/২৩০
আল্লাহ্ মু'মিনদের জান্নাত দান করবেন এবং তাদের সাহায্য করবেন/২৩১
হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র দীনের সাহায্যকারী হও; যেমন হাওয়ারীরা হযরত ঈসা (আ)-কে সাহায্য করেছিল/২৩১
আসমান যমীনের সব কিছুই আল্লাহ্র তাসবীহ্ করে/২৩২
আল্লাহ্ মুহাম্মদ (স)-কে রাসূলরূপে মক্কার নিরক্ষর লোকদের কাছে প্রেরণ করেন/২৩২
মৃত্যু থেকে কারো অব্যাহতি নেই/২৩৩
মুনাফিকদের পরিচয়/২৩৩
হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল না করে/২৩৩
আল্লাহ্ সব মানুষ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু কেউ কাফির এবং কেউ মু'মিন/২৩৪
আল্লাহ্ আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন/২৩৪

www.almodina.com

আল্লাহ্ গোপন এবং প্রকাশ্য সব কিছুর খবর রাখেন/২৩৪
আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সকলকে একত্র করবেন। তিনি মু'মিনদের জান্নাত এবং কাফিরদের জাহান্নামে দাখিল করবেন/২৩৪
মু'মিনদের স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যাপারে সতর্কতা/২৩৫
সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ পরীক্ষা-স্বরূপ/২৩৫
আল্লাহ্ সাত আসমান ও সাত যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি জ্ঞানে সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন/২৩৬
হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেরা বাঁচ এবং তোমাদের সন্তানদের বাঁচাও জাহান্নামের আগুন থেকে/২৩৬
কিয়ামতের দিন কাফিরদের কোন ওজর-আপত্তি গৃহীত হবে না/২৩৬
আল্লাহ্ সব কিছুর মালিক, সর্বশক্তিমান। তিনি হায়াত ও মাউতের মালিক/২৩৭
আল্লাহ্ স্তরেস্তরে সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন, যাতে কোন খুঁত নেই। আর তিনি প্রথম আসমানকে প্রদীপমালা দিয়ে সুশোভিত করেছেন/২৩৭
আল্লাহ্ যমীনকে ব্যবহারযোগ্য করেছেন, এতে রয়েছে চলাফেরার জন্য রাস্তা/২৩৭
আল্লাহ্ যমীনসহ মানুষকে ধসিয়ে দিতে সক্ষম/২৩৮
আল্লাহ্ মানুষের প্রতি প্রস্তর বর্ষণকারী ঝড় প্রেরণ করতে সক্ষম/২৩৮
পূর্ববর্তী মিথ্যাবাদী অনেক কাওমকে আল্লাহ্ ধ্বংস করেছেন/২৩৮
আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি ও অন্তঃকরণ দিয়েছেন/২৩৮
আল্লাহ্ সারা পৃথিবীতে মানুষকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন তিনি সবাইকে সমবেত করবেন/২৩৯
কিয়ামতের জ্ঞান তো আল্লাহ্র কাছে/২৩৯
কাফিররা কিয়ামতের দিন সিজ্দা করতে সক্ষম হবে না/২৩৯
যারা কুরআনকে অস্বীকার করে, আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দিবেন/২৪০
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সবর করার নির্দেশ/২৪০
কাফিররা কুরআন শুনে বলে ঃ মুহাম্মদ (সা) তো পাগল/২৪১
কুরআন সারা জাহানের জন্য উপদেশস্বরূপ/২৪১
কিয়ামত সত্য, সামূদ ও আদ সম্প্রদায় তা অস্বীকার করেছিল/২৪১
আল্লাহ্ কাওমে সামূদকে ধ্বংস করেন বিকট শব্দ দিয়ে এবং আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেন ঝঞ্ঝা বায়ু দিয়ে/২৪১
কিয়ামতের দিন যখন শিঙগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন আসমান-যমীন চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে/২৪২
কিয়ামতের দিন আটজন ফিরিশ্তা আল্লাহ্র আরশ বহন করবে/২৪২
আল-কুরআন সত্য। এটা কোন কবির কথা নয় এবং কোন গণকের কথাও নয়/২৪৩
আল্লাহ্ কুরআন নাযিল করেছেন। এটি নবী (সা)-এর রচনা নয়/২৪৩
কুরআন মুত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ/২৪৩

www.almodina.com

কিয়ামতের আযাব অবশ্যই কাফিরদের উপর আপতিত হবে/২৪৪
ফিরিশ্‌তা ও রূহ্ আল্লাহ্‌র নিকট আরোহণ করে এমন একদিনে, যার পরিমাণ দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান/২৪৪
কিয়ামতের দিন আসমান হবে গলিত তামার ন্যায় এবং পর্বতসমূহ হবে ধুনা রঙীন পশমের মত/২৪৫
কিয়ামতের দিন কাফিররা আযাব থেকে বাঁচার জন্য তাদের সন্তান, স্ত্রী, ভাই ও আপনজনদের বিনিময় হিসেবে দিতে চাইবে/২৪৫
কাফিররা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবেই/২৪৬
যারা মু'মিন, তারা কিয়ামতের শাস্তি থেকে নাজাত পাবে। তারা সালাত আদায় করে, অন্যের হক পরিশোধ করে, নিজেদের যৌন-অঙ্গের হিফাযত করে এবং ওয়াদা পূরণ করে/২৪৬
মু'মিনরা জান্নাতে থাকবে/২৪৭
আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান/২৪৭
যারা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে, কিয়ামতের দিন তারা লাঞ্ছিত হবে/২৪৮
আল্লাহ্ মানুষকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন/২৪৮
আল্লাহ্ সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন এবং চাঁদকে জ্যোতি ও সূর্যকে প্রদীপস্বরূপ করেছেন/২৪৮
আল্লাহ্ মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে আবার মাটির মধ্যে ফিরিয়ে নিবেন, পুনরায় তা থেকে জীবিত করে বের করবেন/২৪৯
আল্লাহ্ যমীনকে বিস্তৃত করেছেন মানুষের চলা-ফেরার জন্য/২৪৯
একদল জিন্ কুরআন শ্রবণ করে হিদায়াত প্রাপ্ত হয়/২৪৯
আল্লাহ্‌র সাথে শরীক না করা/২৫০
রাসূলুল্লাহ্ (সা) কারো ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নন/২৫০
রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর কাজ আল্লাহ্‌র বাণী মানুষের কাছে পৌছে দেয়া। যে তাঁর নির্দেশ মানবে না, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম/২৫০
আল্লাহ্ গায়েবের মালিক; তিনি কেবল তাঁর রাসূলের কাছে প্রকাশ করে থাকেন/২৫১
আল্লাহ্ পূর্ব-পশ্চিমের অর্থাৎ সব কিছুর মালিক। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই/২৫১
কাফিরদের খারাপ আচরণে ধৈর্যধারণের নির্দেশ/২৫১
আল্লাহ্ কাফিরদের শাস্তির জন্য জাহান্নামে বিভিন্ন প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন/২৫২
কিয়ামতের দিন যমীন ও পর্বতমালা ধ্বংস হয়ে যাবে/২৫২
আল্লাহ্‌দ্রোহী ফিরাউনকে আল্লাহ্ শাস্তি দেন। অতএব তোমরাও আযাব থেকে পরত্রাণ পাবে না/২৫২
কিয়ামতের দিন বালক-বৃদ্ধে পরিণত হবে/২৫২
কিয়ামতের দিন আসমান বিদীর্ণ হবে। অতএব আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চল/২৫৩
কিয়ামতের দিন কাফিরদের জন্য কঠিন হবে/২৫৩

জাহান্নাম ভয়ংকর শাস্তির স্থান/২৫৩
নেক্‌কার বান্দারা জান্নাতের অধিবাসী হবে/২৫৪
যারা কিয়ামত অস্বীকার করে, সালাত আদায় করে না, মিস্‌কীনদের আহার করায় না, তারা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে/২৫৪
মৃত্যুর পর দেহ বিনষ্ট হলেও আল্লাহ্ আবার সকলকে পুনরুজ্জীবিত করবেন/২৫৫
কিয়ামত সেদিন হবে, যেদিন মানুষের চোখ বিস্ফারিত হবে, চাঁদ জ্যোতিহীন হবে এবং চন্দ্র ও সূর্যকে একত্র করা হবে/২৫৫
কিয়ামতের দিন নেক্‌কার বান্দাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, এবং বদ্‌-কারদের চেহারা মলিন হবে/২৫৬
যখন মৃত্যুর সময় সমাগত হবে, তখন কোন কিছুই উপকারে আসবে না/২৫৬
মানুষের হিসাব গ্রহণ করা হবে। তাকে স্খলিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ্ মৃতদের পুনরায় জীবিত করবেন/২৫৭
আল্লাহ্ নারী-পুরুষের মিশ্র বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা করার জন্য এবং ভাল ও মন্দ পথের দিশা দিয়েছেন/২৫৭
কাফিরদের জন্য রয়েছে শাস্তি এবং মু'মিনদের জন্য রয়েছে অনাবিল শান্তি, যারা মানত পূর্ণ করে, মিস্‌কীন ও ইয়াতীমদের খাদ্য দান করে/২৫৮
মু'মিনরা জান্নাতে পালঙ্কের উপর হেলান দিয়ে বসবে এবং জান্নাতের ফল-মূল ভক্ষণ করবে/২৫৯
মু'মিনরা জান্নাতে শরাব পান করবে, চির কিশোরেরা তা পরিবেশন করবে/২৫০
জান্নাতীরা মিহি ও মোটা রেশমের পোশাক পরিধান করবে এবং রূপার তৈরী কাকন পরিধান করবে/২৬০
আল্লাহ্ অল্প-অল্প করে কুরআন নাযিল করেন/২৬১
সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র নামের তাসবীহ্ পাঠের নির্দেশ/২৬০
কাফিররা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে অস্বীকার করে/২৬১
আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি মেহেরবান এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর/২৬১
কিয়ামত অবধারিত। আর সেদিন নক্ষত্র জ্যোতিহীন হবে, আসমান বিদীর্ণ হবে, পর্বত উড়ে বেড়াবে/২৬১
কিয়ামতের দিন কাফিররা কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে/২৬২
আল্লাহ্ মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেন এবং মাতৃগর্ভে তা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রাখেন/২৬২
আল্লাহ্ যমীনকে জীবিত ও মৃতদের ধারণকারীরূপে সৃষ্টি করেছেন/২৬৩
কিয়ামতের দিন কাফিরদের আযাব হবে খুবই কঠিন/২৬৩
কিয়ামতের দিন কাফিরদের অপকৌশল কোন কাজে আসবে না/২৬৪
মুত্তাকীরা আরামের সাথে জান্নাতে থাকবে এবং নানা জাতীয় ফল-মূল খাবে/২৬৪
কাফিররা পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে। কিয়ামতের দিন তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে/২৬৫
কাফিররা আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে রুকূ-সিজ্‌দা করে না। তারা কুরআনের নির্দেশ অমান্য করে/২৬৫
কিয়ামত অচিরেই অনুষ্ঠিত হবে। যে ব্যাপারে তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছে/২৬৫

www.almodina.com

আল্লাহ্ যমীনকে বিছানা এবং পাহাড়কে পেরেক স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের জোড়া সৃষ্টি করেছেন/২৬৬
আল্লাহ্ নিদ্রাকে আরামের উপকরণ, রাতকে আবরণ ও দিনকে জীবিকা অর্জনের জন্য সৃষ্টি করেছেন/২৬৬
আল্লাহ্ সাত আসমান, চন্দ্র, সূর্য সৃষ্টি করেছেন/২৬৬
আল্লাহ্ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তা দিয়ে শস্য, উদ্ভিদ ও বাগান তৈরী করেন/২৬৭
কিয়ামতের দিন নির্ধারিত, যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, তখন সবাই কবর থেকে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে/২৬৭
কিয়ামতের দিন আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত ধ্বংস হয়ে যাবে/২৬৭
কাফিরদের চিরস্থায়ী আবাস হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা ফুটন্ত পানি ও পুঁজ পান করবে। এ হবে তাদের কর্মের প্রতিফল। তাদের শাস্তি কেবল বাড়তেই থাকবে/২৬৭
আর মুত্তাকীরা থাকবে চিরস্থায়ী শান্তিময় জান্নাতে। সমবয়স্কা, পূর্ণ যৌবনা তরুণী তাদের সঙ্গী হবে এটা তাদের পুরস্কার হবে/২৬৮
কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। অতএব, সকলের উচিত, আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলা/২৬৯
মানুষ যে আমল করবে, কিয়ামতের দিন সে তার প্রতিফল পাবে। সেদিন কাফিররা বলবে ঃ হায়, আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!/২৬৯
ফিরিশ্তারা কাফিরদের রূহ্ কঠোরভাবে কব্য করে এবং মু'মিনদের রূহ্ সহজভাবে কব্য করে আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে দেয়/২৬৯
কিয়ামতের দিন প্রথম শিঙ্গার ফুঁতে সবই ধ্বংস হবে এবং দ্বিতীয় ফুঁতে সবাই জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে/২৭০
আল্লাহ্ ছাদ স্বরূপ আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং দিন ও রাত্রকে সৃষ্টি করেছেন/২৭১
আল্লাহ্ যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এর থেকে পানি ও তৃণাদি সৃষ্টি করেন/২৭১
আল্লাহ্ যমীনের উপর দৃঢ়ভাবে পাহাড় সৃষ্টি করেছেন/২৭১
কাফিররা কিয়ামতের দিন বদ্-আমলের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে/২৭১
আর নেক-আমলের ফলে মু'মিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে/২৭২
কিয়ামতের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্রই নিকট। সে সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না/২৭২
কাফিররা কিয়ামতের দিন মনে করবে যে, দুনিয়াতে তারা এক সকাল বা সন্ধ্যা অবস্থান করেছিল/২৭২
আল-কুরআন উপদেশ বাণী, যা সম্মানিত ফিরিশ্তাদের দ্বারা লিপিবদ্ধ/২৭৩
আল্লাহ্ মানুষকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তাকে পরিমিত করেছেন/২৭৩
আল্লাহ্ হায়াত-মাউতের মালিক। তিনি আবার সকলকে জীবিত করবেন/২৭৩
আল্লাহ্ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তা দিয়ে মানুষের জন্য খাদ্য শস্য, শাক-সব্জী, ফল-মূল ইত্যাদি তৈরী করেন/২৭৪

কিয়ামতের দিন মানুষ নিজের ভাই, মাতা-পিতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি থেকে পলায়ন করবে/২৭৪
কিয়ামতের দিন মু'মিনদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে এবং কাফিরদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন হবে/২৭৫
কিয়ামতের দিন যা ঘটবে তার বর্ণনা/২৭৫
কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির আমলনামা তাকে দেয়া হবে। জান্নাত ও জাহান্নামকে নিকটে আনা হবে/২৭৬
আল-কুরআন সত্য এবং তা এক সম্মানিত ফিরিশ্‌তা কর্তৃক আনীত বাণী/২৭৬
রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাগল নন। এ কুরআন বিতাড়িত শয়তানের বাক্য নয়/২৭৭
এ কুরআন বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ। যারা সরল-সঠিক পথে চলতে চায়, তারা এর অনুসরণ করবে/২৭৭
কিয়ামতের বর্ণনা/২৭৭
আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সুঠাম করেছেন, তারপর তাকে সুষম করেছেন/২৭৮
আল্লাহ্ মানুষের আমলনামা লেখার জন্য সম্মানিত, সংরক্ষক ফিরিশ্‌তা নিয়োগ করেছেন/২৭৮
যারা নেক্-কার তারা জান্নাতে থাকবে এবং বদ্-কাররা থাকবে জাহান্নামে চিরদিন/২৭৮
কিয়ামতের দিন যখন বিচার অনুষ্ঠিত হবে, তখন কেউ কারো উপকার করতে পারবে না। সব কর্তৃত্ব হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র/২৭৯
দুনিয়াতে যারা মাপে কম-বেশী করে, তাদের সর্বনাশ হবে কিয়ামতের দিন/২৭৯
পাপীদের আমলনামা সিজ্জীনে রয়েছে/২৮০
কাফিররা কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করে/২৮০
কাফিররা কুরআনের আয়াতকে বলে ঃ এ তো পূর্বকালের অলীক কাহিনী/২৮০
নেক্-কারদের আমলনামা থাকবে ইল্লীনে। তারা পরম আরামে-স্বচ্ছন্দ্যে জান্নাতে থাকবে/২৮১
জান্নাতে মু'মিনদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তাদের বিশুদ্ধ শরাব পান করতে দেয়া হবে/২৮১
দুনিয়াতে কাফিররা মু'মিনদের তাচ্ছিল্যের সাথে উপহাস করে থাকে/২৮২
কিয়ামতের দিন মু'মিনরা কাফিরদের উপহাস করবে, তারা সুসজ্জিত পালঙ্কে বসে কাফিরদের শাস্তি দেখবে/২৮২
কিয়ামতের দিন আসমান বিদীর্ণ হবে/২৮৩
কিয়ামতের দিন যমীন তার পেট থেকে সব বের করে দিবে/২৮২
দুনিয়াতে মানুষ মৃত্যু পর্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকে। কিয়ামতের দিন যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তার হিসাব সহজ হবে এবং সে জান্নাতে যাবে/২৮৩
কিয়ামতের দিন যার আমলনামা পিঠের পেছন দিক থেকে দেয়া হবে, সে জাহান্নামে যাবে/২৮৪
মৃত্যুর পর সবাইকে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে/২৮৪
কাফিররা কুরআনকে অস্বীকার করে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি/২৮৪
যারা মু'মিন এবং নেকআমল করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার/২৮৫
যারা মু'মিনদের উপর অত্যাচার করে, তারা অবশ্যই ধ্বংস হবে/২৮৫

মু'মিনদের উপর যারা অত্যাচার করে, তাদের স্থান হবে জাহান্নামে/২৮৬
যারা মু'মিন এবং নেক্‌কাজ করে, তারা জান্নাতে যাবে/২৮৬
আল্লাহ্‌র পাকড়াও বড়ই কঠিন। তিনি প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন, তিনি পুনরায় জীবিত করবেন/২৮৬
আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতি স্নেহময়। তিনি আরশের অধিপতি এবং যা ইচ্ছা করেন, তা-ই করেন/২৮৬
নাফরমান ফিরাউন ও সামূদ কাওমকে আল্লাহ্ ধ্বংস করেন। যারা কাফির তাদেরকেও আল্লাহ্ ধ্বংস করবেন/২৮৭
আল-কুরআন মহা-সম্মানিত, যা 'লাওহে মাহ্‌ফূযে' সংরক্ষিত/২৮৭
রাতের বেলা আসমানে সমুজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়/২৮৭
মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তিনি আবার মানুষকে সৃষ্টি করবেন/২৮৭
আল্লাহ্ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং যমীন থেকে গাছ বৃক্ষ উৎপাদন করেন/২৮৮
আল-কুরআন অকাট্য বাণী/২৮৮
কাফিররা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে চক্রান্ত এবং তিনিও তাদের বিরুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করেন/২৮৮
আল্লাহ্ মানুষকে সুন্দররূপে সৃষ্টি করেছেন/২৮৯
আল্লাহ্‌ই হিদায়াত দান করেন/২৮৯
আল্লাহ্ যমীন থেকে ঘাস-তৃণ উৎপন্ন করেন/২৮৯
আল্লাহ্ প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় জানেন/২৮৯
মানুষকে উপদেশ প্রদান করা/২৮৯
যে নসীহত কবুল করে না, সে জাহান্নামে যাবে/২৯০
যে আত্মশুদ্ধি করবে, সে জান্নাতে যাবে/২৯০
দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী/২৯০
কিয়ামতের দিন কাফিররা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদেরকে ফুটন্ত পানি ও কাঁটাযুক্ত খাদ্য দেয়া হবে/২৯০
মু'মিনরা খুশী মনে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের জন্য সেখানে থাকবে সুপেয় পানি, সুসজ্জিত পালঙ্ক, বিছানো গালিচা ইত্যাদি/২৯১
আল্লাহ্ উট, আসমান, যমীন ও পর্বতমালা তাঁর কুদ্‌রতের নমুনা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন/২৯১
কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপদেশ অমান্য করলে আল্লাহ্ তাকে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি দিবেন/২৯২
জ্ঞানবান লোকদের জন্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে নিদর্শন রয়েছে/২৯২
আল্লাহ্ নাফরমানীর কারণে কাওমে আদ, সামূদ ও ফিরাউনের গোষ্ঠিকে ধ্বংস করেছিলেন/২৯৩
মানুষ আল্লাহ্‌র নিয়ামত পেলে সন্তুষ্ট হয় এবং বিপদগ্রস্ত হলে অসন্তুষ্ট হয়/২৯৫
নাফরমান ব্যক্তিরা ইয়াতীম, মিস্‌কীনকে খাদ্য দান করে না এবং তারা অন্যের হক নষ্ট করে/২৯৪
মানুষ পার্থিব জীবনকে ভালবাসে/২৯৪
কিয়ামতের দিন যমীন চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে এবং জাহান্নামকে কাছে আনা হবে/২৯৪

www.almodina.com

আল্লাহ্ কাফিরদের কঠিন শাস্তি দিবেন/২৯৫
আল্লাহ্ প্রশান্ত আত্মাকে তাঁর কাছে ডেকে নিবেন এবং পরকালে জান্নাত দান করবেন/২৯৫
মক্কা নগরীতে নবী (সা)-এর জন্য যুদ্ধ করা বৈধ ছিল/২৯৬
মানুষকে কষ্টের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে/২৯৬
আল্লাহ্ মানুষকে দু'টি চোখ, জিহবা, দু'টি ঠোঁট দান করেছেন এবং হক ও বাতিল রাস্তার পরিচয় দান করেছেন/২৯৬
মানুষের উচিত-দাস মুক্ত করা এবং ইয়াতীম ও মিস্‌কীনকে খাদ্য দান করা /২৯৬
যারা ডানপন্থী, তারা ঈমান আনে, পরস্পরকে সবর ও দয়ামায়ার জন্য উপদেশ দেয় তারই সৌভাগ্যশালী/২৯৬
আর যারা বামপন্থী, তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে, তারা জাহান্নামে যাবে, এরাই হতভাগ্য/২৯৭
আল্লাহ্ চন্দ্র, সূর্য, দিন-রাত এবং আসমান-যমীনের কসম দিয়ে বলেছেন ঃ তিনিই মানুষের আত্মাও তার দেহ তৈরী করেছেন/২৯৭
আল্লাহ্ মানুষকে ভাল ও মন্দ কাজের জ্ঞান দান করেছেন/২৯৭
সে-ই সফলকাম, যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে /২৯৮
আর সে-ই বিফলকাম, যে তার আত্মাকে গুনাহের দ্বারা কলুষিত করে/২৯৮
আল্লাহ্‌র নাফরমানী করার জন্য তিনি কাওমে সামূদকে দুনিয়াতে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দেন/২৯৮
আল্লাহ্ নেক্‌কার বান্দাদের সুখ-শান্তির পথ সহজ করে দেন/২৯৮
কাফিররা কৃপণতা ও মন্দ কাজ করে, তারা জাহান্নামে যাবে/২৯৯
হতভাগ্য কাফিররা জাহান্নামী হবে/২৯৯
যারা মুত্তাকী, দানশীল, তারা জান্নাতী হবে/৩০০
আল্লাহ্ নবী (সা)-কে ভুলে যাননি/৩০০
আল্লাহ্ নবী (সা)-কে আশ্রয় দেন, সরল পথ দেখান এবং অভাবমুক্ত করেন/৩০০
ইয়াতীমের প্রতি কঠোর ও ভিক্ষুককে ধমক না দেয়ার নির্দেশ/৩০১
আল্লাহ্ নবী (সা)-এর বক্ষ সম্প্রসারিত করে দেন, তার বোঝা লাঘব করেছেন এবং তাঁর মর্যাদা সুউচ্চ করেছেন/৩০১
বিপদ-আপদের সাথে আসানী ও দুঃখ-কষ্টের সাথে সুখ-শান্তি রয়েছে/৩০১
আল্লাহ্ মানুষকে সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করেছেন/৩০২
যারা মু'মিন, তাদের জন্য আছে অফুরন্ত নিয়ামত/৩০২
আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক/৩০২
আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে/৩০২
আল্লাহ্ কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন/৩০৩
সবাইকে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে/৩০৩

www.almodina.com

কাফিরদের কপালের চুল ধরে টেনে জাহান্নামে ফেলা হবে/৩০৪
শবে-কাদ্‌র ও পবিত্র কুরআন নাযিল/৩০৪
কিয়ামতের দিন যে ভূমিকম্প হবে, তার বর্ণনা/৩০৪
মানুষকে কবর থেকে উঠিয়ে হাশ্‌রের ময়দানে একত্র করা হবে/৩০৫
প্রত্যেক ব্যক্তি তার নেক-আমল ও বদ-আমল নিজের চোখে দেখবে/৩০৫
মানুষ পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি আসক্ত/৩০৫
আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সম্পর্কে অবহিত/৩০৬
কিয়ামতের দিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত হবে এবং পর্বতমালা ধ্বংস হয়ে যাবে/৩০৬ -
কিয়ামতের দিন ওযনের সময় যার নেকআমল বেশী হবে, সে জান্নাতে যাবে এবং যার কম হবে, সে জাহান্নামে যাবে/৩০৭
মানুষ কবরে যাবার আগ পর্যন্ত প্রাচুর্যের লালসা করে/৩০৭
কাফিররা কিয়ামতের দিন জাহান্নাম নিজের চোখে দেখবে/৩০৭
'হুতামা'-এর বর্ণনা/৩০৭
হাউয কাউসারের বর্ণনা/৩০৮
আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয়, অভাবশূন্য, অমুখাপেক্ষী, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই/৩০৮

www.almodina.com

মহাপরিচালকের কথা

বিশ্বজগতের জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের শ্রেষ্ঠ রহমত হল, তাঁর পবিত্র কালাম তথা কুরআন মজীদ ও সাইয়্যেদুল মুরসালীন খাতামুন নাবিয়্যীন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অশেষ করুণা ও মেহেরবাণীতে বিশ্ব মানবতার জন্য জীবন দর্শন আল-কুরআন নাযিল করেছেন। স্রষ্টার নিদর্শন এবং এই মহত্তম মাধ্যম না হলে সৃষ্টিজগত, বিশেষ করে মানব জাতি ন্যায়-অন্যায়ের সুস্পষ্ট সীমারেখা, সত্য-মিথ্যার পৃথকীকরণের মানদণ্ড, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হতো না।

পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতা, জীবন-বিধান হিসেবে এর শ্রেষ্ঠত্ব, মানবতা প্রতিষ্ঠায় এর ভূমিকা, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র জীবনে এর সামগ্রিক প্রতিফলন দেখে উপলব্ধি করা যায়। সুন্নাতে নববীতে কুরআন শরীফ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং সৃষ্টিজগতের কাছে উজ্জ্বলতম উদাহরণ পেশ করেছে।

পবিত্র কুরআনের প্রতিটি শব্দ, এমনকি অক্ষরগুলো পর্যন্ত যেমন সংরক্ষিত তেমনি এর আয়াতমালার ক্রমবিন্যাস, সূরার তারতীব সবই সংরক্ষিত। এখানে কোন আয়াত কিংবা সূরা অগ্রপশ্চাদ করার সুযোগ নেই। পবিত্র কুরআন নিজস্ব ধারায় গ্রন্থিত আছে। গ্রন্থিত এ ধারা ও স্বরূপ বস্তুত লাওহে মাহফূযে রক্ষিত কুরআনের মূল কপিরই প্রতিবিম্ব।

আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রায় আমরা অনেক সময় নির্দিষ্ট কোন বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতগুলো এক স্থানে পেতে চাই। আলিম কিংবা হাফিযগণের পক্ষে এ কাজটি দূরূহ না হলেও সাধারণ পাঠকের জন্য তা নিঃসন্দেহে কঠিন।

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের দীর্ঘ প্রতিক্ষিত এ বিষয় ভিত্তিক আয়াত সম্বলিত গ্রন্থ দৈনন্দিন জীবনে তাঁদের জিজ্ঞাসার যথাযথ জবাব পেতে অশেষ উপকারে আসবে। এ দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট কুরআন গবেষক ও বিশেষজ্ঞের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের পর এ গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত হাম্দ ও শুকরিয়া। আমি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্মানিত গবেষকগণ এবং অত্র প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কুরআন প্রদর্শিত সীরাতে মুস্তাকীমে অবিচল থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ হাসিল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

www.almodina.com

প্রকাশকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম। মহান আল্লাহ্‌র অবিনশ্বর বাণী। এই কুরআনের প্রতিটি বক্তব্য যেমন চিরন্তন ওহী, তেমনি-এর সূরা ও আয়াতসমূহের ক্রমবিন্যাস মহান আল্লাহ্ পাকের মনোনীত, যা নতুন করে সংস্থাপনের কোন অবকাশ নেই। পবিত্র কুরআনের এটি অন্যতম মু'জিযা যে, আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে, যে তারতীব ও ক্রমবিন্যাসের উপর উম্মাতের সীনায় ও হাতে রেখে গিয়েছেন আজো সেই বিন্যাসের উপর বিদ্যমান। কোথাও কোন যুগে তাতে একটি নুক্তার পরিবর্তনও হয়নি। আমরা বর্তমানে যে তারতীবের উপর পবিত্র কুরআন হিফয্ করছি কিংবা তিলাওয়াত করছি সেই তারতীবের উপরই প্রিয়নবী (সা) পবিত্র কুরআন নিজে মুখস্থ করেছেন, বছর বছর হযরত জিব্রীলকে শুনিয়েছেন, সাহাবায়ে কিরামকে মুখস্থ করিয়েছেন এবং সকলে সেই তারতীবের উপরই নামাযে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহ্‌র সমীপে কুরআন খতম করতেন। এই কুরআন সেই মূলকপিরই হুবহু অনুলিপি যা লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত। ফকীহ্‌গণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের এই তারতীব ওহীরই অন্তর্ভুক্ত বিধায় নতুনভাবে কুরআনের বিন্যাস বৈধ নয়।

পবিত্র কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত শীর্ষক গ্রন্থ দ্বারা নতুন কোন বিন্যাস উপস্থাপন করা কিংবা বর্তমান তারতীবের বিকল্প তারতীব পেশ করা মোটেও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হল, সাধারণ পাঠক যেন সহজে পবিত্র কুরআন থেকে নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়টি খুঁজে জ্ঞান আহরণ করতে পারেন, সে লক্ষ্যে আয়াতগুলোকে এক একটি শিরোনামের আওতায় রেফারেন্স ও অর্থসহ পেশ করা।

বর্তমান বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্য চর্চা পূর্বের তুলনায় অনেকগুলো অগ্যসরমান তাতে কোন সন্দেহ নেই। মহান আল্লাহর রহমত যাঁরা আলিম বা আরবী শিক্ষিত নন তাঁরাও বাঙলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী থেকে ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরণ করে যাচ্ছেন। ইসলামী সাহিত্য চর্চার এই অনুরাগীদের অনেককে দেখা যায় যে, তাঁরা কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে গিয়ে শুধু কোন লেখকের বই থেকেই নয় অধিকন্তু পবিত্র কুরআন তথা স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের কালাম থেকে সরাসরি বিষয়টি জানার অভিলাষ পোষণ করেন। তাঁদের এ অভিলাষ ও অনুসন্ধিৎসাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সামান্য কিছু খিদমত করার লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছিল আমাদের "আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত" প্রকল্প। দেশের খ্যাতনামা ও নির্ভরযোগ্য আলিম ও পণ্ডিতগণের শ্রম সাধনায় গ্রন্থটির চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। আমাদের বিশ্বাস গ্রন্থখানার দ্বারা সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হবেন।

গ্রন্থখানার রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজে অনেকে আমাদের আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। বিশেষত সম্পাদনা পরিষদের সম্মানিত খ্যাতনামা আলিম ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বসহ তাঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। অত্র প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ইফা প্রেসের সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক,
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

www.almodina.com

সম্পাদকীয়

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

আল-কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার কালাম। মানুষের রচনারীতি থেকে এর প্রকাশরীতি ও বিষয় বিন্যাস আলাদা। একজন সাধারণ পাঠকের পক্ষে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয় বের করা সহজ নয়। কারণ, একটি বিষয় নানা স্থানে এবং কোন কোন সময় বিভিন্ন বিষয় এক স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আল-কুরআনের বিষয়বস্তু সহজে চিহ্নিত করে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য "আল-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত" প্রকল্প গ্রহণ করে এবং প্রকল্প কাজের জন্য বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে। পরিষদ আল-কুরআনের বিষয়বস্তু বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে, প্রতিটি অধ্যায়ে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে। বিষয়ভিত্তিক আয়াতের তরজমা প্রদানের আগে, প্রথমে সূরার নাম, সূরার নম্বর তারপর আয়াত নম্বর দেয়া হয়েছে। যেমন, সূরা বাকারা, ২ ঃ ১০। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আকাইদ সম্পর্কিত বিষয়াবলীকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে রয়েছে ঃ ১. আল্লাহ্, ২. মালাইকা, ৩. কিতাবুল্লাহ, ৪. রাসূল, রিসালাত ও অহী, ৫. কিয়ামত ও আখিরাত এবং ৬. কাযা ও কাদ্‌র। এখানেই প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি।

দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল ইসলাম ও মুসলিম, ঈমান ও মু'মিন, কুফর ও কাফির, শিরক ও মুশরিক, নিফাক ও মুনাফিক এবং আহ্কাম সম্বলিত সকল বিষয়াবলী এবং তৃতীয় খণ্ডে ছিল, আম্বিয়া আলাই-হিমুস্-সালাম, আমসাল, আহাদ ও মীসাক, কসম ইত্যাদি চতুর্থ ও শেষ খণ্ডে থাকছে উলূমুল কুরআন।

আল-কুরআন এমন কিতাব যার বর্ণনায় মহান আল্লাহ্ বিস্তারিত অথবা সংক্ষিপ্ত কোন কিছু বাদ দেননি। তবে তা মানুষ রচিত গ্রন্থের মত নয়। এখানে মৌলিক নির্দেশনা রয়েছে, যা থেকে মানুষ প্রয়োজনীয় দিশা লাভ করতে পারে। পবিত্র কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত সাজানোর কাজটি খুব সহজ না হলেও সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবর্গ আন্তরিকভাবে এ মহৎ কর্ম সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তবুও কিছু ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এ ধরনের কিছু নযরে পড়লে আমরা অনুরোধ করব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য। আমাদের এ কাজে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন, সে জন্য তাঁদেরকে শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন করছি।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সবার কর্ম প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ড. এম. মুস্তাফিজুর রহমান	চেয়ারম্যান
মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুল হক	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুল হক	সদস্য
হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ মুখলিছুর রহমান	সদস্য
ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক	সদস্য
অধ্যাপক এ. এফ. এম. আবদুর রহমান	সদস্য
মুফ্তী মাওলানা সুলতান মাহমুদ	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হোসাইন খান	সদস্য-সচিব

www.almodina.com

بسم الله الرحمن الرحيم

অধ্যায় ঃ উলূমুল কুরআন

আগুন, আলো, অন্ধকার, বিদ্যুৎ, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক

সূরা বাকারা, ঃ ২ ঃ ১৭, ১৯, ২০

১৭. তাদের অবস্থা ঐ লোকের মত যে কোথাও আগুন জ্বালাল, পরে যখন আগুন তার চারদিকের সব কিছু আলোকিত করল, তখন আল্লাহ্ তাদের আলো নিয়ে গেলেন এবং ছেড়ে দিলেন তাদের ঘোর অন্ধকারে। ফলে তারা কিছুই দেখতে পায় না।

١٧-مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ
فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ
وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ○

১৯. অথবা তাদের অবস্থা সে সব পথিকের মত, যারা আকাশ থেকে বর্ষিত মুষলধারে বৃষ্টিতে পথ চলে, যাতে থাকে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক। মৃত্যুভয়ে তারা বজ্রগর্জনের সময় নিজেদের আঙ্গুল কানে গুঁজে দেয়। আর আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে রেখেছেন কাফিরদের।

١٩-اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّ
رَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ
يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ
حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ○

২০. বিদ্যুতের চমক এমন যে, যেন তা তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়। যখনই বিদ্যুৎ তাদের জন্য আলো বিচ্ছুরিত করে, তখনই তারা সে আলোতে চলতে থাকে। আবার যখন অন্ধকার তাদের ঢেকে ফেলে, তখন তারা দাঁড়িয়ে পড়ে। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তাহলে তিনি ছিনিয়ে নিতেন তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

٢٠-يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَآ
اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ
قَامُوْا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ
وَاَبْصَارِهِمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

যমীন ও আসমান সৃষ্টি

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২২, ২৮, ২৯

২২. আল্লাহ্ এমন যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা এবং আসমানকে ছাদ স্বরূপ করেছেন এবং বর্ষণ করেন আসমান থেকে পানি। যা দিয়ে উৎপাদন করেন ফল-মূল তোমাদের রিযিক স্বরূপ। অতএব তোমরা জেনে-শুনে কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ স্থির করো না।

٢٢- الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

২৮. তোমরা কিরূপে আল্লাহ্কে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন। তারপর তিনি তোমাদের প্রাণ দান করেছেন, আবার তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পুনরায় তিনিই তোমাদের জীবন দান করবেন। এরপর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

٢٨- كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

২৯. তিনি এমন যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু। তারপর তিনি মনোযোগ দিলেন আকাশের প্রতি এবং তা বিন্যস্ত করলেন সাত আসমানরূপে। আর তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

٢٩- هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۚ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

আদি স্রষ্টা

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১১৭

১১৭. আল্লাহ্ আদি স্রষ্টা আসমান ও যমীনের, তিনি যখন কিছু করতে চান, তখন সেটিকে বলেন, 'হও' অমনি তা হয়ে যায়।

١١٧- بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

সূরা আহ্কাফ, ৪৬ ঃ ৩৩

৩৩. তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এদের সৃষ্টিতে তিনি কোন ক্লান্তি বোধ

٣٣- اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ

بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ؕ
بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

করেন নি, তিনি মৃত্যের জীবন দান করতেও সক্ষম ? বস্তুত তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সৃষ্টির রহস্য

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৬৪

١٦٤- اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِىْ
تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ
اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ
فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّتَصْرِيْفِ
الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ
وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

১৬৪. নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে আর সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে যা মানুষের জন্য কল্যাণ সাধনকারী এবং আল্লাহ্ আসমান থেকে যে পানি বর্ষণ করেন, তা দিয়ে যমীনকে জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর এবং ছড়িয়ে দিয়েছেন সেখানে সব ধরনের জীবজন্তু, আর বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং আসমান ও যমীনের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬, ১৯০, ১৯১

٦- هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ
يَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ○

৬. তিনিই আল্লাহ্, যিনি মাতৃগর্ভে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন, যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ।

١٩٠- اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ○

১৯০. নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য,

١٩١- الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا
وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ
فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ
سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

১৯১. যারা আল্লাহ্কে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে, আর চিন্তা করে আসমান ও যমীনের সৃষ্টির ব্যাপারে এবং বলে, হে আমাদের রব! তুমি এ সব নিরর্থক সৃষ্টি করনি। আমরা তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি আর তুমি আমাদের দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১

১. হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তার থেকে তার জোড়া আর ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের দু'জন থেকে অনেক নর ও নারী। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাচ্ঞা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতীদের সম্পর্কে সতর্ক থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

١- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ
الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ
وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○

নতুন চাঁদ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৮৯, ২৫৫

১৮৯. তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে নতুন চাঁদ সম্পর্কে। আপনি বলুন ঃ এটি মানুষের জন্য এবং হজ্জের জন্য সময় নির্ধারণ করার মাধ্যম।

١٨٩- يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ
قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ؕ

আল্লাহ্র পরিচয়

২৫৫. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। তাঁকে স্পর্শ করে না তন্দ্রা, আর না নিদ্রা। তাঁরই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। এমন কে আছে, যে তাঁর কাছে সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন, যা কিছু আছে তাদের সামনে এবং যা কিছু আছে তাদের পেছনে। আর তারা কোন কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না তাঁর জ্ঞানের, যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া। পরিবেষ্টন করে আছে তাঁর কুরসী আসমান ও যমীনকে আর তাঁকে ক্লান্ত-শ্রান্ত করে না এদের রক্ষণাবেক্ষণ। আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।

٢٥٥- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ
لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ
لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ
مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ
وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا
بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ
وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ○

দিন-রাত ও জীবন ও মৃত্যুর উদ্ভব

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২৭

২৭. তুমিই প্রবেশ করাও রাতকে দিনের ভেতরে এবং দিনকে রাতের ভেতরে। তুমিই বের কর জীবিতকে মৃত থেকে এবং বের কর মৃতকে জীবিত থেকে। আর তুমি রিযিক দান কর যাকে চাও অপরিমিত।

٢٧- تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

আল্লাহ্ দিন ও রাত সৃষ্টি করেছেন

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৭

৩৭. আর তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত, যা থেকে আমি দিনকে অপসারিত করি, ফলে তারা অন্ধকারে পতিত হয়।

٣٧- وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ○

সৃষ্টি মূলে

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৪৭

৪৭. মারইয়াম বলল ঃ হে আমার রব! কেমন করে আমার সন্তান হবে, অথচ কোন পুরুষ মানুষ আমাকে স্পর্শ করে নি? আল্লাহ্ বললেন ঃ এভাবেই হবে। আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন। যখন তিনি কোন কিছু করতে চান, তখন তাকে শুধু বলেন ঃ হও, অমনি তা হয়ে যায়।

٤٧- قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ؕ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

সব কিছু আল্লাহ্র অনুগত

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৮৩

৮৩. তবে কি তারা আল্লাহ্র দীনের পরিবর্তে অন্য দীন অন্বেষণ করে? অথচ তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে স্বেচ্ছায় অথবা

٨٣- اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অনিচ্ছায় এবং তাঁরই দিকে তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○

আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ১৭

১৭. আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে তার মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্‌র। তিনি সৃষ্টি করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

١٧- وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক

সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮৭

৮৭. আর আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন ঃ তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে? তারা আবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ্। তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?

٨٧- وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ
لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি ও আকৃতি দান

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১, ২

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং সৃষ্টি করেছেন আঁধার ও আলো। তথাপি কাফিররা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ সাব্যস্ত করে।

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۬ؕ
ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○

২. তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন একটি কাল। আর একটি নির্ধারিত কাল আছে, যা তিনিই জানেন, তথাপি তোমরা সন্দেহ কর।

٢- هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ
ثُمَّ قَضٰۤى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ
ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ○

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১১

১১. আর আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তারপর তোমাদের আকার আকৃতি গঠন করেছি, পরে আমি ফিরিশ্‌তাদের

١١- وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ
ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ

فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ
لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ○

বলি ঃ তোমরা আদমকে সিজ্‌দা কর। তখন ইব্‌লীস ছাড়া সবাই সিজ্‌দা করল। সে সিজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।

সূরা হূদ, ১১ ঃ ৬১

٦١- وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۚ
قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم
مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ
ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ
ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ ۚ
إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ○

৬১. আর সামূদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালিহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মাবূদ নেই। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে এবং সেখানেই তোমাদের আবাদ করিয়েছেন। সুতরাং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁরই দিকে ফিরে চল। নিশ্চয় আমার রব কাছেই আছেন, তিনি আবেদন কবূল করেন।

সূরা রূম, ৩০ ঃ ২০

٢٠- وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ
ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ○

২০. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। পরে এখন তোমরা মানুষ সর্বত্র ছড়িয়ে আছ।

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৫

١٨٥- أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِى مَلَكُوتِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ
وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ
فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ○

১৮৫. তারা কি লক্ষ্য করেনি আসমান ও যমীনের সর্বভৌমত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে ? এবং এ সম্পর্কেও যে, হয়ত তাদের নির্দিষ্টকাল নিকটবর্তী হয়েছে ? অতএব এরপর তারা আর কোন্ কথার উপর ঈমান আনবে ?

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ১১৬

١١٦- إِنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ
يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن

১১৬. নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। তোমাদের

وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

জন্য আল্লাহ্ ছাড়া কোন বন্ধু নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই।

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি মালিক যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে তার; আর আখিরাতেও সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সব কিছু অবহিত।

সব প্রাণীই এক একটি উম্মাত

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৩৮

٣٨- وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ؕ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ○

৩৮. আর পৃথিবীতে যত প্রকার বিচরণশীল প্রাণী আছে এবং যত প্রকার পাখী দু'-ডানার সাহায্যে উড়ে বেড়ায়, তারা সবাই তোমাদেরই মত এক একটি উম্মাত। আমি কোন কিছু কিতাবে লিপিবদ্ধ করতে ছাড়িনি। অবশেষে সবাইকে তাদের রবের কাছে একত্র করা হবে।

আল্লাহ্ই শস্যবীজ অংকুরিত করেন

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৫

٩٥- اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ؕ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

৯৫. নিশ্চয় আল্লাহ্ শস্যবীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী। তিনিই বের করেন জীবিতকে মৃত থেকে এবং বের করেন মৃতকে জীবিত থেকে। তিনিই আল্লাহ্ সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে?

রাত্রি বিশ্রামের জন্য এবং চন্দ্র-সূর্য গণনার জন্য সৃষ্ট

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৬

٩٦- فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

৯৬. তিনিই ভোরের উন্মেষ ঘটান, তিনিই সৃষ্টি করেছেন বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র। এ সবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নির্ধারণ।

নক্ষত্রসমূহ আঁধারে পথ নির্দেশনার জন্য

সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৯৭

৯৭. তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন নক্ষত্রসমূহ, যেন তোমরা তাদের সাহায্যে পথের সন্ধান পাও স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে। নিশ্চয় আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি প্রমাণসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য।

٩٧- وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ
لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۭ
قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

এক ব্যক্তি থেকে মানুষ সৃষ্টি

সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৯৮

৯৮. তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে, আর তোমাদের জন্য রয়েছে দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন ঠিকানা। আমি তো বিশদভাবে বর্ণনা করেছি প্রমাণসমূহ তাদের জন্য, যারা বুঝে।

٩٨- وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ
وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۭ
قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ○

সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ১৮৯

১৮৯. আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তির থেকে এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে সে শান্তি পায়। তারপর যখন সে তার সাথে সংগত হয়, তখন সে লঘুভার গর্ভধারণ করে, তারপর সে তা নিয়ে অক্লেশে চলাফেরা করতে থাকে। পরে গর্ভ যখন বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, তখন তারা উভয়ে তাদের রব আল্লাহ্রই কাছে প্রার্থনা করে ঃ যদি তুমি আমাদের এক নিখুঁত সুস্থ সন্তান দান কর, তবে অবশ্যই আমরা শোক্রগুযার হব।

١٨٩- هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ
وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا
فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ
دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَىِٕنْ اٰتَيْتَنَا
صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

পানি থেকে সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন

সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৯৯

৯৯. আর তিনিই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। তারপর আমি তা দিয়ে সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি, আর আমি তা

٩٩- وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً ۚ
فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ

খَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ اُنْظُرُوْا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

থেকে সবুজ পাতা উদ্‌গত করি, পরে তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্য দানা উৎপন্ন করি এবং সৃষ্টি করি আংগুরের বাগান, যায়তুন, আনারেরও। এগুলো পরস্পর সদৃশ ও বিসদৃশ। লক্ষ্য কর এর ফলের প্রতি, যখন তা ফলবান হয় এবং এর পরিপক্কতার প্রতিও। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে সে লোকদের জন্য, যারা ঈমান আনে।

বিভিন্ন স্বাদের খাদ্য শস্যের উৎপাদন

সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৪১, ১৪২

١٤١-وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

১৪১. আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন বাগানসমূহ, যার কতক মাচান অবলম্বী এবং যার কতক মাচান অবলম্বী নয় এবং খেজুর বৃক্ষ ও শস্য ক্ষেত্র, যাতে বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, আর যায়তূন ও আনার, যা পরস্পর সদৃশ। এগুলো থেকে ফল খাও, যখন ফলবান হয় এবং ফসল কাটার দিন তার হক্ দান কর এবং অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি ভালবাসেন না অপচয়কারীদের।

গবাদি পশুর সৃষ্টি

١٤٢-وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ۚ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

১৪২. তিনি সৃষ্টি করেছেন গবাদি পশুর মধ্যে কিছু বোঝাবহনকারী এবং কিছু ক্ষুদ্রাকায়। আল্লাহ্ রিয্ক হিসেবে তোমাদের যা দিয়েছেন তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

সৃষ্টি ও আদেশ আল্লাহ্‌রই

সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ৫৪

٥٤-اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ

৫৪. নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্, যিনি আসমান ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি

করেছেন। তারপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হন। তিনিই আবৃত করেন রাত দিয়ে দিনকে, যাতে তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। তিনিই সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যা তারই আদেশের অনুবর্তী। জেনে রেখ, সৃষ্টি করা ও আদেশ প্রদান করা তাঁরই কাজ। আল্লাহ্ বরকতময়, সারা জাহানের প্রতিপালক।

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ قف
يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا لا
وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ
مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ط اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ط
تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

মেঘমালার সঞ্চালন ও বৃষ্টিবর্ষণ

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৭

৫৭. আল্লাহ্ই বায়ুকে সুসংবাদ বহনকারী-রূপে প্রেরণ করেন বৃষ্টির পূর্বে। এমন কি যখন তা ঘন মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে এক নির্জিব জনপদের দিকে চালনা করি, তারপর তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তা দিয়ে সর্বপ্রকার ফলমূল উৎপাদন করি। এরূপেই আমি মৃতদের জীবিত করে উঠাব যাতে তোমরা অনুধাবন কর।

٥٧- وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ
بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ط
حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ
لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا
بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ط
كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬৪

৬৪. তাঁরই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি অভাবমুক্ত, সমস্ত প্রশংসার অধিকারী।

٦٤- لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط
وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ○

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৪৩

৪৩. তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, তারপর সেগুলো একত্র করেন এবং পুঞ্জীভূত করেন স্তরেস্তরে। তারপর তুমি দেখতে পাও যে, তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টি, আর তিনি আসমানের পাহাড় সদৃশ মেঘমালা

٤٣- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ سَحَابًا
ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا
فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ج

থেকে বর্ষণ করেন শিলা এবং তা দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন। আর যার থেকে তিনি ইচ্ছা করেন, তা দূরে সরিয়ে দেন। সে মেঘের বিদ্যুতের চমক এমন, যেন মনে হয় তা দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا
مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ
وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ
يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ○

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৬

৪৬. আর আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন সুসংবাদ দানকারীরূপে এবং তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের আস্বাদন করাবার জন্য আর যেন নৌযানসমূহ তাঁর নির্দেশে চলাচল করে, যাতে তোমরা তাঁর প্রদত্ত জীবিকা অন্বেষণ করতে পার এবং যেন তোমরা তাঁর শোকর কর।

٤٦- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ
مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ
وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

আল্লাহ্‌ই জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮

১৫৮. বলুন ঃ হে মানুষ! আমি তোমাদের সবার প্রতি সেই আল্লাহ্‌র রাসূল, যিনি সমগ্র আসমান ও যমীনের মালিক, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ও তাঁর বাণীতে, তোমরা তাঁর অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হিদায়েত লাভ কর।

١٥٨- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ
وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

কিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই কাছে

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৭

১৮৭. তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে ঃ কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? আপনি বলে দিন ঃ এর জ্ঞান তো কেবল আমার রবের কাছেই রয়েছে। শুধু তিনিই তা নির্ধারিত

١٨٧- يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ
مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۖ
لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ۚ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۚ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

সময় প্রকাশ করবেন। আসমান ও যমীনে তা হবে এক ভয়ংকর ব্যাপার, তা তোমাদের উপর হঠাৎ এসে পড়বে। তারা আপনাকে এমনভাবে প্রশ্ন করে যেন আপনি এর সন্ধান নিয়ে রেখেছেন। আপনি বলুন ঃ এর জ্ঞান তো শুধু আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে, কিন্তু তা অধিকাংশ লোকই জানে না।

বৃষ্টি বর্ষণ, জরায়ুতে যা থাকে, আগামীকাল কে কি অর্জন করবে এবং কে কোথায় মারা যাবে–তা আল্লাহ্‌ই জানেন

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ৩৪

٣٤- اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ۚ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۚ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

৩৪. কিয়ামতের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট আছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না, আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না, কোন স্থানে সে মারা যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৮

٨- اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۚ وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ○

৮. আল্লাহ্ জানেন প্রত্যেক স্ত্রীলোক যা গর্ভেধারণ করে তা এবং তিনি তাও জানেন, যা কিছু জরায়ুর মধ্যে কমে ও বাড়ে। আর তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই সুনির্ধারিত পরিমাণ আছে।

সময় গণনার জন্য বার মাস

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ৩৬, ৩৭

٣٦- اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ

৩৬. নিশ্চয় মাসসমূহের সংখ্যা আল্লাহ্‌র কাছে বারমাস, সুনির্দিষ্ট রয়েছে আল্লাহ্‌র কিতাবে সেদিন থেকে যেদিন তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন, এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। এই সুপ্রতিষ্ঠিত পথ। সুতরাং এ মাসগুলোর ব্যাপারে

اَنْفُسَكُمْ وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ
كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ط
وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করো না। আর তোমরা যুদ্ধ করবে মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধেও সর্বাত্মক যুদ্ধ করে থাকে। আর জেনে রেখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ রয়েছেন মুত্তাকীদের সাথে।

٣٧- اِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ
يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّ يُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا
عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا
مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ط زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ
اَعْمَالِهِمْ ط وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

৩৭. মাসকে পিছিয়ে দেয়ার কাজ তো শুধু কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি করা, যার ফলে কাফিরদের গুম্‌রাহ্ করা হয়। কোন বছর তারা এ হারাম মাসকে হালাল করে নেয় এবং কোন বছর হারাম মনে করে, যাতে তারা সংখ্যা পূর্ণ করতে পারে সে মাসগুলোর যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন, তারপর তারা হালাল করে নেয় সে মাসগুলোকে যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন। তাদের মন্দ কাজগুলোকে তাদের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে। আল্লাহ্ কাফির লোকদের হিদায়েত দান করেন না।

আল্লাহ্ আসমান ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন

সূরা ইউনুস, ১০ : ৩

٣- اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ط
مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ط
ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط
اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

৩. নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয় দিনে, তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে তিনিই পরিচালনা করেন সববিষয়। তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেউ নেই। তিনিই হলেন আল্লাহ্ তোমাদের রব। তাই তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?

সূরা হূদ, ১১ : ৭

٧- وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ
فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ

৭. আর তিনিই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে। আর তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে, যেন তিনি

তোমাদের পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? আর যদি আপনি বলেন ঃ নিশ্চয় মৃত্যুর পর তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তখন যারা কাফির, তারা অবশ্যই বলবে ঃ এতো সুস্পষ্ট যাদু।

لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫৯

৫৯. আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সব কিছু ছয় দিনে। তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে। তিনিই পরম দয়াময় 'রাহ্মান'। তাঁর সম্বন্ধে যে জানে, তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

٥٩- اَلَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ اَلرَّحْمٰنُ فَسْـَٔلْ بِهٖ خَبِيْرًا ○

সূরা সাজ্দা, ৩২ ঃ ৪

৪. আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ে'র মধ্যবর্তী সব কিছু ছয় দিনে। তারপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন বন্ধু নেই এবং কোন সুপারিশ গ্রহণকারীও নেই। তবুও কি তোমারা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

٤- اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۗ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ۗ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ○

সূরা কাফ, ৫০ ঃ ৩৮

৩৮. আর আমি তো সৃষ্টি করেছি আসমান ও যমীন এবং এদু'য়ের মাঝে অবস্থিত সব কিছুকে ছয় দিনে এবং আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নি।

٣٨- وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ○

আল্লাহ্ই সব কিছু অস্তিত্বে আনেন

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৪

৪. তাঁরই কাছে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ্র ওয়াদা যথার্থ

٤- اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ۗ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۗ

সত্য। নিঃসন্দেহে তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেন, তারপর তিনিই তা পুনর্বার সৃষ্টি করবেন, যেন ন্যায়বিচারের সাথে কর্মফল প্রদান করেন তাদের, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক্‌আমল করেছে। আর যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তপ্ত পানীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব, তারা যে কুফরী করত তার জন্য।

إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ط
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ
وَّعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ○

আল্লাহ্ চন্দ্র-সূর্যের জন্য মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন

সূরা ইউনুস, ১০ : ৫

৫. তিনিই বানিয়েছেন সূর্যকে প্রচণ্ড দীপ্তিময় এবং চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলোকময় এবং নির্ধারিত করেছেন এর জন্য মনযিল, যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা ও হিসাব। আল্লাহ্ এসব নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি। তিনি সঠিকভাবে বিবৃত করেন আয়াতসমূহ সে সব লোকের জন্য, যারা জ্ঞান রাখে।

٥- هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً
وَّالْقَمَرَ نُورًا وَّقَدَّرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ط
مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ج
يُفَصِّلُ الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُونَ ○

রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং যাবতীয় সৃষ্টিতে আল্লাহর একত্বের নিদর্শন রয়েছে

সূরা ইউনুস, ১০ : ৬

৬. নিশ্চয় রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং আসমান ও যমীনে আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাতে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে মুত্তাকী লোকদের জন্য।

٦- إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُونَ ○

সূরা নূর, ২৪ : ৪৪

৪৪. আল্লাহ্ রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটান। নিশ্চয় এতে রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য উপকরণ।

٤٤- يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ط
إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ○

আল্লাহ্ই জলে ও স্থলে ভ্রমণ করান

সূরা ইউনুস, ১০ : ২২, ২৩, ২৪

২২. তিনিই তোমাদের ভ্রমণ করান স্থলভাগে ও জলভাগে, এমন কি তোমরা যখন

٢٢- هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ

নৌকায় আরোহী থাক এবং সেগুলো আরোহীদের নিয়ে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে চলতে থাকে, আর তাতে তারা আনন্দিত হয়, এমতাবস্থায় নৌকাগুলোর উপর এক প্রচণ্ড বায়ু এসে পড়ে এবং সব দিক থেকে তরঙ্গমালা সেগুলোকে আঘাত হানে, আর তারা মনে করে যে, তারা বিপদে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা একনিষ্ঠভাবে ও খাঁটি বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ্‌কে ডেকে বলে, যদি আপনি আমাদের এ বিপদ থেকে রক্ষা করেন, তবে অবশ্যই আমরা শোকরগুযার হয়ে যাব।

وَ الْبَحْرِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّ فَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّ جَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ ظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

২৩. তারপর যখন তিনি তাদের রক্ষা করেন, তখন তারা অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে যুলুম করতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদের যুলুম তোমাদেরই উপর বর্তাবে। পার্থিব জীবনের ক্ষণিকের সুখ ভোগ করে নাও, তারপর আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন আমি তোমাদের জানিয়ে দেব, যা কিছু তোমরা করতে।

٢٣- فَلَمَّاۤ اَنْجٰهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

ভূমি থেকে শস্য উৎপাদন

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৪

২৪. বস্তুত পার্থিব জীবনের উদাহরণ এরূপ, যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি, পরে তা সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যা থেকে মানুষ ও জীব জন্তুরা খেয়ে থাকে। তারপর যখন যমীন তার মনমুগ্ধকর দৃশ্য ধারণ করে এবং সুশোভিত হয়ে উঠে, আর যমীনের মালিকেরা ধারণা করে যে, তারা এখন এগুলোর পূর্ণ অধিকারী হয়েছে, তখন এসে পড়ল

٢٤- اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَ الْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَ ازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَاۤ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَاۤ ۙ اَتٰهَاۤ اَمْرُنَا لَيْلًا

তার উপর আমার নির্দেশ রাতে কিংবা দিনে, ফলে আমি তা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিলাম, যেন গতকালও এর অস্তিত্ব ছিল না। এরূপেই আমি বিশদভাবে বর্ণনা করি আয়াতসমূহ চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ۭ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

রিয্‌ক, ইন্দ্রিয়শক্তি ও হায়াত-মউত মহান আল্লাহ্‌র হাতে

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৩১

৩১. আপনি বলুন ঃ কে তোমাদের রিযিক দান করেন আসমান ও যমীন থেকে, অথবা তিনি কে, যার কর্তৃত্বাধীন শ্রবণ-শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি, আর কে বের করেন জীবিতকে মৃত থেকে এবং বের করেন মৃতকে জীবিত থেকে, আর কে যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন? তখন তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ্। আপনি বলুন ঃ তবুও কি তোমরা সতর্ক হবে না?

٣١- قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ۭ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○

রাত বিশ্রামের জন্য দিন দেখার জন্য

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬৭

৬৭. আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য রাত, যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম কর এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন দিন দেখার জন্য। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা মনোযোগ সহকারে শোনে।

٦٧- هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৮৬

৮৬. তারা কি লক্ষ্য করে নি যে, আমি রাতকে সৃষ্টি করেছি, যেন তারা তাতে বিশ্রাম করতে পারে এবং দিনকে সৃষ্টি করেছি আলোকময়। অবশ্যই এতে

٨٦- اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۭ

রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন মু'মিন লোকদের জন্য।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬১

৬১. তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য রাত্রি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পার এবং দিনকে করেছেন আলোকিত। নিশ্চয় আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর করে না।

٦١- اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ
لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط
اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ○

সকল প্রাণীর রিযিক আল্লাহ্র হাতে এবং তিনিই রিযিকের মালিক

সূরা হূদ, ১১ ঃ ৬

৬. আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্র নয়। আর তিনি জানেন তাদের দীর্ঘকাল অবস্থানের স্থল এবং স্বল্পকাল অবস্থানের স্থল। সব কিছু রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

٦- وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ
رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ط
كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৪

২৪. আপনি বলুন ঃ কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক প্রদান করেন ? বলুন ঃ আল্লাহ্। নিশ্চয় আমরা, না হয় তোমরা সৎপথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত।

٢٤- قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط
قُلِ اللّٰهُ لا وَاِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى
اَوْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৯

৩৯. আপনি বলুন ঃ আমার রব তো তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা কমিয়ে দেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার প্রতিদান দিবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

٣٩- قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ
مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ط
وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ج
وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

গায়েবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র

সূরা হূদ, ১১ ঃ ১২৩

১২৩. আর আল্লাহ্‌রই রয়েছে আসমান ও যমীনের গায়েবের জ্ঞান এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তীত হবে সব কিছু। সুতরাং তাঁরই ইবাদত করুন এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখুন। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আপনার রব গাফিল নন।

١٢٣- وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ
وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ؕ
وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৭৭

৭৭. আসমান ও যমীনের যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই এবং কিয়ামতের ব্যাপার তো চোখের চলকের ন্যায়, বরং তার চাইতে আরো দ্রুততর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তি-মান।

٧٧- وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ
اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ○

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র নিদর্শন

সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৫

১০৫. আসমান ও যমীনে অনেক নিদর্শন রয়েছে, যা তারা সব সময় প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু এ সবের প্রতি তার উদাসীন।

١٠٥- وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ
عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ○

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৯

৯. তারা কি তাদের সামনে ও পেছনে যে আসমান ও যমীন রয়েছে, তার প্রতি লক্ষ্য করে না ? আমি ইচ্ছা করলে তাদের সহ ভূমি ধসিয়ে দিতে পারি, অথবা তাদের উপর আকাশখণ্ডের পতন ঘটাতে পারি। আল্লাহ্ অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

٩- اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ
اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ
اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ؕ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ○

চন্দ্র-সূর্য নিয়মের অধীনে আবর্তিত

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২

২. আল্লাহ্ই উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন আকাশমণ্ডলীকে কোন স্তম্ভ ছাড়া, যা তোমরা দেখছ। তারপর তিনি সমাসীন হলেন আরশের উপর এবং নিয়মাধীন করলেন সূর্য ও চন্দ্রকে। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কাল মুতাবিক আবর্তন করে চলছে। তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন যাবতীয় বিষয়, তিনিই বিশদভাবে বর্ণনা করেন নিদর্শনসমূহ, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে পার।

٢-اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ○

পৃথিবীর বিস্তৃতি, পর্বতমালা, নদ-নদী সৃষ্টি, জোড়ায় জোড়ায় ফল সৃষ্টি ও রাত দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৩

৩. তিনিই বিস্তৃত করেছেন ভূমণ্ডল এবং সেখানে সৃষ্টি করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা এবং নদ-নদী এবং সেখানে প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়, তিনিই দিনকে রাত দিয়ে আবৃত করেন। নিশ্চয় এতে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

٣-وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ۚ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

একই পানিতে সেচকৃত উৎপাদিত ফলে বিভিন্ন স্বাদ

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪

৪. আর পৃথিবীতে রয়েছে বিভিন্ন ভূখণ্ড, একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন এবং রয়েছে আংগুরের বাগান, শস্যক্ষেত্র এবং খেজুরের গাছ যার কতক

٤-وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ

صِنْوَانٌ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۟ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

একাধিক মাথাবিশিষ্ট এবং কতক একটি মাথাবিশিষ্ট, যা একই পানি দিয়ে সেচ করা হয়। আর ফলের স্বাদে আমি এদের একটিকে অপরটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এতে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

বিদ্যুৎ, মেঘমালা, বজ্র আল্লাহরই সৃষ্টি

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১২, ১৩

١٢- هُوَالَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ○

১২. আল্লাহ্ই তোমাদের দেখান বিদ্যুৎ, যা আশংকা ও আশার সঞ্চার করে এবং তিনিই পানিতে পরিপূর্ণ মেঘমালা উত্থিত করেন।

١٣- وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ○

১৩. বজ্র নির্ঘোষ প্রশংসার সাথে তাঁর মহিমা, পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং ফিরিশ্তারাও তাঁর ভয়ে, আর তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাতে ইচ্ছা তাকে তা দিয়ে আঘাত করেন। তথাপি তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতর্ক করে অথচ তিনি মহাশক্তিমান।

প্লাবনের ফলাফল

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১৭

١٧ — اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ ۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ؕ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ

১৭. আল্লাহ্ই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ নিজনিজ পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয়, তারপর প্লাবন তার উপরিস্থিত আবর্জনা বয়ে নিয়ে আসে। আর যখন কোন পদার্থকে আগুনে উত্তপ্ত করা হয়, অলংকার কিম্বা তৈজসপত্র তৈরী করার জন্য, তখন তাতে এরূপেই ময়লা গাঁদ উপরে আসে। এভাবেই আল্লাহ্ হক ও বাতিলের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। বস্তুত

যা আবর্জনা, তা তো ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের কাজে আসে, তা যমীনে অবশিষ্ট থাকে। এভাবেই আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকেন।

وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ۭ
كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ○

আসমান ও যমীন আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তিনি পানি বর্ষণ করে ফল-মূল উৎপন্ন করে জীবিকা দেন, নদ-নদীকে মানুষের বশীভূত করেছেন

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ৩২

৩২. তিনিই আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন। যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপন্ন করেন, যিনি নৌযান-সমূহকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশে তা সমুদ্রে চলে এবং যিনি তোমাদের উপকারার্থে নিয়োজিত করেছেন নদ-নদীকে।

٣٢- اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً
فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ
لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ○

চন্দ্র-সূর্য নিয়মের অনুবর্তী, রাত-দিন মানুষের কণ্যাণে নিয়োজিত

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ৩৩

৩৩. তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা একই নিয়মে অনবরত চলছে এবং তোমাদের কণ্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে।

٣٣- وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ
وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ○

মহান আল্লাহ্ এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে পরিবর্তন করবেন

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ৪৮

৪৮. সেদিনের কথা স্মরণ কর, যেদিন এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে পরিবর্তিত করা হবে এবং আসমান সমূহকেও। আর সকলে উপস্থিত হবে আল্লাহ্‌র

٤٨- يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ
وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ

সামনে, যিনি এক অদ্বিতীয়, পরাক্রমাশালী।

الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○

রাশিচক্র সৃষ্টি

সূরা হিজ্‌র, ১৫ ঃ ১৬, ১৭, ১৮

১৬. আর আমি তো সৃষ্টি করেছি আসমানে গ্রহ-নক্ষত্র এবং তা সুশোভিত করেছি দর্শকদের জন্য,

১৭. আর আমি এদের সুরক্ষিত করেছি প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে,

১৮. কিন্তু কেউ যদি চুরি করে কোন কিছু শোনে ফেলে, তবে তার পশ্চাদ্‌ধাবন করে এক উজ্জ্বল অগ্নিশিখা।

١٦- وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا
وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ○
١٧- وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ○
١٨- اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ
شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ○

সবকিছু নির্দিষ্ট পরিমাণে সৃষ্ট

সূরা হিজ্‌র, ১৫ ঃ ১৯

১৯. আর আমি যমীনকে বিস্তৃত করেছি এবং স্থাপন করেছি সেখানে সুদৃঢ় পর্বতমালা, আর উৎপন্ন করেছি সেখানে সব ধরনের বস্তু এক নির্দিষ্ট পরিমাণে।

١٩- وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ
وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ ○

সব কিছুর ভাণ্ডার মহান আল্লাহ্‌র কাছে

সূরা হিজ্‌র, ১৫ ঃ ২০, ২১

২০. আর আমি সেখানে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি জীবিকার উপকরণ এবং তাদের জন্যও, যাদের জীবিকাদাতা তোমরা নও।

২১. আমারই কাছে রয়েছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমি তা এক নির্দিষ্ট পরিমাণেই নাযিল করে থাকি।

٢٠- وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ
وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ○
٢١- وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ز
وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ○

মহান আল্লাহ্ বায়ু দিয়ে মেঘমালা চালিত করে বৃষ্টি বর্ষণ করেন

সূরা হিজ্‌র, ১৫ ঃ ২২

২২. আর আমি প্রেরণ করি বায়ুরাশীকে, যা বহন করে পানিপূর্ণ মেঘমালাকে,

٢٢- وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ

www.almodina.com

فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ
وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ○

তারপর আমিই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদের পান করাই। বস্তুত তোমাদের কাছে এর ভাণ্ডার নেই।

আল্লাহ্ জীবন-মৃত্যু দেন, আর তিনি চিরস্থায়ী

সূরা হিজ্র, ১৫ ঃ ২৩

٢٣- وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي
وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ○

২৩. আমিই জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই আর আমিই স্থায়ী থেকে যাব।

গন্ধযুক্ত ঠনঠনে মাটি থেকে মানুষ সৃষ্ট

সূরা হিজ্র, ১৫ ঃ ২৬

٢٦- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ
مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ○

২৬. আর আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি গন্ধযুক্ত বিশুষ্ক ঠন্‌ঠনে মাটি থেকে।

মানুষের পূর্বে জিন্ সৃষ্ট অত্যুষ্ণ আগুন থেকে

সূরা হিজ্র, ১৫ ঃ ২৭

٢٧- وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ
مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ○

২৭. আর এর আগে জিন্ সৃষ্টি করেছি অত্যুষ্ণ আগুন থেকে।

মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ তাঁর থেকে রূহ্ ফুঁকে দেন

সূরা হিজ্র, ১৫ ঃ ২৮, ২৯

٢٨- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ
بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ○

২৮. স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফিরিশ্‌তাদের বললেন ঃ আমি মানুষ সৃষ্টি করতে চাই গন্ধযুক্ত বিশুষ্ক মাটি থেকে।

٢٩- فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ
فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ○

২৯. তারপর যখন আমি তাকে ঠিকঠাক মত গঠন করব এবং তার মধ্যে আমার রূহ্ থেকে ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজ্‌দাবনত হবে।

কোন কিছুই অযথা সৃষ্টি করা হয়নি

সূরা হিজ্‌র, ১৫ ঃ ৮৫

৮৫. আর আমি অযথা সৃষ্টি করিনি আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা আছে তা আর কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। সুতরাং আপনি পরম সৌজন্যের সাথে ওদের ক্ষমা করুন।

٨٥-وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ○

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ২৭

২৭. আর আমি আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী কোন কিছু অনর্থক সৃষ্টি করিনি। অনর্থক সৃষ্টি করার ধারণা তো তাদের, যারা কুফ্‌রী করে। অতএব কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।

٢٧-وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ؕ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ○

আসমান ও যমীন যথাযথভাবে সৃষ্ট

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৩

৩. আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। তারা যে শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি তার অনেক ঊর্ধ্বে।

٣-خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৪

৪৪. আল্লাহ্ আসমান ও যমীন যথাযথ-ভাবে সৃষ্টি করেছেন। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন মু'মিনদের জন্য।

٤٤-خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○

মানুষ শুক্র থেকে সৃষ্ট

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৭, ৭৮, ৭৯

৭৭. মানুষ কি লক্ষ্য করে নি আমি তাকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি ? তারপর সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।

٧٧-اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ○

৭৮. আর সে আমার সম্পর্কে অভিনব কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায় ! সে বলে, কে জীবিত করবে এ হাঁড়গুলোকে, যখন তা পঁচে গলে যাবে ?

٧٨-وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ
قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ○

৭৯. বলুন ঃ তিনিই এগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করবেন, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক অবগত।

٧٩-قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ○

চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে নানাবিধ উপকার রয়েছে

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৫, ৬, ৭

৫. আর তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তু। এতে রয়েছে তোমাদের জন্য শীতের সম্বল, আরো রয়েছে অনেক উপকার এবং তা থেকে তোমরা কিছু সংখ্যক খেয়েও থাক।

٥-وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ
لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ
وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○

৬. আর তোমাদের জন্য রয়েছে এদের মধ্যে শোভা, যখন তোমরা এদের সন্ধ্যাকালে চারণভূমি থেকে নিয়ে এসো এবং প্রভাতে যখন চারণভূমিতে নিয়ে যাও।

٦-وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ
وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ○

৭. আর এরা তোমাদের বোঝা বহন করে নিয়ে যায় এমন শহরে, যেখানে তোমরা পৌছতে পারতে না, নিজেদেরকে শ্রান্ত-ক্লান্ত করা ব্যতিরেকে। নিশ্চয় তোমাদের রব অতিশয় কৃপাশীল, পরম দয়ালু।

٧-وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا
بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ؕ
اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

সূরা মু'মিনূন ২৩ ঃ ২১, ২২

২১. নিশ্চয় তোমাদের জন্য রয়েছে চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়, আমি তোমাদের পান করাই তাদের উদরে যা রয়েছে তা থেকে এবং তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক উপকারিতা আর তোমরা তা থেকে কিছু খেয়ে থাক।

২২. আর তোমরা আরোহণ কর তাতে এবং নৌযানে আরোহণ করে থাক।

٢١- وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ
نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ○

٢٢- وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ○

ঘোড়া, খচ্চর, গাধা আরোহণের জন্য

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৮, ৯

৮. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা তোমাদের আরোহণের জন্য এবং শোভার জন্য। আর তিনি সৃষ্টি করেন এমন কিছু, যা তোমরা জান না।

৯. আর সরল পথ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছে, তবে কোন পথ বাঁকাও আছে। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করতেন।

٨- وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ
لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

٦- وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا
جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ○

আল্লাহ্ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, যা পান করা হয়, যা দিয়ে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যেখানে পশুচারণ করে

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ১০, ১১

১০. তিনিই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, তোমাদের জন্য রয়েছে তাতে পানীয় এবং সে পানি থেকে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশুচারণ কর।

১১. তিনিই তোমাদের জন্য এ পানি দিয়ে উৎপন্ন করেন শস্য, যায়তুন, খেজুর,

١٠- هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ
وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ○

١١- يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ

আংগুর এবং সব ধরনের ফল। নিশ্চয় এতে রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন।	وَ النَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্র মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত

সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ১২	
১২. আর তিনিই তোমাদের উপকারে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে, সূর্য ও চন্দ্রকে এবং নক্ষত্ররাজিও তাঁরই নির্দেশে বশীভূত রয়েছে। নিশ্চয় এতে রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন।	١٢-وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

নিদর্শন স্বরূপ পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের বস্তু সৃষ্টি

সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ১৩	
১৩. আর বিভিন্ন ধরনের বস্তু, যা তোমাদের জন্য তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন, তাও তোমাদের উপকারার্থে নিয়োজিত। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা উপদেশ গ্রহণ করে।	١٣-وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ○

আল্লাহ্ সমুদ্রকে বশীভূত করেছেন, মাছ, মণিমুক্তা আহরণ ও নৌযান চলাচলের জন্য

সূরা নাহ্ল, ১৬ঃ ১৪	
১৪. আর তিনিই সমুদ্রকে বশীভূত করেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে টাট্কা মাছ খেতে পার এবং যাতে তোমরা তা থেকে আহরণ করতে পার মণিমুক্তা, যা তোমরা পরিধান কর। আর তুমি তাতে জলযান সমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে। এ সব এ জন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং শোক্র কর।	١٤-وَ هُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ تَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

পৃথিবী যাতে হেলে না পড়ে, সেজন্য পর্বতমালার স্থাপন

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩১

৩১. আর আমি যমীনের উপর সুদৃঢ় পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি, পাছে এদের নিয়ে যমীন ঢলে পড়ে এবং আমি সেখানে সৃষ্টি করেছি বড় বড় রাস্তা, যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে।

٣١-وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ص وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ১৫

১৫. আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, পাছে তা তোমাদের নিয়ে হেলে পড়ে এবং সৃষ্টি করেছেন নদ-নদী ও নানা ধরনের পথ, যাতে তোমরা গন্তব্যে পৌঁছতে পার।

١٥-وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে পথ নির্ণায়ক চিহ্ন

সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ১৬

১৬. আর তিনি সৃষ্টি করেছেন পথ-নির্ণায়ক বিভিন্ন চিহ্নসমূহ। আর নক্ষত্রের সাহায্যেও তারা পথের সন্ধান পায়।

١٦-وَعَلٰمٰتٍ ط وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

স্রষ্টা ও সৃষ্টি সমান নয়

সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ১৭

১৭. তবে কি যিনি সৃষ্টি করে তিনি তার মত, সে সৃষ্টি করতে পারে না ? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না ?

١٧-اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ط اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

আল্লাহ্র নিয়ামত অগণিত

সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ১৮, ১৯

১৮. যদি তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামত গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٨- وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ط اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৯. আর তোমরা যা গোপন কর, আর যা প্রকাশ কর আল্লাহ্ তা জানেন।

١٩- وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ○

অলীক উপাস্য স্রষ্টা নয়, সৃষ্টি

সূরা নাহ্ল, ১৬ঃ ২০, ২১

২০. আর যারা আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্যদের উপাসনা করে, তারা তো কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট।

٢٠- وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ○

২১. তারা প্রাণহীন, নির্জীব এবং তারা জানে না যে, পুনরুত্থান করে হবে।

٢١- اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ○

আল্লাহ্ কোন কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে বলেন ঃ হও, অমনি তা হয়ে যায়

সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ৪০

৪০. আমি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করি, তখন তার জন্য আমার কথা শুধু এই যে, তাকে বলি ঃ হয়ে যাও, ফলে তা হয়ে যায়!

٤٠- اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَآ اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

আসমান ও যমীনের সব কিছু আল্লাহ্কে সিজ্দা করে

সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ৪৮, ৪৯

৪৮. তারা কি লক্ষ্য করেনি আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডান ও বামদিকে ঢলে পড়ে, আল্লাহ্র প্রতি বিনীতভাবে সিজ্দাবনত হয়?

٤٨- اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ ○

৪৯. আর আল্লাহ্কেই সিজ্দা করে যা কিছু আছে আসমানে এবং যে সব জীব-জন্তু আছে যমীনে, আর ফিরিশ্তারাও, তারা অহংকার করে না।

٤٩- وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

সিজ্দার আয়াত

সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ৫০

৫০. তারা তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের রবকে ভয় করে এবং তারা করে তা, যা তাদের আদেশ করা হয়।

٥٠- يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

আনুগত্য কেবল আল্লাহ্‌রই

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৫২

৫২. আর আল্লাহ্‌ই যা কিছু আছে আসমানে ও যমীনে এবং নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য অবশ্যই তাঁরই প্রাপ্য। এতদসত্ত্বেও তোমরা কি আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যকে ভয় করবে ?

٥٢- وَلَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ؕ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ○

আল্লাহ্‌ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে মৃত যমীনকে পুনরুজ্জীবিত সবুজ শ্যামল করেন

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৬৫

৬৫. আর আল্লাহ্‌ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তা দিয়ে যমীনকে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য যারা কথা শোনে।

٦٥- وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬৩

৬৩. তুমি দেখনি যে, আল্লাহ্‌ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, যাতে ভূ-পৃষ্ঠে সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে? নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয় পরিজ্ঞাত।

٦٣- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ز فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ○

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১৮, ১৯

১৮. আর আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি পরিমাণ মত, তারপর আমি তা যমীনে সংরক্ষণ করি। আর আমি তা অপসারিত করতেও অবশ্যই সক্ষম।

١٨- وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ○

১৯. তারপর আমি সে পানির সাহায্যে সৃষ্টি করি তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান, তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফল এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক।

١٩- فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ م لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৪৯

৪৯. যা দিয়ে আমি মৃত যমীনকে সজীব করে দেই এবং তা পান করাই আমার সৃষ্ট বহু জীব-জন্তু ও অসংখ্য মানুষকে।

٤٩-لِّنُحْيِۦَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّ نُسْقِيَهٗ
مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّ اَنَاسِىَّ كَثِيْرًا ○

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬৩

৬৩. আর আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন ঃ কে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তা দিয়ে যমীনকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন ? তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ্। আপনি বলুন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝে না।

٦٣-وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ
مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا
لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

গোবর ও রক্তের মাঝ থেকে খাঁটি দুধ উৎপন্ন হয়

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৬৬

৬৬. নিশ্চয় তোমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয় গৃহপালিত চতুষ্পদ পশুর মধ্যে। আমি তোমাদের পান করাই তাদের উদরস্থ গোবর ও রক্তের মাঝ থেকে খাঁটি দুধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

٦٦- وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ
نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ
فَرْثٍ وَّ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا
سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ○

খেজুর ও আংগুর থেকে মাদকদ্রব্য উৎপন্ন

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৬৭

৬৭. আর খেজুর ফল ও আংগুর ফল থেকে তোমরা মাদকদ্রব্য ও উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করে থাক। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য যারা বুদ্ধিমান।

٦٧- وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَ الْاَعْنَابِ
تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا ؕ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

মৌমাছি আল্লাহ্‌র নির্দেশে মৌচাক বানায় এবং মধু আহরণ করে, যা মানুষের জন্য নিরাময়

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৬৮, ৬৯

৬৮. আপনার রব মৌমাছিকে আদেশ দিয়েছেন যে, মৌচাক বানাও পাহাড়ে,

٦٨- وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ
اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ

بُيُوتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ○

বৃক্ষে এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে,

٦٩- ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۭ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاۗءٌ لِّلنَّاسِ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

৬৯. তারপর চুষে নেও প্রত্যেক ফল থেকে এবং চল স্বীয় রবের সহজ সরল পথে। তাদের পেট থেকে বের হয় নানা রংয়ের পানীয়, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন ও মৃত্যু দেন, তিনি যাকে অধিক বয়স দেন তার স্মৃতি বিভ্রাট ঘটে

সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ৭০

٧٠- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ڐ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

৭০. আর আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তোমাদের মধ্যে কতককে উপনীত করা হবে নিকৃষ্ট অকর্মন্য বয়সে। ফলে যা সে জানত, সে সম্বন্ধে সে অজ্ঞ হয়ে যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ব-শক্তিমান।

মানুষ থেকে মানুষের জোড়া এবং প্রজন্ম সৃষ্ট

সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ৭২

٧٢- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۭ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ○

৭২. আর আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া এবং তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য, তোমাদের যুগল থেকে পুত্র-পৌত্রাদি এবং তিনিই তোমাদের দান করেছেন উত্তম রিয্ক। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখবে এবং আল্লাহ্র নিয়ামতের না-শোকরী করবে ?

মাতৃগর্ভ থেকে মানুষকে আল্লাহ্ বের করেন জ্ঞানহীন অবস্থায়

সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ৭৮

৭৮. আর আল্লাহ্ তোমাদের বের করেছেন, তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না, এবং তিনি তোমাদের দিয়েছেন কান, চোখ ও হৃদয়, যেন তোমরা তাঁর শোকর কর।

٧٨- وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ
لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

আল্লাহ্ই মহাশূন্যে বিহঙ্গকূলকে স্থির রাখেন

সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ৭৯

৭৯. তারা কি লক্ষ্য করে নি পক্ষীকূলের প্রতি যে, তারা আসমানের শূন্যমণ্ডলে নিয়ন্ত্রিত রয়েছে? আল্লাহ্ ছাড়া কেউ এদের সেখানে ধরে রাখে না। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন মু'মিন লোকদের জন্য।

٧٩- اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ
السَّمَآءِ ۗ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ۗ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

আল্লাহ্ পশু-চর্ম ও পশম থেকে ব্যবস্থা করেন বিভিন্ন উপকরণের

সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ৮০

৮০. আর আল্লাহ্ করে দিয়েছেন তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহকে আবাসের জায়গা এবং তিনি করে দিয়েছেন তোমাদের জন্য পশু চর্মের তাবুর ব্যবস্থা, যা তোমরা সফরকালে সহজে বহন করতে পার এবং অবস্থানকালে সহজে খাটাতে পার। আর তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন এগুলোর পশম, লোম ও কেশ থেকে কিছুকালের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি।

٨٠- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا
وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ
بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ
وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا
وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا
وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ○

আল্লাহ্ পাহাড়েও আবাসের ব্যবস্থা করেন, তিনি তাপ ও যুদ্ধ থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করেন

সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ৮১

৮১. আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, তিনি যা কিছু সৃষ্টি

٨١- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا

وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ۭ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ○

করেছেন তা থেকে এবং তিনি তোমাদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন পাহাড়ে, তিনি আরো ব্যবস্থা করেছেন এমন জামার, যা তোমাদের রক্ষা করে উত্তাপ থেকে এবং এমন জামার যা তোমাদের রক্ষা করে যুদ্ধে। এভাবেই তিনি তাঁর নিয়ামত তোমাদের জন্য পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা অনুগত হও।

মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্সা পর্যন্ত রাতের কিছু অংশে ভ্রমণ

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ১

١- سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

১. তিনি পবিত্র ও মহিমময়, যিনি স্বীয় বান্দা (মুহাম্মদ সা.)-কে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে-হারাম থেকে মসজিদে-আক্সা পর্যন্ত, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, যাতে আমি তাঁকে দেখাই আমার কুদ্রতের কিছু নিদর্শন, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

দিন-রাতের মধ্যে রয়েছে জীবিকার অন্বেষণ, বছরের গণনা ও হিসাব

সূরা বনী ইস্রাঈল, ১৭ ঃ ১২

١٢- وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ ۭ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ○

১২. আর আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টি নিদর্শন; রাতের নিদর্শনকে করে দিয়েছি নিষ্প্রভ এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোক উজ্জ্বল, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা ও হিসাব। আর আমি প্রতিটি বিষয়কে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

আল্লাহ্‌র সব সৃষ্টি তাঁর প্রশংসা করে, কিন্তু মানুষ তা বুঝে না

সূরা বনী ইস্রাঈল, ১৭ ঃ ৪৪

٤٤- تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ

৪৪. আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে সাত আসমান ও যমীন এবং

وَمَنْ فِيهِنَّ ۗ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ
إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ○

এদের অন্তর্বর্তী যা কিছু আছে সবই। আর এমন কিছু নেই, যা তাঁর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা বুঝতে পার না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, পরম ক্ষমাশীল।

রূহ্ আল্লাহ্‌র আদেশ মাত্র

সূরা বনী ইস্‌রাঈল, ১৭ ঃ ৮৫

৮৫- وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ
قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي
وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ○

৮৫. আর তারা আপনাকে 'রূহ্' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন ঃ 'রূহ্' আমার রবের আদেশ ঘটিত, আর এ বিষয়ে তোমাদের খুব সামান্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে।

সব কিছুর জন্য সময় নির্ধারিত

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৯৯

৯৯- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ
وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ ۖ
فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ○

৯৯. তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আল্লাহ্ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি অবশ্যই এদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম ? আর তিনি তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন একটি সময়, যাতে কোন সন্দেহ নেই, বস্তুত যালিমরা কুফ্‌রী ছাড়া আর সব কিছু অস্বীকার করেছে।

কিয়ামতের দিন পর্বতমালাকে সঞ্চালিত করা হবে

সূরা কাহ্‌ফ, ১৮ ঃ ৪৭

৪৭- وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ
وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۙ
وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ○

৪৭. আর স্মরণ কর সেদিনটিকে, যেদিন আমি সঞ্চালিত করব পর্বতসমূহকে এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে এক উন্মুক্ত প্রান্তর। আর আমি সেদিন তাদের সবাইকে একত্র করব, তাদের মধ্য থেকে কাউকে ছাড়ব না।

ইয়াজূজ ও মাজূজ

সূরা কাহ্ফ, ১৮ ঃ ৯৪, ৯৫

৯৪. তারা বলল ঃ হে যুল্-কারনাইন! নিশ্চয় ইয়াজূজ ও মাজূজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে, আমরা কি আপনাকে কিছু খরচের ব্যবস্থা করে দেবে, যাতে আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিন ?

٩٤- قَالُوا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ
اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ
مُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ
خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ○

৯৫. যুল্-কারনাইন বলল ঃ আমার রব আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তা যথেষ্ট। অতএব তোমরা আমাকে কেবল দৈহিক শক্তি দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি মজবূত প্রাচীর নির্মাণ করে দিব।

٩٥- قَالَ مَا مَكَّنِّيْ فِيْهِ رَبِّيْ
خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ
اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ○

দুই পর্বতের মাঝে প্রাচীর নির্মাণ

সূরা কাহ্ফ, ১৮ ঃ ৯৩, ৯৬, ৯৭

৯৩. অবশেষে যুল্-কারনাইন চলতে চলতে দুই পর্বতের মধ্যস্থলে পৌঁছল তখন সে সেখানে এমন এক সম্প্রদায়কে পেল, যারা কোন কথা একেবারেই বুঝতে চাইত না।

٩٣- حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ
وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ
لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ○

৯৬. (যুল-কারনাইন বলল) তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে সমান হয়ে গেল, তখন সে বলল ঃ তোমরা তাপাতে থাক। এমনকি যখন তারা তাপিয়ে তা অগ্নিবৎ করে ফেলল, তখন সে বলল ঃ এখন তোমরা আমার

٩٦- اٰتُوْنِيْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ۗ
حَتّٰٓى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ
قَالَ انْفُخُوْا ۗ
حَتّٰٓى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ

কাছে গলিত তামা নিয়ে এসো, আমি তা এর উপর ঢেলে দেই।

قَالَ اٰتُوْنِیْۤ اُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْرًا ○

৯৭. তারপর ইয়াজূজ ও মাজূজ তা অতিক্রমও করতে পারল না এবং তাতে কোন ছিদ্রও করতে পারল না।

٩٧-فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ یَّظْهَرُوْهُ
وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ○

স্ত্রী বন্ধ্যা এবং স্বামীও বৃদ্ধ এদেরও আল্লাহ্ সন্তান দেন

সূরা মারইয়াম, ১৯ঃ ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

৪. যাকারিয়া বলেছিল ঃ হে আমার রব! আমার অস্থি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং বার্ধক্যের দরুন মস্তকের কেশে শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়েছে। হে আমার রব! আপনাকে ডেকে আমি কখনো বিফল মনোরথ হইনি।

٤-قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّیْ
وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَیْبًا
وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآىِٕكَ رَبِّ شَقِیًّا ○

৫. আর আমি আশংকা করছি, আমার পর আমার স্বজনদের সম্পর্কে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। অতএব আপনি আপনার তরফ থেকে আমাকে দান করুন একজন উত্তরাধিকারী,

٥-وَاِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ
مِنْ وَّرَآءِیْ وَكَانَتِ امْرَاَتِیْ عَاقِرًا
فَهَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِیًّا ○

৬. যেন সে আমার উত্তরাধিকারী হয় এবং ইয়া'কূবের বংশের ও উত্তরাধিকারী হয়। হে আমার রব! তাকে আপনি সন্তোষভাজন করুন।

٦-یَّرِثُنِیْ وَیَرِثُ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ ۖۗ
وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا ○

৭. হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি এক পুত্র সন্তানের, তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া, ইতিপূর্বে আমি এ নামে কারো নামকরণ করি নি।

٧-یٰزَكَرِیَّاۤ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ِۨاسْمُهٗ
یَحْیٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا ○

৮. যাকারিয়া বলল ঃ হে আমার রব! কিরূপে আমার পুত্র হবে, যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বার্ধক্যের প্রান্ত সীমায় উপনীত হয়েছি।

٨-قَالَ رَبِّ اَنّٰى یَكُوْنُ لِیْ غُلٰمٌ
وَّكَانَتِ امْرَاَتِیْ عَاقِرًا
وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِیًّا ○

৯. আল্লাহ্ বললেন ঃ এরূপই হবে। তোমার রব বলেন ঃ এরূপ করা আমার

٩-قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ

পক্ষে সহজ। ইতিপূর্বে আমি তো তোমাকে সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না।

هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ
وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ○

আল্লাহ্ পুরুষের স্পর্শ ছাড়া সন্তান দান করেন

সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ২০, ২১

২০. মারইয়াম বলল ঃ কিরূপে আমার পুত্র হবে! অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শও করে নি এবং আমি অসতীও নই?

২১. ফিরিশ্‌তা বলল ঃ এরূপই হবে। তোমার রব বলেছেন ঃ এরূপ করা আমার পক্ষে সহজ। আর আমি তাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন এবং আমার তরফ থেকে রহমতস্বরূপ করতে চাই এবং এটা তো স্থিরকৃত ব্যাপার।

٢٠- قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ
وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ○

٢١- قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ
هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗٓ
اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ

আল-কুরআন আসমান ও যমীনের রবের তরফ থেকে অবতীর্ণ

সূরা তো-হা, ২০ ঃ ৪, ৫, ৬

৪. এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে এমন সত্তার তরফ থেকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন যমীন এবং সুউচ্চ আসমান।

৫. তিনি দয়াময় আল্লাহ্, আরশে সমাসীন।

৬. তাঁরই যা কিছু আছে আসমানে, যা কিছু আছে যমীনে আর যা কিছু আছে এ দু'য়ের মাঝে এবং যা কিছু ভূগর্ভে আছে।

٤- تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ
وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ○

٥- اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ○

٦- لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ○

আল্লাহ্ যমীনকে বিছানা এবং চলার পথ করে দিয়েছেন। তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে নানাবিধ উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন

সূরা তো-হা, ২০ ঃ ৫৩

৫৩. আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য করেছেন যমীনকে বিছানা স্বরূপ এবং তাতে বানিয়ে দিয়েছেন তোমাদের জন্য চলার

٥٣- اَلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا
وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا

পথ। আর তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, এরপর আমি তা দিয়ে নানাবিধ উদ্ভিদ উৎপন্ন করি।	وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ط فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ○

সূরা তো-হা, ২০ ঃ ৫৪

৫৪. তোমরা খাও এবং তোমাদের পশুপাল চরাও। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন বিবেকবানদের জন্য।	٥٤- كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ○

আল্লাহ্ মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সেখানেই ফিরিয়ে নিবেন, আবার সেখান থেকেই পুনর্জীবিত করবেন

সূরা তো-হা, ২০ ঃ ৫৫

৫৫. আমি তোমাদের এ মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদের ফিরিয়ে নিব এবং এ থেকেই পুণর্বার তোমাদেরকে বের করে আনব।	٥٥- مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ○

আল্লাহ্ পর্বতমালাকে সমতল ভূমিতে পরিণত করবেন

সূরা তো-হা, ২০ ঃ ১০৫, ১০৬, ১০৭

১০৫. আর তারা আপনাকে প্রশ্ন করে পর্বতমালা সম্পর্কে। আপনি বলে দিন ঃ আমার রব সে সব সমূলে উৎপাটন করে উড়িয়ে দিবেন।	١٠٥- وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا ○
১০৬. তারপর তিনি তা এক সমতল মসৃণ মাঠে পরিণত করবেন,	١٠٦- فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ○
১০৭. যাতে তুমি বক্রতাও দেখতে পাবে না এবং উচ্চতাও না।	١٠٧- لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ○

মানুষ তাদের পূর্বের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না

সূরা তো-হা, ২০ ঃ ১২৮

১২৮. এটাও কি তাদের সৎপথ দেখাল না যে, তাদের পূর্বে আমি কত মানব গোষ্ঠিকে	١٢٨- اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ

مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ط
إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ○

ধ্বংস করেছি, যাদের আবাসভূমিতে তারা যাতায়াত করে থাকে ? নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

কোন কিছুই আল্লাহ্ ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করেন নি

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১৬

١٦- وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○

১৬. আর আল্লাহ্ আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে, তা ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করেন নি।

আসমান ও যমীন এক সাথে মিশে ছিল, আল্লাহ্ তা আলাদা করেন। প্রাণবান সব কিছু পানি থেকে সৃষ্ট

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩০

٣٠- اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ط
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط
اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৩০. যারা কুফরী করে, তারা কি ভেবে দেখেনি যে, আসমান ও যমীন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, তারপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম এবং আমি প্রাণবান সব কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না ?

আসমান ছাদরূপে সৃষ্ট

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩২

٣٢- وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ج
وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ○

৩২. আর আমি আসমানকে সৃষ্টি করেছি একটি সুরংক্ষিত ছাদ হিসেবে, কিন্তু তার এর নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্য নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩৩

٣٣- وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط
كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○

৩৩. আর আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

www.almodina.com

কেউ অমর নয়, প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল, সবাইকে ভাল ও মন্দ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩৪, ৩৫

৩৪. আর আমি আপনার পূর্বে কোন মানুষকে অমরত্ব দান করি নি, সুতরাং আপনি যদি মারা যান, তবে কি তারা অনন্তকাল বেঁচে থাকবে ?

৩৫. প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, আমি তোমাদের বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি মন্দ ও ভাল দিয়ে এবং আমারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

٣٤-وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ○

٣٥- كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ○

আসমান শুরুতে যেমন গুটান ছিল, শেষে আবার সেরূপ গুটান হবে

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৪

১০৪. স্মরণ কর সে দিনটি, যেদিন আমি আসমানকে এমনভাবে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটান হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি আরম্ভ করেছিলাম, সেভাবে তা পুনরায় সৃষ্টি করব। এ আমার দেয়া ওয়াদা, আমি অবশ্যই তা পূর্ণ করব।

١٠٤- يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۖ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ۖ وَعْدًا عَلَيْنَا ۖ إِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ○

মৃত্যুর পর জীবিত করে উঠান, মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া, যৌবন ও বার্ধক্য, মৃত যমীনকে বৃষ্টির পানি দ্বারা জীবিত করা

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫

৫. হে মানুষ! তোমরা যদি মৃত্যুর পর জীবিত করে উঠান সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে থাক, তবে ভেবে দেখ, আমি তো তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে তারপর শুক্র থেকে, তারপর এমন কিছু থেকে যা লেগে থাকে, তারপর মাংস-পিণ্ড থেকে যা পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট হয়ে থাকে, তোমাদের কাছে

٥- يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۖ

وَ نُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَ اَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ○

আমার কুদ্‌রত প্রকাশ করার জন্য। আর আমি গর্ভাধারে স্থিত রাখি যা ইচ্ছা করি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। তারপর আমি তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে বের করি শিশুর আকারে, পরে যেন তোমরা যৌবনে উপনীত হও। আর তোমাদের মধ্যে কতক এমন আছে, যারা যৌবনের পূর্বেই মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। আর তোমাদের মধ্যে কতক এমনও আছে, যাদের পৌঁছান হয় অকর্মন্য বয়সে, ফলে যে বিষয়ে তার জানা ছিল, তা সে মনে রাখতে পারে না। আর তুমি যমীনকে দেখতে পাও শুষ্ক, তারপর আমি যখন তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে আন্দোলিত হয় এবং নানা ধরনের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।

সূরা যুখ্‌রুফ, ৪৩ ঃ ১১

١١- وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ○

১১. এবং যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে। তারপর আমি সে পানির সাহায্যে মৃত যমীনকে সঞ্জীবিত করি, এভাবেই তোমাদের রেব করে আনা হবে।

আল্লাহ্‌ই প্রাণহীনকে প্রাণ দান করেন

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬

٦- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৬. এসব এ কারণে যে, আল্লাহ্‌ই সত্য এবং তিনিই প্রাণহীনকে প্রাণ দান করেন আর তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

কিয়ামত সংঘটিত হবেই

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭

٧- وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ

৭. আর কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং যারা

وَ اَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ○

কবরে আছে, আল্লাহ্ তাদের নিশ্চয় জীবিত করে উঠাবেন।

সব কিছুই আল্লাহ্র নিয়মাধীন এবং সবই তাঁকে সিজ্দা করে

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১৮

١٨- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ط وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ط وَ مَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ط اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ○

১৮. তুমি কি দেখনি যে, নিশ্চয় আল্লাহ্কে সিজ্দা করে যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং মানুষের মধ্যে অনেকে ? আর অনেক এমনও আছে, যাদের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আর আল্লাহ্ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে সম্মানদাতা কেউ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, তাই করে থাকেন।

সময়ের পরিমাপ আল্লাহ্র কাছে স্বতন্ত্র

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৭

٤٧- وَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ط وَ اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ○

৪৭. আর তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করার জন্য তাগাদা করছে, অথচ আল্লাহ্ কখনো তার ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। নিশ্চয় আপনার রবের কাছে এক দিন, তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান।

আল্লাহ্ই রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটান

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬১, ৬২

٦١- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ○

৬১. এ সব এ জন্য যে, আল্লাহ্ প্রবেশ করান রাতকে দিনের মধ্যে এবং প্রবেশ করান দিনকে রাতের মধ্যে। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।

٦٢- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ○

৬২. এ সব এ কারণে যে, আল্লাহ্ তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা অসত্য, আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সমুচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ।

আসমান ও যমীনের সব কিছু মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬৫

৬৫. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ তোমাদের কাজে নিয়োজিত রেখেছেন পৃথিবীর সব কিছুকে এবং নৌযানসমূহকে, যা তাঁরই আদেশে সমুদ্রে চলাচল করে, আর তিনিই আসমানকে স্থির রাখেন যাতে তাঁরই আদেশ ব্যতীত তা পৃথিবীর উপর পতিত না হয় ? নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি পরম করুণাশীল, পরম দয়ালু।

٦٥- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ
مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ
بِاَمْرِهٖ ؕ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى
الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

জীবন ও মৃত্যু আল্লাহ্ই দেন

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬৬

৬৬. আর তিনিই তোমাদের জীবন দান করেছেন এবং তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় জীবন দান করবেন। নিশ্চয় মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

٦٦- وَهُوَ الَّذِىْٓ اَحْيَاكُمْ ز ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ
ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ○

মাটির নির্যাস থেকে মানুষের সৃষ্টি

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১২, ১৩

১২. আর আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে,

১৩. তারপর তা শুক্ররূপে স্থাপন করি এক সুরক্ষিত স্থানে।

١٢- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ
مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ○
١٣- ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً
فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ○

মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১৪, ১৫, ১৬

১৪. এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকে, তারপর আলাককে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে, এরপর সে মাংসপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করি অস্থি, পরে অস্থিকে ঢেকে দেই গোশ্‌ত দিয়ে, তারপর তাকে গড়ে তুলি এক নতুন সৃষ্টিরূপে।

١٤- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً
فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ
عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۗ
ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ

সুতরাং কত মহান কল্যাণময় আল্লাহ্ যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা।

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ○

১৫. এরপর তোমরা অবশ্যই মরবে,

١٥- ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ○

১৬. তারপর কিয়ামতের দিন পুনরায় তোমাদের জীবিত করে উঠান হবে।

١٦- ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ○

মহাশূন্যে সাতটি স্তর

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১৭

১৭. আর আমি তো সৃষ্টি করেছি তোমাদের উপর সাতটি স্তর এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে গাফিল নই।

١٧- وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ
وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ○

কোন কোন গাছ থেকে তেল জন্মায়

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ২০

২০. এবং সৃষ্টি করি এক প্রকার বৃক্ষ, যা জন্মায় সিনাই পর্বতে, আর এতে উৎপন্ন হয় তেল ও তরকারী আহারকারীদের জন্য।

٢٠- وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ
تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ○

চোখ, কান ও অন্তঃকরণ আল্লাহ্র সৃষ্টি

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৭৮

৭৮. আর আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য করেছেন কান, চোখ ও অন্তঃকরণ। তোমরা খুব অল্পই শোকর করে থাক।

٧٨- وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ
قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

আল্লাহ্ মানুষকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন, তিনি হাশ্রের দিন তাদের একত্র করবেন

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৭৯

৭৯. তিনিই তোমাদের ছড়িয়ে রেখেছেন পৃথিবীতে এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

٧٩- وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ
وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

www.almodina.com

আল্লাহরই ইখ্‌তিয়ারে জীবন-মৃত্যু ও রাত-দিনের পরিবর্তন

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৮০

৮০. আর তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই ইখ্‌তিয়ারে রাত ও দিনের পরিবর্তন। তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?

٨٠- وَهُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের নূর ও স্রষ্টা

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৫

৩৫. আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের জ্যোতি। তাঁর জ্যোতির দৃষ্টান্ত যেন একটি তাক, তাতে আছে একটি প্রদীপ। সে প্রদীপটি রয়েছে একটি কাঁচের ফানুসের মধ্যে, কাঁচের ফানুসটি যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। সে প্রদীপ জ্বালান হয় পূত-পবিত্র যায়তুন বৃক্ষের তেল দিয়ে, যা পূর্বমুখীও নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি তা স্পর্শ না করলেও যেন তার তেল নিজেই উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ্ যাকে চান, নিজের জ্যোতির দিকে হিদায়েত দান করেন। আল্লাহ্ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

٣٥- اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِىْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

সূরা যুখ্‌রুফ, ৪৩ ঃ ৯

৯. আর যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন ঃ কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন ? তবে তারা অবশ্যই চলবে, এগুলো ত সৃষ্টি করেছেন প্রবল প্রতাপশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্।

٩- وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ○

কাফিরদের আমল মরীচিকার ন্যায়

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৯

৩৯. আর যারা কুফরী করে, তাদের কার্যাবলী মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, তৃষ্ণার্থ ব্যক্তি

٣٩- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ

যাকে দূর থেকে পানি বলে মনে করে; কিন্তু সে যখন সেখানে যায়, তখন সে তার কিছুই পায় না বরং পায় সেখানে আল্লাহ্‌কে। তারপর আল্লাহ্ তার হিসাব পুরোপুরি চুকিয়ে দেন। আর আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

بِقِيعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

কাফিরদের আমল গভীর সমুদ্র তলের অন্ধকার সদৃশ্য

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৪০

৪০. অথবা কাফিরদের কার্যাবলী গভীর সমুদ্র তলের অন্ধকার সদৃশ, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে রয়েছে কালমেঘ। অন্ধকারের উপর অন্ধকার। এমন কি যখন কেউ তার হাত বের করবে, তখন সে তা আদৌ দেখতে পাবে না। আর আল্লাহ্ যাকে হিদায়েতের নূর দান না করেন, তার জন্য কোথাও কোন নূর নেই।

٤٠- اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّـجِّىٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ۝

আসমান ও যমীনের সব কিছুই আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ করে, প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব পদ্ধতি

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৪১, ৪২

৪১. তুমি কি দেখ নি যে, আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই এবং উড়ন্ত পক্ষী-কুলও ? প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইবাদত ও তাস্‌বীহের পদ্ধতি অবগত। আর তারা যা করে, আল্লাহ্ তা সম্যক জ্ঞাত।

٤١- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝

৪২. আর আসমান ও যমীনের বাদশাহী আল্লাহ্‌রই এবং তাঁরই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

٤٢- وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝

সব প্রাণী পানি থেকেই সৃষ্ট এবং তাদের বিচরণ পদ্ধতি

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৪৫

৪৫. আর আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেক প্রাণীকে পানি থেকে ঃ এদের কতক

٤٥- وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ

مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ؕ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

পেটে ভর দিয়ে চলে, কতক দু'পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চলে চার পায়ে ভর দিয়ে। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

ছায়ার সম্প্রসারণ ও সংকোচন আল্লাহ্‌রই ইখ্‌তিয়ারে

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৪৫, ৪৬

٤٥- اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ○

৪৫. তুমি কি তোমার রবের প্রতি লক্ষ্য করনি যে, তিনি কেমন করে ছায়াকে সম্প্রসারণ করেন ? আর তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তিনি একে একই অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে এর নির্দেশক করেছি;

٤٦- ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ○

৪৬. তারপর আমি ছায়াকে ধীরে ধীরে নিজের দিকে সংকুচিত করে নেই।

রাতকে আবরণ এবং নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং দিনকে কাজের জন্য

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৪৭

٤٧- وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ○

৪৭. আর তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন আবরণ স্বরূপ এবং বিশ্রামের জন্য দিয়েছেন নিদ্রা এবং দিনকে করেছেন জাগ্রত থাকার সময়।

আল্লাহ্‌ই বৃষ্টির পূর্বে বায়ু প্রেরণ করেন

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৪৮

٤٨- وَهُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ○

৪৮. আর তিনিই স্বীয় রহমতে বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী রূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি আসমান থেকে পবিত্র, বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি।

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৬৩

٦٣- اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ

৬৩. অথবা তিনি, যিনি স্থলের ও জলের অন্ধকারে তোমাদের পথের সন্ধান দেন

وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ
بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ
تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ুরাশিকে প্রেরণ করেন? আছে কি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্? তারা যা শরীক করে আল্লাহ্ তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে।

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭৩

৭৩- وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ
وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৭৩. আর তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন, যেন তাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার এবং তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার, আর যেন তাঁর শোকর কর।

সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৩

২৩- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

২৩. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁরই অনুগ্রহ তোমাদের অন্বেষণ করা। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য যারা মনোযোগ সহকারে শোনে।

আল্লাহ্ মানুষের জন্য পানি বন্টন করে দিয়েছেন

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫০

৫০- وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ
فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ○

৫০. আর আমি সে পানি তাদের মধ্যে বন্টন করে দেই, যাতে তারা ভেবে দেখে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে।

মিলিতভাবে প্রবাহিত দু'টি দরিয়ার মাঝে রয়েছে অদৃশ্য আড়াল

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫৩

৫৩- وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ
هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ
وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ○

৫৩. আর তিনিই সমান্তরালে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেন দু'টি দরিয়াকে যার একটি মিষ্ট সুপেয়, অপরটি লবণাক্ত বিস্বাদ এবং উভয়ের মধ্যে তিনি রেখে দিয়েছেন একটি অন্তরায়, একটি দুর্ভেদ্য আড়াল।

মানুষ পানি থেকে সৃষ্ট, তাদের মাঝে রয়েছে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫৪

৫৪. আর তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। তারপর তিনি তাকে করেছেন বংশ সম্পর্ক বিশিষ্ট এবং বিবাহ সম্পর্ক বিশিষ্ট। আর আপনার রব তো সর্ব শক্তিমান।

٥٤-وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ط وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ○

আল্লাহ্ই আসমানে নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন, সূর্য প্রদীপ স্বরূপ এবং চন্দ্র আলোকময়

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬১

৬১. মহা-মহিমান্বিত তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমানে বিশালকায় নক্ষত্রসমূহ এবং তিনি সেখানে স্থাপন করেছেন প্রদীপ-রূপী সূর্য এবং আলোকময় চন্দ্র।

٦١-تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيْرًا ○

রাত ও দিন পরস্পরের অনুগামী

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬২

৬২. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাতকে এবং দিনকে পরস্পরের অনুগামীরূপে তার জন্য, যে উপদেশ গ্রহণ অথবা শোকর করতে চায়।

٦٢- وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ○

আল্লাহ্র আদেশে সমুদ্রও বিভক্ত হয়ে যায়

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৬৩

৬৩. আর আমি ওহীর মাধ্যমে মূসাকে আদেশ করলাম ঃ তুমি আঘাত কর তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রকে। ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগই বিরাটকায় পর্বতের মত হয়ে গেল।

٦٣-فَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ط فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ○

আল্লাহ্ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তা দিয়ে বনানী সৃষ্টি করেন মানুষের কোন ক্ষমতা নেই এরূপ করার

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৬০

৬০. যাদের তারা আল্লাহ্র সাথে শরীক করে তারা শ্রেয় না যিনি সৃষ্টি করেছেন

٦٠-اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ○

আসমান ও যমীন এবং যিনি আসমান থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেন তিনিই ? তারপর আমি তা দিয়ে মনোরম উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করি; তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার ক্ষমতা তো তোমাদের নেই। আছে কি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ ? বরং তারা এমন লোক, যারা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ সাব্যস্ত করে।

আল্লাহ্ যমীনে নদী-নালা পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন, তিনি দুই দরিয়ার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৬১

٦١- اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৬১. অথবা তিনি শ্রেয় যিনি পৃথিবীকে বানিয়েছেন বাসস্থান এবং তার মাঝে স্থাপন করেছেন নদী-নালা এবং সেখানে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা, আর দুই দরিয়ার মাঝে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়, আছে কি আল্লাহ্‌র সাথে কোন ইলাহ্? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

তিনি বিপন্নের ডাকে সাড়া দেন, বিপদ-আপদ দূর করেন এবং তিনি মানুষকে যমীনের অধিকারী করেছেন

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৬২

٦٢- اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ○

৬২. অথবা তিনি শ্রেয় যিনি সাড়া দেন বিপন্নের ডাকে, যখন সে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করে দেন, আর তিনি তোমাদের যমীনের ব্যবহারের অধিকারী করেছেন। আছে কি কোন ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া। বরং তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

আল্লাহ্ আদি স্রষ্টা, তিনি পুনরায় সৃষ্টি করবেন

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৬৪

৬৪. অথবা তিনি, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর আবার তা সৃষ্টি করবেন এবং যিনি আসমান ও যমীন থেকে তোমাদের রিযিক দান করেন ? আছে কি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ ? বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ পেশ কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

٦٤- اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ
وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ط
ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط
قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

কিয়ামতের পূর্বে 'দাব্বাতুল আরদের' আবির্ভাব

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৮২

৮২. আর যখন তাদের কাছে কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় সমাগত হবে, তখন আমি তাদের জন্য যমীন থেকে একটি জীব বের করব, সে তাদের সাথে কথা বলবে। কারণ লোকেরা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করত না।

٨٢- وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ
اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ
اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ○

শিংগার প্রথম ফুঁতে সবাই বিধ্বস্ত হয়ে যাবে

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৮৭

৮৭. আর যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, সেদিন আসমান ও যমীনে যারা আছে, সবাই ভীত-বিহবল হয়ে পড়বে আল্লাহ্ যাকে চাইবেন সে ছাড়া, আর সবাই তাঁর কাছে আসবে বিনীত অবস্থায়।

٨٧- وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ
فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ
اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ط وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ○

সে দিন পাহাড় চলমান হবে

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৮৮

৮৮. আর তুমি পর্বতসমূহকে দেখছ অটল-অচল, অথচ এগুলো সেদিন মেঘরাশির মত চলমান হবে। এ হলো আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নৈপুণ্য, যিনি সব কিছুকে করছেন

٨٨- وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً
وَّهِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ط صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اَتْقَنَ

كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ○

সুষম, সুসংহত। তোমরা যা কিছু করছ, তিনি তা সম্যক অবগত।

বিধান আল্লাহ্‌রই

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭০, ৭১

٧٠- وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ
لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۖ
وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

৭০. আর তিনিই আল্লাহ্‌, নেই কোন ইলাহ্‌ তিনি ছাড়া, তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা দুনিয়া ও আখিরাতে। আর বিধান তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

٧١- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ
اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ۖ
أَفَلَا تَسْمَعُونَ ○

৭১. বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্‌ ছাড়া এমন কোন ইলাহ্‌ আছে, যে তোমাদের আলো এনে দিতে পারে ? তবুও কি তোমরা শুনবে না।

রাত ও দিন আল্লাহ্‌রই নিয়ন্ত্রণে

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭২

٧٢- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ
عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ
تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ○

৭২. বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর দিনকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্‌ ছাড়া এমন কোন ইলাহ্‌ আছে, যে তোমাদের রাত এনে দিতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে ? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না ?

আল্লাহ্‌ই সৃষ্টিতে অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় তা সৃষ্টি করবেন সহজে

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ১৯

١٩- أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ

১৯. তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, আল্লাহ্‌ কিভাবে সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন,

তারপর তার পুনর্বার সৃষ্টি করবেন ? অবশ্য এটা আল্লাহ্‌র জন্য খুবই সহজ।

ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি রহস্য জানার জন্য পৃথিবীতে ভ্রমণ কর

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২০

২০. বলুন ঃ তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন ? তারপর আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করবেন শেষবারের সৃষ্টিও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٢٠- قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৮, ৯

৮. তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ্ তো আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং এক নির্দিষ্ট-কালের জন্য ? কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই রবের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।

٨- اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۫ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ○

৯. তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি ? করলে দেখতে পেত যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ হয়েছিল। তারা শক্তিতে ছিল এদের চাইতে প্রবল, তারা যমীন চাষ করত এবং তারা যমীন আবাদ করেছিল এরা যে পরিমাণ আবাদ করেছে তার চাইতে অধিক। আর তাদের কাছে এসেছিলেন তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে। আল্লাহ্ তো এমন নন যে, তাদের প্রতি যুলুম করতেন বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল।

٩- اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

পূর্ববর্তী লোকদের তাদের পাপের জন্য নানা ধরনের শাস্তি

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪০

৪০. তারপর আমি তাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ পাপের জন্য পাকড়াও করেছিলাম,

٤٠- فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْبِهٖ ۚ

فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তরবাহী প্রচণ্ড বায়ু, তাদের কাউকে পাকড়াও করেছিল বিকট শব্দ, তাদের কাউকে আমি ধসিয়ে দিয়েছিলাম ভূগর্ভে এবং তাদের কতককে আমি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম পানিতে, আল্লাহ্ এমন নন যে তাদের প্রতি যুলুম করেন, কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল।

যারা রিযিক মজুদ করে রাখে না, তাদেরও আল্লাহ্ রিযিক দেন

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬০

৬০. আর এমন অনেক প্রাণী আছে, যারা নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে রাখে না, আল্লাহ্ই তাদের রিযিক দান করেন এবং তোমাদেরও। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٦٠- وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

আল্লাহ্ই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেন

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬১

৬১. আর আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন ঃ কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন এবং কে নিয়ন্ত্রিত করেন সূর্য ও চন্দ্রকে ? তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ্। তা হলে তারা কোন দিকে উদভ্রান্তের মত ছুটছে!

٦١- وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

আল্লাহ্ই রিযিক হ্রাস বৃদ্ধি করেন

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬২

৬২. আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সীমিত করে দেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

٦٢- اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

আল্লাহ্‌ই আদি স্রষ্টা এবং তিনি পুনরায় সৃষ্টি করবেন

সূরা রূম, ৩০ ঃ ১১

১১. আল্লাহ্‌ই আদিতে সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনি তা আবার সৃষ্টি করবেন। এরপর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

١١-اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ
ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭

২৭. তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই তা পুনরায় সৃষ্টি করবেন, এটা তাঁর জন্য খুবই সহজ। আসমান ও যমীনে তাঁরই মর্যাদা সর্বোচ্চ। আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٢٧- وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ
وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ
وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

আল্লাহ্‌ই জীবিতকে মৃত থেকে মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। এভাবেই মৃত্যুর পর পুনরুত্থান করা হবে

সূরা রূম, ৩০ ঃ ১৯

১৯. আল্লাহ্‌ই বের করে আনেন জীবিতকে মৃত থেকে এবং তিনিই বের করে আনেন মৃতকে জীবিত থেকে আর তিনিই যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন। এভাবেই তোমাদের বের করে আনা হবে।

١٩-يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ○

আল্লাহ্‌ মানুষ থেকেই মানুষের স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মধ্যে ভালবাসা দিয়েছেন

সূরা রূম, ৩০ ঃ ২১

২১. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্যতম এই যে, তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে স্ত্রীদের, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ কর এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে সব লোকের জন্য যারা গভীরভাবে চিন্তা করে।

٢١-وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ
مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য আল্লাহ্‌রই

সূরা রূম, ৩০ ঃ ২২

২২. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমান ও যমীনের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন জ্ঞানবানদের জন্য।

٢٢- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ○

বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি আল্লাহ্‌র নিদর্শন

সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৪

২৪. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদের দেখিয়ে থাকেন বিদ্যুতের চমক, যাতে ভয়ও থাকে এবং আশাও থাকে। আর তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তা দিয়ে যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন বোধশক্তি-সম্পন্ন লোকদের জন্য।

٢٤- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ
خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ
مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

আসমান ও যমীন আল্লাহ্‌র আদেশে কায়েম রয়েছে, মৃত্যুর পর মানুষ কবর থেকে বেরিয়ে আসবে

সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৫

২৫. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আসমান ও যমীন কায়েম আছে। আবার যখন তিনি তোমাদের যমীন থেকে বের হয়ে আসার জন্য ডাকবেন, তখন তোমরা অমনি বেরিয়ে আসবে।

٢٥- وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ
وَ الْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ؕ
ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖۗ
مِّنَ الْاَرْضِ ۖۗ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ○

আসমান ও যমীনের সবই আল্লাহ্‌র

সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৬

২৬. আসমান ও যমীনে যারা আছে, তারা সবই তাঁর। সকলেই তাঁর অনুগত।

٢٦- وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ○

আল্লাহ্ স্বীয় ফিত্‌রাতের উপর মানুষ সৃষ্টি করেন। এতে কোন পরিবর্তন হয় না

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৩০

৩০. আর তুমি একাগ্রচিত্তে নিজেকে দীনে কায়েম রাখ। আল্লাহ্‌র প্রকৃতির অনুসরণ কর, যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল-সঠিক দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

٣٠- فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۭ
فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۭ
لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ڎ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

মানুষের কর্মের দরুণ পৃথিবীতে বিপর্যয় সংঘটিত হয়

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪১

৪১. স্থলভাবে ও জলভাগে মানুষের কৃতকর্মের দরুণ বিপর্যয় সংঘটিত হয়, যার দরুণ আল্লাহ্ তাদের কিছু কিছু কাজের শাস্তি তাদের আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।

٤١ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

বৃষ্টি বর্ষণের প্রক্রিয়া ও এর প্রভাব

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩

৪৮. আল্লাহ্‌ই বায়ু প্রেরণ করেন, তারপর বায়ু মেঘরাশিকে সঞ্চালিত করে। এরপর আল্লাহ্ মেঘরাশিকে যেমন ইচ্ছা আসমানের শূন্যমণ্ডলের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে দেন, আবার কখনো তা খণ্ড-বিখণ্ড করে দেন। ফলে তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে বের হয়ে আসে বৃষ্টিধারা। তিনি যখন তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তা পৌঁছে দেন তখন তারা আনন্দ করতে থাকে।

٤٨- اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا
فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَاۗءِ كَيْفَ يَشَاۗءُ
وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ
مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ
مَنْ يَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ
اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝

৪৯. আর যদিও তারা তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে নিরাশ ছিল।

٤٩- وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ
عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ۝

৫০. অতএব আল্লাহ্‌র রহমতের প্রভাব সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি যমীনকে জীবিত করেন তার মৃত্যুর

٥٠- فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ
كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ

পর। নিশ্চয় তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনিই সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

৫১. আর যদি আমি এমন বায়ু প্রেরণ করি, যার দরুণ তারা শস্যকে হলুদ বর্ণ দেখতে পায়, তবে তখন তারা অবশ্যই না-শোকরী করতে শুরু করে দেয়।

٥١- وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ○

৫২. অতএব আপনি তো মৃতদের শোনাতে পারবেন না এবং বধিরকেও আহবান শোনাতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়।

٥٢- فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ○

৫৩. আর আপনি অন্ধদেরও তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে পথে আনতে পারবেন না। আপনি তো কেবল তাদেরই শুনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতে ঈমান রাখে, আর তারা মেনেও চলে।

٥٣- وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ○

মানব জীবনের বিভিন্ন অবস্থা

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৪

৫৪. আল্লাহ্‌ই তোমাদের সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়। তারপর দুর্বলতার পরে তিনি শক্তি দেন, তারপর শক্তির পরে দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

٥٤- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ○

স্তম্ভ ছাড়া আসমান, যমীনে পর্বতমালা স্থাপন, জীব-জন্তু সৃষ্টি, বৃষ্টি বর্ষণ, উদ্ভিদ উৎপন্ন এ সবই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ১০, ১১

১০. আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন আসমান স্তম্ভ ব্যতিরেকে, তোমরা তা দেখছ। আর তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ়

١٠- خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ

পর্বতমালা, পাছে তা তোমাদের নিয়ে ঢলে পড়ে এবং এখানে সব ধরনের জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি এবং পৃথিবীতে উৎপন্ন করি সর্বপ্রকার উত্তম উদ্ভিদ।

وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ○

১১. এ হলো আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তোমরা আমাকে দেখাও, তিনি ছাড়া অন্যেরা কি কি সৃষ্টি করেছে। বস্তুত যালিমরা তো রয়েছে স্পষ্ট গুমরাহীতে।

١١- هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّٰلِمُونَ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ○

আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছেন

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ২০

২০. তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ্‌ই নিয়োজিত করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু আছে আসমানে ও যা কিছু আছে যমীনে এবং তোমাদের প্রতি পূর্ণ করে দিয়েছেন তাঁর নিয়ামত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য? মানুষের মধ্যে কেউ আছে যারা বিতণ্ডা করে আল্লাহ্ সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত, তাদের না আছে পথ-প্রদর্শক, আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।

٢٠- أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ ○

আসমান ও যমীনের স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ২৫, ২৬

২৫. আর আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

٢٥- وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

২৬. আল্লাহ্‌রই যা কিছু আছে আসমানে ও যমীনে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তিনি অভাবমুক্ত, অতি প্রশংসিত।

٢٦- لِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ○

আল্লাহ্‌র কথা বলে শেষ করার নয়

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ২৭

২৭. আর যদি পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ কলম হয়, আর যে সমুদ্র রয়েছে তার সাথে আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহ্‌র বাণী শেষ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٢٧- وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

মানবজাতির সৃষ্টি ও পুনর্জীবন এক ব্যক্তির সৃষ্টি ও পুনর্জীবনের ন্যায়

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ২৮

২৮. তোমাদের সৃষ্টি ও তোমাদের মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এক ব্যক্তির সৃষ্টি ও পুনর্জীবনের মতই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব শোনেন, সব দেখেন।

٢٨- مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ○

রাত ও দিনের পরিবর্তন, চন্দ্র সূর্যের পরিভ্রমণ আল্লাহ্‌রই নিয়ন্ত্রণে

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ২৯

২৯. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্‌ই রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান ও দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান? আর তিনি নিয়োজিত করে রেখেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

٢٩- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ز كُلٌّ يَّجْرِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

আল্লাহ্ সত্য এবং অন্য সব উপাস্য বাতিল

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ৩০

৩০. এগুলো প্রমাণ যে, আল্লাহ্‌ই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা মিথ্যা।

٣٠- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে নৌযান সমুদ্রে বিচরণ করে

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ৩১

৩১. আর আল্লাহ্ তিনি তো সমুচ্চ সুমহান। তুমি কি দেখ না যে, নৌযানগুলো সমুদ্রে বিচারণ করে আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহে, যাতে তিনি তোমাদেরকে দেখান তাঁর কিছু নিদর্শনাবলী ? নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক সবর ও শোকরগুজার ব্যক্তির জন্য।

٣١- اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

কিয়ামত, বৃষ্টিবর্ষণ, মাতৃগর্ভে যা আছে তা, ভবিষ্যতের উপার্জন এবং মৃত্যুর স্থানের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ৩৪

৩৪. নিশ্চয় আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে কিয়ামত সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং তিনিই বৃষ্টিবর্ষণ করেন, আর তিনিই জানেন– যা কিছু আছে গর্ভাধারে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে সে মারা যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন।

٣٤- اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ؕ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ؕ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌۢ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

সবকিছু আল্লাহ্ পরিচালনা করেন, হাশ্‌রের একদিন হবে দুনিয়ার হাজার বছরের সমান

সূরা সাজ্‌দা, ৩২ ঃ ৫

৫. তিনিই আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন, অবশেষে তা তাঁর সমীপে এমন একদিনে পৌঁছাবে, যার পরিমাণ হবে তোমাদের গণনানুযায়ী হাজার বছরের সমান।

٥- يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ○

মানব সৃষ্টির সূচনা মাটি দিয়ে, তার বংশধর শুক্র দিয়ে, তার মধ্যে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে রুহ্ সঞ্চার করা হয়, তাদের তিনি শ্রবণ, দর্শন ও অনুভূতি দান করেছেন

সূরা সাজ্‌দা, ৩২ ঃ ৬, ৭, ৮, ৯

৬. তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

৭. যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে অতি সুন্দররূপে সৃষ্টি করেছেন এবং মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি দিয়ে।

৮. তারপর তিনি মানুষের বংশধর সৃষ্টি করেন, নগন্য পানির নির্য্যাস থেকে।

৯. তারপর তিনি তাকে সুঠাম করেন এবং তাতে নিজের তরফ থেকে রুহ্ ফুঁকে দেন আর তোমাদের দান করেন কান, চোখ ও অন্তঃকরণ। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকর কর।

٦- ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

٧- الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ○

٨- ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ○

٩- ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

শুষ্ক ও পতিত যমীনে পানি প্রবাহিত করে আল্লাহ্ শস্য উৎপন্ন করেন

সূরা সাজ্‌দা, ৩২ ঃ ২৭

২৭. তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি শুষ্ক ও পতিত যমীনে পানি প্রবাহিত করি, তারপর তার সাহায্যে শষ্য উৎপন্ন করি, তা থেকে খায় তাদের চতুষ্পদ জন্তুরা এবং তারা নিজেরাও। তবুও কি তারা দেখে না?

٢٧- اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ۗ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ○

ঝঞ্ঝাবায়ূ ও অদৃশ্য বাহিনী প্রেরণ করে আল্লাহ্ সাহায্য করেন

সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ ঃ ৯

৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের উপর চড়াও হয়েছিল, তখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ূ এবং এমন এক বাহিনী

٩- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۗ

যাদের তোমরা দেখতে পাও নি। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ○

আসমান ও যমীনে যা কিছু হয়, আল্লাহ্ তা জানেন

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২

২. তিনি জানেন, যা কিছু প্রবেশ করে যমীনে এবং যা কিছু সেখান থেকে বের হয়ে আসে : আর যা কিছু আসমান থেকে নাযিল হয় এবং যা কিছু সেখানে উত্থিত হয়। তিনি পরম দয়ালু, পরম ক্ষমাশীল।

٢- يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا
وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ط
وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ○

কিয়ামত হবেই, আসমান ও যমীনের কোন কিছুই আল্লাহ্র অগোচর নয়

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩

৩. আর যারা কুফরী করেছে, তারা বলে, আমাদের কাছে কিয়ামত আসবে না। আপনি বলে দিন, হ্যাঁ, কসম আমার রবের! অবশ্যই তা তোমাদের উপর আসবে। তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, আসমান ও যমীনের অনুপরিমাণ বস্তুও তাঁর অগোচর নয়, কিম্বা তার চাইতে ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু। কিন্তু এসবই রয়েছে স্পষ্ট কিতাবে (আল-কুরআনে)।

٣- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ ط
قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ لا عٰلِمِ الْغَيْبِ ج
لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ
وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ
وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

পাহাড় ও পাখী আল্লাহ্র তাসবীহ্ করে, লোহা নরম হয় তাঁরই নির্দেশে

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১০, ১১

১০. আর আমি তো দাউদকে দিয়েছিলাম আমার তরফ থেকে মর্যাদা, বলেছিলাম, হে পর্বতমালা ! তোমরা দাউদের সাথে পুনঃপুনঃ আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং পক্ষী-কূলকেও এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলাম।

١٠- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ط
يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ج
وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ○

১১. তাকে বলেছিলাম ঃ তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম নির্মাণ কর এবং তা সংযোজন-কালে পরিমাপ ঠিক রাখ। আর তোমরা সবই নেককাজ কর, তোমরা যা কিছু কর আমি তো তার সম্যক দ্রষ্টা।

١١- اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۗ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

জিন্ ও বায়ূ আল্লাহ্‌র হুকুমে সুলায়মানের অনুগত হয়, সুলায়মানের জন্য গলিত তামার ঝর্ণা

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১২

১২. আর আমি সুলায়মানের জন্য বশীভূত করেছিলাম বায়ুকে, যা ভোরে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আর আমি তার জন্য প্রবাহিত করেছিলাম তরল তামার এক ঝর্ণা। জিন্‌দের মধ্যে থেকে কতকে তার রবের আদেশ তার সামনে কাজ করত। তাদের মধ্যে থেকে যে আমার আদেশ অমান্য করবে, তাকে আমি আস্বাদন করাব দোযখের শাস্তি।

١٢- وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ۗ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۗ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ○

জিন্‌রা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করত

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১৩

১৩. জিনেরা সুলায়মানের জন্য সে সব বস্তু নির্মাণ করত যা সে ইচ্ছা করত, যেমন-বৃহৎ দুর্গ, মূর্তি, চৌবাচ্চার ন্যায় বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর দৃঢ়ভাবে স্থাপিত বৃহৎ ডেগসমূহ। আমি বলেছিলাম ঃ হে দাউদ পরিবার! তোমরা কৃতজ্ঞতার সাথে কাজ করে যাও, আমার বান্দাদের মধ্যে খুব কমই কৃতজ্ঞ।

١٣- يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ۗ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ۗ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ ○

আল্লাহ্ বায়ু প্রেরণ করে মেঘ সঞ্চালিত করেন এবং তা দিয়ে মৃত যমীনকে সঞ্জীবিত করেন

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৯

৯. আর আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন, তারপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত

٩- وَاللّٰهُ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ

فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ
فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ
كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ○

করে। এরপর আমি তা পরিচালিত করি মৃত ভূখণ্ডের দিকে। পরে আমি তা দিয়ে যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করি। এমনিভাবেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে উঠান হবে।

মানুষ সৃষ্টির স্তর, গর্ভধারণ, প্রসব, আল্লাহ্‌রই জ্ঞানে আয়ু লাওহে-মাহ্‌ফূযে লিপিবদ্ধ

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১১

١١- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ
ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ
وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ
اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ؕ
اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

১১. আর আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে তারপর তোমাদের করেছেন জোড়া জোড়া। কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না তাঁর অজ্ঞাতসারে। আর কোন বয়স্ক ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না এবং তার আয়ু হ্রাসও করা হয় না, কিন্তু তা লিপিবদ্ধ রয়েছে লাওহে-মাহ্‌ফূযে। নিশ্চয় এ কাজ আলাহ্‌র পক্ষে খুবই সহজ।

সমুদ্র দু'ধরনের ঃ একটির পানি লোনা, অপরটির সুস্বাদু। প্রত্যেকটিতেই রয়েছে মাছ ও মণিমুক্তা এবং এতে নৌযান চলাচল করে

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১২

١٢- وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ ۖ
هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ
وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ
وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا
وَّ تَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ
وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا
مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

১২. আর সমুদ্র দু'টি সমান নয়—একটি তো মিঠাপানি বিশিষ্ট, পিপাসা নিবারণ-কারী, এর পানি পান করা সহজ আর অপরটি লবণাক্ত পানি বিশিষ্ট, বিস্বাদ। আর তোমরা প্রত্যেকটি থেকে টাট্‌কা গোশ্‌ত খাও এবং আহরণ কর মণি-মুক্তার অলংকার যা তোমরা পরিধান কর এবং তুমি দেখতে পাও তার বুক চিরে জাহাজ চলাচল করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে শোকর কর।

রাত দিনের পরিবর্তন ও চন্দ্র-সূর্যের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ্‌রই

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৩

১৩. তিনি প্রবেশ করান রাতকে দিনের মধ্যে এবং প্রবেশ করান দিনকে রাতের মধ্যে আর তিনি কাজে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, প্রত্যেকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব। সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তাঁকে ছেড়ে যাদের তোমরা ডাক, তারা তো খেজুরের আঁটির খোসারও মালিক নয়।

١٣- يُولِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَ يُولِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۙ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ وَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ○

আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষণ করে বিভিন্ন ফলমূল উৎপন্ন করেন আর পর্বতমালার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২৭

২৭. তুমি কি লক্ষ্য কর নি ? আল্লাহ্ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর আমি তা দিয়ে নানা বর্ণের ফল-ফুল উৎপন্ন করি। আর পর্বতমালারও রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ—সাদা, লাল ও ঘোর কাল।

٢٧- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ؕ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّ حُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيْبُ سُوْدٌ ○

মানুষ ও জীব জন্তুর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণ

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২৮

২৮ আর এরূপে মানুষ, বিভিন্ন প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তু নানা বর্ণের হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

٢٨- وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ؕ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ

আল্লাহ্ আসমান ও যমীন স্থিত রেখেছেন

সূর ফাতির, ৩৫ ঃ ৪১

৪১ নিশ্চয় আল্লাহ্ আসমান ও যমীনকে স্থিরভাবে ধরে রাখেন, পাছে তা

٤١- اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ

إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ○

স্থানচ্যুত হয় এ কারণে, যদি তা স্থানচ্যুত হয় তবে তিনি ছাড়া কে এদের ধরে রাখবে? নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় সহনশীল, পরম ক্ষমাশীল।

মৃত যমীনকে সঞ্জীবিত করা, সেখানে নানা ধরনের ফলমূল উৎপন্ন করা, রাত ও দিনের পরিবর্তন, চন্দ্র ও সূর্যের পরিভ্রমণ, গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথে বিচরণ এবং মানুষের আরোহণের জন্য যানবাহন সৃষ্টি—আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতের নিদর্শন

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ঃ ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২

٣٣- وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ○

৩৩ আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত যমীন, আমি তা সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, ফলে তা থেকে তারা খায়।

٣٤- وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ○

৩৪. আর আমি তাতে সৃষ্টি করেছি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং সেখানে প্রবাহিত করি ঝর্ণা,

٣٥- لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۚ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ○

৩৫. যাতে তারা এর ফলমূল থেকে খেতে পারে। আর তাদের হাত এসব সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা শোকর করবে না?

٣٦- سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৩৬. পবিত্র মহান আল্লাহ্, যিনি জোড়া-জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন উদ্ভিদ, মানুষ এবং যাদের জানা নাই তাদের প্রত্যেককে।

٣٧- وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ○

৩৭. আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন রাত্রি। তা থেকে আমি অপসারিত করি দিনকে, ফলে তখন তারা অন্ধকারে ঢুকে পড়ে,

٣٨- وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

৩৮. আর সূর্য চলতে থাকে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণ।

٣٩- وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ

৩৯. আর আমি চন্দ্রের জন্য নির্ধারিত করেছি বিভিন্ন মন্‌যিল। এমনকি তা ভ্রমণ

حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ○

শেষে ক্ষীণ হয়ে খেজুরের পুরাতন ডালের মত হয়ে যায়।

٤٠- لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ
الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ
وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○

৪০. সূর্যের সাধ্য নাই যে, সে চন্দ্রকে ধরে ফেলে এবং রাতও দিনের আগে ডিঙিয়ে যেত পারে না। প্রত্যেকে নির্ধারিত কক্ষে সন্তরণ করে।

٤١- وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ
فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ○

৪১. আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদের বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিয়ে ছিলাম,

٤٢- وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ
مَا يَرْكَبُوْنَ ○

৪২. আর আমি সৃষ্টি করেছি তাদের জন্য অনুরূপ যাতে তারা আরোহণ করে।

কিয়ামতের দিন মানুষের মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে, হাত ও পা কথা বলবে

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬৫

٦٥- اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ
وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ
وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

৬৫. আজ আমি এদের মুখে মোহর মেরে দেব, আর এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং এদের পা এদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।

আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে চোখ বিলোপ করে দিতে এবং আকৃতি পরিবর্তন করে দিতে পারেন

সূরা ইয়াসীন ৩৬ ঃ ৬৬, ৬৭

٦٦- وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ
فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ○

৬৬. আর আমি ইচ্ছা করলে এদের চোখগুলোকে বিলীন করে দিতাম, তখন তারা পথ চলতে চাইলে কেমন করে দেখতে পেত !

٦٧- وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ
فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا
وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ○

৬৭. আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দিতাম, তারা যেখানে আছে সেখানেই থেকে যেত, ফলে তারা সামনে এগুতে পারত না এবং পেছনেও ফিরে যেতে পারত না।

আল্লাহ্ যাকে দীর্ঘায়ু দান করেন, তাকে সৃষ্টিগত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেন

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬৮

৬৮. আর আমি যাকে দীর্ঘায়ু দান করি, তাকে ফিরিয়ে নেই সৃষ্টিগত পূর্বাবস্থায়। তবুও কি তারা বুঝে না!

٦٨- وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۚ
أَفَلَا يَعْقِلُونَ ○

আল্লাহ মানুষের জন্য নানা ধরনের জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন। এখন মানুষ তার মালিক। আল্লাহ্ এগুলোকে মানুষের বশীভূত করে দিয়েছেন। কতক তাদের বাহণ, আর কতক তাদের আহার্য, আরো অনেক উপকার এতে রয়েছে

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭১, ৭২,৭৩

৭১. তারা কি লক্ষ্য করে নি যে, আমি তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি আমার সৃষ্টিবস্তুসমূহের মধ্য থেকে চতুষ্পদ জন্তু-গুলোকে ? তারপর তারা এগুলোর মালিক হয়।

৭২. আর আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ফলে এদের তাদের বাহন এবং কতক তারা খায়।

৭৩. আর তাদের জন্য রয়েছে এগুলোর মধ্যে আরো অনেক উপকারিতা এবং নানা ধরনের পানীয়। তবুও কি তারা শোকর করবে না ?

٧١- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا
لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ
أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُونَ ○
٧٢- وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا
رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ○

٧٣- وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ
أَفَلَا يَشْكُرُونَ ○

আল্লাহ্ সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮০

৮০. তিনি সবুজ বৃক্ষ থেকে তোমাদের জন্য আগুন উৎপন্ন করেন, তারপর তোমরা তা থেকে আরো আগুন জ্বালাও।

٨٠- الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا
فَإِذَآ أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ ○

যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, যিনি এর অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮১

৮১. যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, যিনি কি অক্ষম নন–এদের অনুরূপ সৃষ্টি

٨١- أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ
بِقٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ

بَلٰى ۚ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○

করতে ? হাঁ, অবশ্যই সক্ষম। আর তিনি তো মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ্ যখন সৃষ্টি করতে চান, তখন বলেন, হও আর অমনি হয়ে যায়

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮২

٨٢- اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

৮২. বস্তুত তাঁর সৃষ্টি কার্য এরূপ যে, যখন তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাকে বলেন ঃ হও, আর অমনি তা হয়ে যায়।

সর্ববিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮৩

٨٣- فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৮৩. অতএব পবিত্র মহান তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে সর্ববিষয়ের সর্বময় ক্ষমতা। আর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

আল্লাহ্ এক। তিনি আসমান, যমীন এবং এর মাঝে যা আছে সব কিছুর রব। তিনি আসমান নক্ষত্র দিয়ে সুশোভিত করেছেন,তা সংরক্ষিত করেছেন শয়তান থেকে। তাদের বিতাড়নের জন্য উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়

সূরা সাফ্‌ফাত, ৩৭ ঃ ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১,

٤- اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ○

৪. নিশ্চয় তোমাদের ইলাহ্ এক।

٥- رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ○

৫. যিনি আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যস্থিত সব কিছুর রব এবং তিনি রব সকল উদয়স্থলের।

٦- اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ۨ الْكَوَاكِبِ ○

৬. নিশ্চয় আমি সুশোভিত করেছি নিকট-বর্তী আসমানকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দিয়ে,

٧- وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ○

৭. এবং সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে।

٨- لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ○

৮. ফলে, তারা ঊর্ধ্ব-জগতের কোন কিছু শুনতে পারে না এবং তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষিপ্ত হয় সব দিক থেকে,

৯. বিতাড়নের জন্য, এবং তাদের জন্য রয়েছে বিরামহীন শাস্তি।

٩- دُحُورًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝

১০. কিন্তু কোন শয়তান হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে, এক জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাৎ অনুসরণ করে।

١٠- اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝

১১. অতএব আপনি কাফিরদের জিজ্ঞাসা করুন, তারা সৃষ্টিতে অধিকতর মজবুত, না আমি অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা ? আমি তো তাদের সৃষ্টি করেছি এঁটেল মাটি থেকে।

١١- فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۝

আসমান ও যমীনের সৃষ্টি, রাত ও দিনের পরিবর্তন, চন্দ্র ও সূর্যের নিয়ন্ত্রণ এবং এ দু'য়ের পরিভ্রমণ, আল্লাহ্‌রই হাতে

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫

৫. আল্লাহ-ই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। তিনি রাত দিয়ে দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং দিন দিয়ে রাতকে আচ্ছাদিত করেন। আর তিনিই নিয়মাধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে। প্রত্যেকেই চলতে থাকবে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। জেনে রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

٥- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ۝

আল্লাহ্ এক ব্যক্তি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার স্ত্রীকে। তিনি ত্রিবিধ অন্ধকারের মধ্যে মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে মানুষ সৃষ্টি করেন, তিনি মানুষকে আট প্রকারের চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬

৬. তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে। তারপর তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের দিয়েছেন আট প্রকার চতুষ্পদ জন্তু। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন তোমাদের মাতৃগর্ভে ত্রিবিধ অন্ধকারের মধ্যে পর্যায়ক্রমে। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের

٦- خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ
فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ○

রব ; সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। অতএব কোথায় তোমরা ফিরে চলেছ ?

আল্লাহ্ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন তা দিয়ে যমীনে নানাবর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ২১

٢١- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً
فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ
ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ
فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ۚ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ○

২১. তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ্ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। তারপর তিনি তা প্রবেশ করান যমীনের প্রস্রবণসমূহের মধ্যে, এরপর তা দিয়ে তিনি নানা বর্ণের শস্য উৎপন্ন করেন, তারপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা হলুদ বর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তিনি তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে খড়-কুটায় পরিণত করেন? অবশ্য এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন জ্ঞানীদের জন্য।

আল্লাহ্ মৃত্যুর সময় জান কবয করেন এবং ঘুমের সময়ও। তবে যার মৃত্যুর ফয়সালা করেন, তার জান রেখে দেন এবং অন্যগুলো ছেড়ে দেন

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪২

٤٢- اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا
وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ۚ
فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ
وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

৪২. আল্লাহ-ই জান কবয করেন জীব-সমূহের তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদেরও নিদ্রার সময়। তারপর যার জন্য মৃত্যুর ফয়সালা করেন, তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অন্যগুলো এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। অবশ্য এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা, আসমান ও যমীনের কুঞ্জি তাঁর কাছে

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬২, ৬৩

٦٢- اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ ۚ
وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ○
٦٣- لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

৬২. আল্লাহ্ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সব কিছুর তত্ত্বাবধানকারী।

৬৩. তাঁরই কাছে আসমান যমীনের কুঞ্জি। আর যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অবিশ্বাস করে, তারাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত।

আল্লাহ্ মানুষের জন্য আসমান থেকে রিয্ক প্রেরণ করেন

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১৩

১৩. আল্লাহ্-ই তোমাদের দেখান তাঁর নিদর্শনাবলী এবং তিনিই তোমাদের জন্য আসমান থেকে রিয্ক প্রেরণ করেন। আর উপদেশ তো গ্রহণ করে কেবল সে-ই, যে আল্লাহ্ অভিমুখী।

١٣-هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ؕ وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ○

পূর্ববর্তীরা শক্তিতে ও কীর্তিতে ছিল প্রবলতর। তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছিল

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ২১

২১. তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখে নি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল ? তারা ছিল পৃথিবীতে এদের চাইতে অধিক প্রবল শক্তিতে ও কীর্তিতে। এরপর তাদের গুনাহের দরুণ আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করেন। আর আল্লাহ্র শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ ছিল না।

٢١- اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ اٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ○

আসমান ও যমীনের সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির চাইতে কঠিনতর

সূরা মু'মিন ৪০ ঃ ৫৭

৫৭. নিশ্চয় আসমান যমীনের সৃজন মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।

٥٧-لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

আল্লাহ্ যমীনকে করেছেন বাস উপযোগী এবং আসমানকে করেছেন ছাদ, আর মানুষকে দিয়েছেন সুন্দর আকৃতি ও উত্তম রিযিক

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬৪

৬৪. আল্লাহ্-ই সেই সত্তা, যিনি যমীনকে করেছেন তোমাদের জন্য বাসস্থান এবং আসমানকে করেছেন ছাদ। আর তিনি তোমাদের আকৃতি দান করেছেন এবং

٦٤-اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً وَّ صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ

وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

তোমাদের আকৃতিকে করেছেন অতি সুন্দর আর তিনিই তোমাদের দান করেছেন উত্তম রিযিক। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব। কত মহান আল্লাহ্ সারা জাহানের রব!

আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপর আলাক থেকে,তারপর তিনি তাদের করেন শিশু, যুবক এবং বৃদ্ধ। কতক পূর্বেই মারা যায়, আর কতক নির্দিষ্টকাল লাভ করে

সূরা মু'মিন ৪০ ঃ ৬৭, ৬৮

٦٧- هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

৬৭. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করছেন মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, এরপর আলাক থেকে, তারপর তোমাদের বের করেন শিশুরূপে, তারপর যেন তোমরা স্বীয় যৌবনে উপনীত হও, এরপর যেন তোমরা বৃদ্ধ হও। আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এর পূর্বেই মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং যেন তোমরা নির্ধারিত কাল পর্যন্ত পৌছ আর যাতে তোমরা অনুধাবন কর।

আল্লাহ্-ই জীবিত করেন ও মৃত্যু দেন এবং তাঁরই ইচ্ছায় সব কিছু হয়

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬৮

٦٨- هُوَ الَّذِىْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

৬৮. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। আর যখন তিনি কোন কাজ করতে চান, তখন তার জন্য শুধু বলেন ঃ হও, অমনি তা হয়ে যায়।

আল্লাহ্ মানুষের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। কতককে আরোহণের জন্য এবং কতক খাওয়ার জন্য আর তাতে রয়েছে নানাবিধ উপকার

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৭৯, ৮০

٧٩- اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○

৭৯. তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা এর কতকের উপর আরোহণ কর আর কতক তোমরা আহার কর।

٨٠- وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ○

৮০. আর তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে নানাবিধ উপকার। আর যেন তোমরা এতে আরোহণ করে তোমাদের অভীষ্ট প্রয়োজন পূর্ণ করতে পার। আর এগুলোর উপর এবং নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহণ করা হয়।

মহান আল্লাহ্ দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেন

সূরা হা-মীম আস্-সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ৯

٩- قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○

৯. বলুন, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী দু'দিনে, আর তোমরা কি তাঁর জন্য সমকক্ষ দাঁড় কর ? তিনিই সারা জাহানের রব।

পৃথিবীতে তিনি বরকতময় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং চারদিনে জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ১০

١٠- وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ۖ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ○

১০. আর তিনি স্থাপন করেছেন পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা এবং তাতে নিহিত রেখেছেন বরকত আর চারদিনের মধ্যে তাতে তার অধিবাসীদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, যা যাচ্‌নাকারীদের জন্য সমভাবে রয়েছে।

আসমান ছিল ধূম্রবৎ

সূরা হা-মীম আস্‌সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ১১

١١- ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۖ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ○

১১. তারপর তিনি আসমানের প্রতি মনোনিবেশ করেন, আর তা ছিল তখন ধূম্রবৎ। এরপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয় এসো স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা এলাম অনুগত হয়ে।

আল্লাহ্ দু'দিনে তাকে সাত আসমানে পরিণত করেন

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা, ৪১ ঃ ১২

১২. তারপর তিনি আসমানকে দু'দিনে সাত আসমানে পরিণত করেন এবং প্রত্যেক আসমানে তাঁর আদেশ প্রেরণ করেন। আর আমি সুশোভিত করেছি নিকটবর্তী আসমানকে নক্ষত্ররাজি দিয়ে এবং তাকে হিফাযত করেছি। এ হলো পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র ব্যবস্থাপনা।

١٢- فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ
فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ
سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا
بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ؕ
ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

আল্লাহ্র হুকুমে চোখ, কান ও চামড়া সাক্ষ্য দেবে

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা, ৪১ঃ ২০, ২১, ২২

২০. অবশেষে তারা যখন দোযখের কাছে পৌছাবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের চামড়া তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

٢٠- حَتّٰىٓ اِذَا مَا جَآءُوْهَا
شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ
بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

২১. জাহান্নামীরা তাদের চামড়াকে বলবে ঃ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন ? উত্তরে তারা বলবে, যে আল্লাহ্ সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

٢١- وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ؕ
قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ
اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ
وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ
وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

২২. আর তোমরা কোন কিছু গোপন করতে না, এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, তোমাদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না।

٢٢- وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ
عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ
وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ
لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নিদর্শন, এসব উপাস্য নয়, আল্লাহ্-ই একমাত্র উপাস্য

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্‌দা, ৪১ : ৩৭

৩৭. আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র, তোমরা সিজ্‌দা করো না সূর্যকে আর না চন্দ্রকে; তোমরা সিজ্‌দা কর আল্লাহ্‌কে, যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর।

٣٧- وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَ النَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ؕ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○

আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, তিনি মানুষ ও জন্তুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন তাদের বংশ বিস্তারের জন্য

সূরা শূরা, ৪২ : ১১

১১. আল্লাহ্-ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুরও জোড়া সৃষ্টি করেছেন, এভাবে জোড়া সৃষ্টি মাধ্যমে যিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।

١١- فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ مِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

আসমান ও যমীনের কুঞ্জি আল্লাহ্‌র কাছে, তিনি জীবিকা-হ্রাস বৃদ্ধি করেন

সূরা শূরা, ৪২ : ১২

১২. তাঁরই কাছে আসমান ও যমীনের কুঞ্জি। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রচুর রিযিক দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা সংকীর্ণ করে দেন, নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

١٢- لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

মানুষ নিরাশ হয়ে গেলে আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষণ করেন ও তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন

সূরা শূরা, ৪২ : ২৮

২৮. আল্লাহ্-ই বৃষ্টি বর্ষণ করেন মানুষ নিরাশ হয়ে হওয়ার পরে এবং তিনিই স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন। তিনি প্রকৃত অভিভাবক, অতিশয় প্রশংসার্হ।

٢٨- وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ ○

আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং এদু'য়ের মধ্যে প্রাণের সৃষ্টি আল্লাহর কুদ্‌রতের নিদর্শন

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২৯

২৯. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্যতম আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং এ দু'য়ের মঝে তিনি যে সব জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সে সব। তিনি যখনই ইচ্ছা এগুলোকে একত্র করতে সক্ষম।

٢٩-وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ○

আসমান ও যমীনের কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র। তিনি পুত্র ও কন্যা সন্তান দান করেন, কাউকে তিনি একই সাথে পুত্র-কন্যা দান করেন, আর কাউকে বন্ধ্যা করেন

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৪৯, ৫০

৪৯. আসমান ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র। তিনি সৃষ্টি করেন—যা তিনি চান। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন,

٤٩-لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ○

৫০. অথবা যাদেরকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

٥٠-اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

আল্লাহ্‌ই যমীনকে করেছেন বিছানা এবং সেখানে করে দিয়েছেন চলাচলের পথ

সূরা যুখ্‌রুফ, ৪৩ ঃ ১০

১০. যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা স্বরূপ করে দিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য করে দিয়েছেন যাতায়াতের পথ, যাতে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পাও।

١٠- الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

তিনি সব কিছুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানুষ আরোহণ করে

সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ১২, ১৩

১২. আর তিনি সৃষ্টি করেছেন সব কিছুর জোড়া এবং তিনিই সৃষ্টি করেছেন

١٢- وَالَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ

তোমাদের জন্য নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু যাতে তোমরা আরোহণ কর,

১৩. যে তোমরা তার পিঠের উপর আসন পেতে বসতে পার, তারপর তোমরা স্বীয় রবের নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা তার উপর স্থির হয়ে বস এবং বল ঃ পবিত্র মহান তিনি যিনি আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এসব, অন্যথায় আমরা তো এসব বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না।

لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ○

١٣- لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ
رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا
سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا
وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ○

আসমান ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে এবং তা মানুষকে কষ্ট দেবে

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ১০, ১১

১০. আর তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ,

১১. এবং তা আচ্ছন্ন করে ফেলবে মানুষকে। এটা হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

١٠- فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ
بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ○

١١- يَّغْشَى النَّاسَ ۭ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

আল্লাহ্ যথাযথভাবে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের ফল পেতে পারে

সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ২২

২২. আর আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জনের ফল পেতে পারে, আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

٢٢- وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ
بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

যারা প্রবৃত্তির দাস তাদের আল্লাহ্ গুমরাহ করেন। তারা পার্থিব জীবনকেই একমাত্র জীবন এবং কালের প্রবাহকে ধ্বংসের কারণ বলে মনে করে

সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ২৩, ২৪, ২৫

২৩, তুমি কি দেখেছ তাকে, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের মাবূদ বানিয়ে নিয়েছে ? আর আল্লাহ্ জেনেশুনে তাকে গুমরাহ করেছেন এবং মোহর মেরে দিয়েছেন তার কানে ও অন্তরের উপর আর রেখে

٢٣- اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ
وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى
سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ

غِشٰوَةً ۭ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ۭ
اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

দিয়েছেন পর্দা তার চোখের উপর। অতএব কে তাকে পথ দেখাবে আল্লাহ্‌র পরে ? এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না।

٢٤- وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ
اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ
مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ○

২৪. আর তারা বলে ঃ আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এবং কালের প্রবাহ-ই আমাদের ধ্বংস করে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা তো কেবল অনুমান করে বল।

মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার আল্লাহ্‌র নির্দেশ। সন্তান গর্ভে ধারণ ও দুধ-ছাড়ানোর সময় ত্রিশ মাস। আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও নেকআমল করার তাওফীক কামনা করা

সূরা আহ্‌কাফ, ৪৬ ঃ ১৫

١٥- وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
اِحْسَانًا ۭ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا
وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۭ
وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۭ
حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ
وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ
قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰي وَالِدَيَّ
وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ
وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ
اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ
مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

১৫, আর আমি নির্দেশ দিয়েছি মানুষকে তার মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে। তার মা তাকে গর্ভেধারণ করেছে বড় কষ্টের সাথে এবং তাকে প্রসব করেছে অতি কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভেধারণ করতে এবং প্রসবান্তে দুধ ছাড়াতে ত্রিশ মাস লেগেছে। এমন কি যখন সে স্বীয় যৌবনে উপনীত হয় এবং চল্লিশ বছর বয়সে পৌছে, তখন সে বলে ঃ হে আমার রব ! আপনি আমাকে তাওফীক দিন, আমি যেন আপনার সে নিয়ামতের শোকর করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার মাতাপিতাকে দান করেছেন এবং যেন আমি এমন নেককাজ করতে পারি, যা আপনি পসন্দ করেন। আর আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদের নেক্‌কার করুন। আমি আপনার দরবারে তাওবা করছি এবং আমি তো একজন মুসলিম।

পৃথিবীতে ভ্রমণ করা এবং পূর্ববর্তীদের পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ১০

১০. তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নি এবং দেখে নি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল ? আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম।

١٠-اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ز وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ○

আল্লাহ্‌র রীতি অপরিবর্তনীয়

সূরা ফাত্‌হ্, ৪৮ ঃ ২৩

২৩. আল্লাহ্‌র রীতি যা পূর্ব থেকে চলে আসছে, আপনি আল্লাহ্‌র রীতিতে কোনই পরিবর্তন পাবেন না।

٢٣-سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ○

আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন একজন নর ও একজন নারী থেকে এবং পরস্পরের পরিচয়ের জন্য তাদের বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করেছেন। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তাক্ওয়ার মহিমায়

সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ১৩

১৩. হে মানুষ! আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক হতে এবং তোমাদের পরিণত করেছি বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান সে ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছু জানেন, সব কিছু খবর রাখেন।

١٣-يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

সূরা কাফ্, ৫০ ঃ ৬

৬. তারা কি তাদের উপরস্থিত আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমি তা কিরূপে নির্মাণ করেছি এবং তা সুশোভিত করেছি আর তাতে নেই কোন ছিদ্রও ?

٦- اَفَلَمْ يَنْظُرُوْۤا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ○

তিনি যমীনকে বিস্তৃত করেছেন, সেখানে পর্বত স্থাপন করেছেন এবং বিভিন্ন উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছেন। এসব জ্ঞান আহরণের উপকরণ

সূরা কাফ, ৫০ ঃ ৭

৭. আর যমীন তা আমি বিস্তৃত করেছি এবং তাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় পর্বতমালা। আর তাতে উৎপন্ন করেছি সব ধরনের নয়ন প্রীতিকর বস্তু।

٧- وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا
وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْۢبَتْنَا
فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيْجٍ ○

আল্লাহ্ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে বাগ-বাগিচা, নানা ধরনের শস্য উৎপন্ন করেন মানুষের রিযিকের জন্য এবং তা দিয়ে মৃত যমীনকে সঞ্জীবিত করেন

সূরা কাফ, ৫০ ঃ ৮, ৯, ১০, ১১

৮. আল্লাহ্ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য জ্ঞান আহরণ ও উপদেশ গ্রহণের উপকরণ স্বরূপ।

৯. আর আমি আসমান থেকে বরকতময় পানি বর্ষণ করি এবং তা দিয়ে উৎপন্ন করি বাগ-বাগিচা ও কৃষিজাত শস্য।

১০. আর লম্বা লম্বা খেজুর গাছ, যাতে রয়েছে ঘন সন্নিবেশিত গুচ্ছ–

১১. আমার বান্দাদের রিযিকের জন্য। আর আমি বৃষ্টি দিয়ে সঞ্জীবিত করি মৃত জনপদকে। এভাবেই মৃতদের যমীন থেকে বের করে আনা হবে।

٨- تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى
لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ○

٩- وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا
فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ○

١٠- وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ○

١١- رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً
مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ○

অবশ্যই তোমাদের রিযিক রয়েছে আসমানে

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ২২, ২৩

২২. আর আসমানে রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং যা কিছু তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা-ও।

২৩. কসম আসমান ও যমীনের রবের ! এটা এমন সত্য, যেমন তোমরা পরস্পর বলছ।

٢٢- وَفِى السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ
وَمَا تُوْعَدُوْنَ ○

٢٣- فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ
اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ○

আল্লাহ্ আসমান সৃষ্টি করেছেন, যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছেন এবং সব কিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪৭, ৪৮, ৪৯

৪৭, আর আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আসমানকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি অবশ্যই মহাক্ষমতাশালী।

٤٧- وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ○

৪৮. আর আমি যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছি : কত সুন্দরভাবে আমি বিছিয়েছি!

٤٨- وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ

৪৯. আর প্রত্যেক বস্তু আমি সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।

٤٩- وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র। তিনিই ভাল ও মন্দ কাজের প্রতিফল দেন

সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ৩১

৩১. আর সবই আল্লাহ্‌র, যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে ; যাতে তিনি যারা মন্দকাজ করে তাদের কাজের প্রতিফল দেন এবং যারা ভাল কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার।

٣١- وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ○

আল্লাহ্ মহাক্ষমাশীল, তিনি মানুষকে মাটি থেকে, পরে ভ্রূণরূপে মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেন

সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ৩২

৩২. তারা এরূপ যে, কবীরাগুনাহ এবং অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে, সগীরা গুনাহ করলেও। নিশ্চয় আপনার রব মহা-ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভাল জানেন যখন তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তোমরা ভ্রূণরূপে তোমাদের মাতৃগর্ভে ছিলে ; অতএব তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করো না। তিনিই ভাল জানেন কে মুত্তাকী।

٣٢- اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ○

আল্লাহ্-ই হাঁসান, কাঁদান, মারেন, বাঁচান, সৃষ্টি করেন নর-নারী স্খলিত শুক্রবিন্দু থেকে। তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন। তিনিই অভাবগ্রস্থ করেন, সম্পদ দেন। তিনি লুব্ধকের মালিক। তিনিই ধ্বংস করেছেন—আদ, সামূদ, নূহ ও লূতের কাওমকে

সূরা যারিয়াত, ৫৩ঃ ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪

৪৩. আর আল্লাহ্, যিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান,

٤٣- وَاَنَّهٗ هُوَ اَضۡحَكَ وَاَبۡكٰى ۝

৪৪. আর তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান,

٤٤- وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحۡيَا ۝

৪৫. আর তিনিই সৃষ্টি করেন জোড়া নর ও নারী,

٤٥- وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوۡجَيۡنِ الذَّكَرَ وَالۡاُنۡثٰى ۝

৪৬. শুক্রবিন্দু থেকে, যখন তা স্খলিত হয়।

٤٦- مِنۡ نُّطۡفَةٍ اِذَا تُمۡنٰى ۝

৪৭. আর তাঁরই দায়িত্ব দ্বিতীয় বারের সৃষ্টি।

٤٧- وَاَنَّ عَلَيۡهِ النَّشۡاَةَ الۡاُخۡرٰى ۝

৪৮. আর তিনিই অভাবমুক্ত করেন এবং সম্পদ দান করেন,

٤٨- وَاَنَّهٗ هُوَ اَغۡنٰى وَاَقۡنٰى ۝

৪৯. এবং তিনি লুব্ধক (Sirius) নক্ষত্রের মালিক।

٤٩- وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعۡرٰى ۝

৫০. আর তিনিই ধ্বংস করেছেন প্রাচীন আদ কাওমকে

٥٠- وَاَنَّهٗۤ اَهۡلَكَ عَادَا ۨالۡاُوۡلٰى ۝

৫১. এবং সামূদ সম্প্রদায়কেও কাউকে তিনি ছাড়েন নি

٥١- وَثَمُوۡدَاۡ فَمَاۤ اَبۡقٰى ۝

৫২. আর এদের পূর্বে নূহের কাওমকেও। তারা তো ছিল বড় যালিম, অতিশয় অবাধ্য।

٥٢- وَقَوۡمَ نُوۡحٍ مِّنۡ قَبۡلُ ؕ اِنَّهُمۡ كَانُوۡا هُمۡ اَظۡلَمَ وَاَطۡغٰى ۝

৫৩. আর তিনিই লূতের সম্প্রদায়ের উপড়ান জনপদকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেন,

٥٣- وَالۡمُؤۡتَفِكَةَ اَهۡوٰى ۝

৫৪. ফলে, সে জনপদকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, যা আচ্ছন্ন করার।

٥٤- فَغَشّٰىهَا مَا غَشّٰى ۝

কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১

১. কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে আর চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।

١- اِقۡتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانۡشَقَّ الۡقَمَرُ ۝

www.almodina.com

নূহের মহা-প্লাবনের বর্ণনা

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

১১. আর আমি খুলে দিলাম আসমানের দরজাসমূহ মুশলধারে বারি বর্ষণের মাধ্যমে,

١١- فَفَتَحْنَآ أَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ○

১২. এবং যমীন থেকে জারি করে দিলাম ফোয়ারসমূহ ; তারপর আসমান ও যমীনের পানি মিলিত হলো এক অবধারিত ব্যাপারের জন্য।

١٢- وَّفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ○

১৩. আর আমি নূহ্‌কে আরোহণ করালাম তখ্‌তা ও পেরেক নির্মিত এক নৌযানে,

١٣- وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ○

১৪ যা চলত আমার চোখের সামনে। এ ছিল পুরস্কার তার জন্য যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

١٤- تَجْرِيْ بِأَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ○

নূহের কিস্‌তী এখনও বিদ্যমান

সূরা কামার,৫৪ ঃ ১৫

১৫. আর আমি একে নিদর্শন হিসাবে রেখে দিয়েছি, অতএব আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী ?

١٥- وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

কাওমে আদের উপর আযাবের বিবরণ

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১৯, ২০

১৯. আমি তো আদ সম্প্রদায়ের উপর পাঠিয়েছিলাম এক প্রচণ্ড ঝটিকা, এক নিরবচ্ছিন্ন অশুভ দিনে,

١٩- إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ○

২০. যা মানুষকে এমনভাবে উপড়িয়ে ফেলেছিল, যেন তারা উৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ড।

٢٠- تَنْزِعُ النَّاسَ ۙ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ○

কাওমে সামূদের উপর আযাবের বর্ণনা

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৩১

৩১. আমি তো প্রেরণ করেছিলেন সামূদ কাওমের উপর এক বিকট ধ্বনি, ফলে

٣١- إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً

তারা হয়ে যায় খোয়াড় নির্মাণকারীর দলিত শুষ্ক তৃণ ও বৃক্ষের শাখা প্রশাখার ন্যায়।

فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ○

কাওমে লূতের উপর আযাবের বর্ণনা

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৩৪

৩৪. আমি তো প্রেরণ করেছিলাম লূতের কাওমের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী প্রচণ্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়। তাদের আমি রক্ষা করেছিলাম রাতের শেষ প্রহরে।

٣٤- اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ○

আল্লাহ্ সব কিছু নির্ধারিত পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর আদেশ চোখের পলকের ন্যায়

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৪৯, ৫০

৪৯. আমি তো সৃষ্টি করেছি প্রত্যেক বস্তু নির্ধারিত পরিমাণে,

٤٩- اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ○

৫০. আর আমার আদেশ তো এক মুহূর্তের ব্যাপার, চোখের পলকের মত।

٥٠- وَمَآ اَمْرُنَآ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ○

জিন্ ও মানবকে প্রদত্ত আল্লাহ্র নিয়ামতের বর্ণনা

সূরা আর-রাহ্মান, ৫৫ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫,

১. পরম করুণাময় আল্লাহ্,

١- اَلرَّحْمٰنُ ○

২. তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন,

٢- عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ○

৩. তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ,

٣- خَلَقَ الْاِنْسَانَ ○

৪. তিনিই তাকে শিক্ষা দিয়েছেন কথা বলতে,

٤- عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○

৫, সূর্য ও চন্দ্র হিসাব মত আবর্তন করে,

٥- اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ○

৬. আর তৃণলতা ও বৃক্ষ উভয়ই তাঁর সিজ্দা করে,

٦- وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ○

৭. আর তিনি আসমানকে সুউচ্চ করেছেন এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড,

٧- وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ○

৮. যেন তোমরা পরিমাপে কমবেশী না কর।

٨- اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ○

৯. আর তোমরা ওযন কায়েম কর ইনসাফের সাথে এবং ওযনে ও পরিমাপে কম দিও না।

٩- وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ○

১০. আর তিনিই স্থাপন করেছেন যমীনকে সৃষ্ট জীবের জন্য,

١٠- وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ○

১১. তাতে রয়েছে নানা প্রকার ফলমূল এবং খেজুর গাছ–যার ফল খোসাযুক্ত,

١١- فِيْهَا فَاكِهَةٌ ۙ
وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ○

১২. এবং খোসা বিশিষ্ট শষ্যদানা ও সুগন্ধযুক্ত গুল্ম।

١٢- وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ○

১৩. অতএব, হে জিন্ ও মানব ! তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে ?

١٣- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

১৪. তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পোড়া মাটির পাত্রের মত শুক্নো মাটি থেকে,

١٤- خَلَقَ الْاِنْسَانَ
مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ○

১৫. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন জিন্কে ধূম্রহীন অগ্নিশিখা থেকে।

١٥- وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ○

১৬. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে ?

١٦- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

১৭. তিনি দুই উদয়াচলের রব এবং দুই অস্তাচলের রব।

١٧- رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ○

১৮. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে ?

١٨- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

১৯. তিনি মুক্তভাবে প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া, যারা পরস্পর মিলে থাকে,

١٩- مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ○

২০. কিন্তু উভয়ের মাঝে রয়েছে এক পর্দা, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।

٢٠- بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ○

২১. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে ?

٢١- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

২২. উভয় দরিয়া হতে বের হয়ে থাকে মুক্তা ও প্রবাল।	٢٢- يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ○
২৩. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে ?	٢٣- فَبِأَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○
২৪. আর দরিয়ায় বিচরণশীল পর্বত সদৃশ জাহাজসমূহ তাঁরই আয়ত্তাধীন।	٢٤- وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ○
২৫. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে	٢٥- فَبِأَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া আসমান ও যমীনের সীমানা অতিক্রম করা সম্ভব নয়

মুরা আর-রাহ্মান, ৫৫ ঃ ৩৩

৩৩. হে জিন্ ও মানুষ ! যদি তোমাদের ক্ষমতা থাকে আসমান ও যমীনের সীমা অতিক্রম করে বের হয়ে যাওয়ার, তবে বের হয়ে যাও, কিন্তু ক্ষমতা ব্যতিরেকে তোমরা বের হতে পারবে না।	٣٣- يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ○

মহান আল্লাহ্র সৃষ্টি বৈচিত্রের বর্ণনা

সূরা ওয়াকিয়াহ্, ৫৬ ঃ ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪,

৫৭. আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছ না ?	٥٧- نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ○
৫৮. তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমরা যে বীর্যপাত কর সে সম্বন্ধে ?	٥٨- اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ○
৫৯. তোমরা কি তা সৃষ্টি কর, না আমি তার স্রষ্টা ?	٥٩- ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ○
৬০. আমিই তোমাদের মাঝে মৃত্যু নির্ধারিত করে রেখেছি এবং আমি অক্ষম নই–	٦٠- نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ○
৬১. যে, তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের মত অন্যদের নিয়ে আসি এবং তোমাদের এমন আকৃতিতে বানিয়ে দেই, যা তোমরা জান না।	٦١- عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِىْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৬২. আর তোমরা তো প্রথমবারের সৃষ্টি সম্বন্ধে জানতে পেরেছ, তবে কেন অনুধাবন কর না ?

٦٢- وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

৬৩. তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ কি ?

٦٣- اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ○

৬৪. তোমরা কি তা অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি ?

٦٤- ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ○

৬৫. আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে অবশ্যই তা খড়-কুটায় পরিণত করে দিতে পারি ; তখন তোমরা হয়ে পড়বে হতবুদ্ধি।

٦٥- لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ○

৬৬. বলবে ঃ আমরা তো ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছি,

٦٦- اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ○

৬৭. বরং আমরা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হলাম।

٦٧- بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ○

৬৮. তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ কি ?

٦٨- اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ○

৬৯. তোমরা কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি তার বর্ষণকারী ?

٦٩- ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ○

৭০. যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে তা করে দিতে পারি তিক্ত বিস্বাদ। তবুও কেন তোমরা শোকর কর না ?

٧٠- لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ○

৭১. তোমরা যে আগুন জ্বালাও, সে সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ কি ?

٧١- اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ ○

৭২. তোমরাই কি তার বৃক্ষ সৃষ্টি করেছ, না আমি এর স্রষ্টা ?

٧٢- ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَاۤ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ ○

৭৩. আমি একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের জন্য হিতকর বস্তু।

٧٣- نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّ مَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ○

৭৪. অতএব আপনি আপনার মহান রবের নামে তাস্‌বীহ্ পাঠ করুন।

٧٤- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ○

কিয়ামতের দিন কেউ কারো উপকারে আসবে না। শয়তান থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ৩৩

৩৩. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর এবং ভয় কর সে দিনের,

٣٣- يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا

যেদিন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবে না এবং সন্তানও কোন উপকারে আসবে না তার পিতার। আল্লাহ্‌র ওয়াদা তো সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং প্রবঞ্চক শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।	يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ز وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ط اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا قف وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ○

আল্লাহ্ সব কিছুর নিয়ন্ত্রণকারী, কিয়ামতের দিনের পরিমাণ হবে হাজার বছরের সমান

সূরা সাজ্‌দা, ৩২ ঃ ৫, ৬

৫. তিনি আসমান হতে যমীন পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন; এরপর একদিন সব কিছু তাঁর নিকট পৌছাবে যে দিনের পরিমাপ হবে তোমাদের হিসাবে হাজার বছর।	٥- يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ○
৬. তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	٦- ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

আল্লাহ্ উত্তমরূপে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেন, পরে তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পানি থেকে

সূরা সাজ্‌দা, ৩২ ঃ ৭, ৮

৭. যিনি উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রত্যেক সৃষ্টিকে এবং মাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন।	٧- الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ○
৮. এরপর তিনি তার বংশধরকে সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস হতে।	٨- ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ○

দেহ সৃষ্টির পর আল্লাহ্ তাতে রূহ্ ফূঁকে দেন। আল্লাহ্ চোখ, কান ও অন্তরকরণ সৃষ্টি করেছেন

সূরা সাজ্‌দা, ৩২ ঃ ৯

৯. পরে তিনি তাকে সুঠাম করেন এবং তাতে ফূঁকে দেন তাঁর তরফ থেকে	٩- ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ

রূহ্। আর তিনি তোমাদের দিয়েছেন কান, চোখ ও অন্তঃকরণ। তোমরা খুব কমই শোকর করে থাক!

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ
قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা তোমাদের প্রাণ বের করবে এবং তোমরা তোমাদের রবের নিকট ফিরে যাবে

সূরা সাজ্‌দা, ৩২ ঃ ১১

১১. বলুন ঃ তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে, অবশেষে তোমাদেরকে তোমাদের রবের নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে।

١١- قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ
وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ
تُرْجَعُوْنَ ○

আল্লাহ্ শুষ্ক যমীনে পানি প্রবাহিত করে শষ্য উৎপন্ন করেন

সূরা সাজ্‌দা, ৩২ ঃ ২৭

২৭. তারা কি লক্ষ্য করে না, আমি শুষ্ক ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে এর সাহায্যে উৎপন্ন করি শস্য, যা থেকে তাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলো এবং তারা নিজেরা খায়; তবুও কি তারা দেখে না?

٢٧- اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ
اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ
فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ
وَاَنْفُسُهُمْ ؕ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ○

আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের সব কিছুর মালিক

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১

১. সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি যা কিছু আছে এক আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে সব কিছুর মালিক এবং আখিরাতেও। সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত।

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ؕ
وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

আল্লাহ্ জানেন, যা যমীন ও আসমানে আছে

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২

২. তিনি জানেন, যা যমীনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়; আর যা আসমান থেকে নাযিল হয় এবং যা কিছু তাতে উত্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, অতিশয় ক্ষমাশীল।

٢- يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ○

কিয়ামত অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে। তিনি অদৃশ্যের জ্ঞাতা। আসমান ও যমীনের সবকিছুই তাঁর গোচরীভূত

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩

৩. আর কাফিররা বলে ঃ আমাদের নিকট কিয়ামত আসবে না। আপনি বলুন ঃ আসবেই, শপথ আমার রবের! নিশ্চয় তা তোমাদের উপর আসবে। তিনি অদৃশ্যের জ্ঞাতা। আসমান ও যমীনে তাঁর আগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু, কিম্বা তার চাইতে ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু–এ সবই আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

٣- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ ۖ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ○

আল্লাহ্ নেক্‌কারদের পুরস্কৃত করবেন

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪

৪. ইহা এ জন্য যে, তিনি পুরস্কৃত করবেন তাদের, যারা ঈমান আনে ও নেক-আমল করে। এদেরই জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্‌ক রয়েছে।

٤- لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ○

আর আল্লাহ্ বদ্‌কারদের দেবেন কঠোর শাস্তি

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৫

৫. আর যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক কঠোর শাস্তি।

٥- وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ ○

আল-কুরআন সত্য, যা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে পথ নির্দেশক

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৬

৬. যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা জানে যে, যা আপনার রবের তরফ থেকে আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে–তা সত্য : ইহা পরাক্রমশালী সর্বগুণে গুণান্বিত আল্লাহ্‌র পথ প্রদর্শন করে।

٦- وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِيٓ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِيٓ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ○

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৭

৭. আর কাফিররা বলে ঃ আমরা কি তোমাদের এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেব, যে তোমাদের বলে, তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লেও তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবেই ?

٧- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ○

যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তারা বিভ্রান্তিতে রয়েছে

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৮

৮. তবে কি এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, অথবা সে কি উন্মাদ ? বস্তুত যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

٨- أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ○

দাউদের সঙ্গে পর্বতমালা ও পাখীরা আল্লাহ্‌র তাসবীহ্‌ করত

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১০

১০. আর আমি দিয়েছিলাম দাউদকে আমার তরফ থেকে উৎকৃষ্ট নিয়ামত এবং আদেশ করেছিলাম ঃ হে পর্বতমালা ! তোমরা দাউদের সঙ্গে বারবার আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং পাখীদেরকেও। আর আমি তার জন্য লোহাকে নরম করেছিলাম।

١٠- وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ○

আল্লাহ্ দাউদের জন্য বর্ম তৈরীর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলেন

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১১

১১. বলেছিলাম ঃ তুমি পূর্ণমাপের বর্ম তৈরী কর এবং বুননে পরিমাপের প্রতি লক্ষ্য রাখ। আর তোমরা সকলে নেককাজ কর। তোমরা যা কিছু কর আমি তার সম্যক দ্রষ্টা।

١١- اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ
فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ
اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

আল্লাহ্ সুলায়মানের জন্য বাতাসকে বশীভূত করেন এবং তাঁর জন্য গলিত তামার ঝর্ণা প্রবাহিত করেন আর জিন্‌রা তাঁর বশীভূত ছিল

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১২

১২. আর আমি সুলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ, আর আমি তার জন্য গলিত তামার ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলাম। আর জিনদের কতক এমন ছিল, যারা তার সামনে কাজ করত, তার রবের নির্দেশে। আর তাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে, তাকে আমি জ্বলন্ত অগ্নি-শাস্তি আস্বাদন করাব।

١٢- وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ
غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ
وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ
وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ
وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ
مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝

আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১৩

১৩. তারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাওযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ নির্মাণ করত। আমি বলেছিলাম ঃ হে দাউদের বংশধরগণ! কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ করতে থাক। আর আমার বান্দাদের মাঝে অল্পই কৃতজ্ঞ।

١٣- يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ
وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ
اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ
وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ۝

জিনেরা গায়েবের খবর জানে না

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১৪

১৪. এরপর যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন জিন্‌দেরকে তার মৃত্যু বিষয় জানায় কেবল মাটির পোকা, যা তার লাঠি খাচ্ছিল। আর যখন সে পড়ে গেল, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, তারা যদি গায়েব জানত, তাহলে তারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না।

١٤- فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ
عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ
تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ
أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ
مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ○

আল্লাহ্‌র আয়াত অস্বীকারকারীদের শাস্তি

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৮

৩৮. যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করবে, তাদেরকে আযাবের মধ্যে হাযির করা হবে।

٣٨- وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ
أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ○

আল্লাহ্ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনিই গায়েবের মালিক

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪৮, ৪৯

৪৮. আপনি বলুন ঃ আমার রব সত্যের দ্বারা অসত্যকে আঘাত করেন। তিনি অদৃশ্যের জ্ঞাতা।

٤٨- قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

৪৯. বলুন ঃ সত্য এসেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে, আর না পারে পুনরাবৃত্তি করতে।

٤٩- قُلْ جَاءَ الْحَقُّ
وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ○

আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, তিনিই সর্বশক্তিমান

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১

১. সমস্ত প্রশংসা আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌রই—যিনি বাণীবাহক করেন ফিরিশ্‌তাদেরকে যারা দুই-দুই, তিন-তিন অথবা চার-চার ডানা বিশিষ্ট,

١- الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ
مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ

তিনি সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

আল্লাহ্‌র রহমত দানকারী এবং বন্ধকারী

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২

২. আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন রহমত অবারিত করে দিলে কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারে না, আর যা তিনি বন্ধ করে দেন, পরে কেউ তার উন্মুক্তকারী নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٢- مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ
فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ
فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

আল্লাহ্ রিয্‌কদাতা তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩

৩. হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র যে সব নিয়ামত রয়েছে তা স্মরণ কর। আল্লাহ্ ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে, যে আসমান ও যমীন হতে তোমাদের রিযিক দান করে ? তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। অতএব, কোথায় তোমরা ফিরে যাচ্ছ ?

٣- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ
يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ
لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ○

পার্থিব জীবন ধোঁকা প্রবঞ্চনাময়, শয়তান প্রতারিত করে মানুষকে জাহান্নামে নিতে চায়

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৫, ৬

৫. হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক (শয়তান) যেন কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদের প্রতারিত না করে।

৬. নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলকে কেবল এজন্যই আহবান করে, যেন তারা জাহান্নামী হয়।

٥- يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ
حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ
وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ○

٦- إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ
إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا
مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ○

www.almodina.com

মন্দকাজ ও ভালকাজ সমান নয়, আল্লাহ্ সৎপথের হিদায়েত দেন

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৮

৮. কাউকে যদি তার মন্দকাজ শোভন করে দেখান হয় এবং সে তাকে উত্তম মনে করে, সে ব্যক্তি কি তার সমান–যে সৎকর্ম করে ? বস্তুত আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। অতএব, তাদের জন্য আক্ষেপ করে আপনার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন, যা তারা করে।

٨- اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ؕ
فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ
وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ
فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

আল্লাহ্ মৃত যমীনকে জীবিত করেন। এভাবেই পুনরুত্থান হবে

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৯

৯. আর আল্লাহ্ই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। এরপর আমি তা শুষ্ক যমীনের দিকে পরিচালিত করি, তারপর আমি তা দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। পুনরুত্থান এরূপেই হবে!

٩- وَاللّٰهُ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ
فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ
فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ
كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝

উত্তম কথা ও কাজ আল্লাহ্র দরবারে পৌছে থাকে। আর মন্দকাজের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১০

১০. কেউ সম্মান ও ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক, সকল সম্মান ও ক্ষমতা তো আল্লাহ্রই। উত্তম কথা তাঁরই দরবার পর্যন্ত পৌছে থাকে এবং উত্তম কাজ তাকে তাঁর নিকট পৌছে দেয় আর যারা মন্দকাজের ফন্দি আঁটে, তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। আর তাদের ষড়যন্ত্র তো ব্যর্থ হবেই।

١٠- مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ
جَمِيْعًا ؕ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ
وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيْدٌ ؕ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ۝

আল্লাহ্ মাটি থেকে আদমকে সৃষ্টি করেন, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে জোড়াজোড়া সৃষ্টি করেন। নারীর গর্ভধারণ ও কারো আয়ু হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। আল্লাহ্ লাওহে মাহফূযে সব সংরক্ষিত রেখেছেন

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১১

১১. আল্লাহ্ তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর শুক্রবিন্দু হতে, তারপর তোমাদের জোড়া-জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসব ও করে না। আর কোন ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না এবং তার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তা তো রয়েছে লাওহে মাহফূযে। ইহা আল্লাহ্র জন্য সহজ।

١١- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ
ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ
وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ
اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

আল্লাহ্ সুমিষ্ট পানি ও লোনা পানি সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে টাটকা মাছ ও মণিমুক্তা সৃষ্টি করেছেন। সেখানে নৌযান ও চলাচল করে

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১২

১২. দারিয়া দু'টি একরূপ নয়—একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা খর, আর তোমরা প্রত্যেকটি হতে টাটকা গোশ্ত খাও এবং অলংকার বের করে নেও, যা তোমরা পরিধান কর। আর তুমি নৌকাগুলোকে তাতে দেখতে পাচ্ছ—পানিকে বিদীর্ণ করে চলাচল করছে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

١٢- وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ ۖ
هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا
مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا
وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ
وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا
مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

আল্লাহ্ দিন ও রাত সৃষ্টি করেছেন, সূর্য ও চন্দ্রকে তিনিই নিয়ন্ত্রিত করেন সুতরাং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা কারো ইবাদত করবে না

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৩

১৩. আল্লাহ্ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের

١٣- يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ

فِي الَّيْلِ ۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ
كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ
لَهُ الْمُلْكُ ۗ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ۝

মধ্যে। আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে রত রেখেছেন; প্রত্যেকে চলতে থাকবে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। তিনি আল্লাহ্, তোমাদের রব। সার্বভৌমত্ব তাঁরই। আর তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ডাক, তারা তো খেজুরের আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়।

আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। তিনি সৃষ্টি ও ধ্বংসের মালিক

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৫, ১৬, ১৭

١٥- يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ
وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

১৫. হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ, তিনি তো অভাবমুক্ত, সর্বগুণে গুণান্বিত।

١٦- اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ
وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝

১৬. যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদের ধ্বংস করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি আনতে পারেন।

١٧- وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ۝

১৭. আর এরূপ করা আল্লাহ্র পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

কিয়ামতের দিন কেউ কারো পাপের বোঝা বহণ করবে না। যারা সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ্কে ভয় করে–তারাই মুক্তি পাবে

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৮

١٨- وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۗ
وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا
لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ
وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۗ
اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۗ
وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ۗ
وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝

১৮. আর কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না, এবং যদি কোন বোঝা বহনকারী কাউকে তার বোঝা বহন করার জন্যে আহবান করে, তবে তার কিছুই বহণ করা হবে না--নিকট আত্মীয় হলেও। আপনি তো কেবল তাদের সতর্ক করতে পারেন, যারা তাদের রবকে না দেখে ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে। আর যে কেউ নিজকে পরিশুদ্ধ করে, সে তো পরিশুদ্ধ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্রই নিকট।

অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান, আলো ও আধার, ছায়া ও রোদ, হায়াত ও মাউত সমান নয়

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৯, ২০, ২১, ২২

১৯. আর সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি,

২০. আর না অন্ধকার ও আলো,

২১. আর না ছায়া ও রৌদ্র,

২২. এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান এবং আপনি তাদের শুনাতে সক্ষম নন যারা কবরে রয়েছে।

١٩- وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ○
٢٠- وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ○
٢١- وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ○
٢٢- وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاۤءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ؕ
إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاۤءُ ۚ
وَمَاۤ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ○

সব কাওমের কাছে আল্লাহ্ সতর্ককারী পাঠান। যারা নবীদের অস্বীকার করেছিল, আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেন

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

২৩. আপনি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।

২৪. আমি তো আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী-রূপে। এমন কোন সম্প্রদায় নেই, যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নি।

২৫. আর যদি এরা আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তাদের পূর্ববর্তীরাও তো মিথ্যা আরোপ করেছিল। তাদের নিকট এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থাদি ও উজ্জ্বল কিতাবসহ।

২৬. এরপর আমি কাফিরদের পাকড়াও করে-ছিলাম, কী ভয়ংকর ছিল আমার শাস্তি!

٢٣- إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيْرٌ ○
٢٤- إِنَّاۤ أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ
بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ؕ وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ
إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ○
٢٥- وَإِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ○
٢٦- ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ○

আল্লাহ্ই আসমান ও যমীনের সংরাক্ষণকারী

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪১

৪১. নিশ্চয় আল্লাহ্ই আসমান ও যমীনকে স্থিরভাবে ধরে রাখেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়। এরা স্থান-চ্যুত হলে

٤١- إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ
أَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَاۤ

তিনি ব্যতীত কে এদের সংরক্ষণ করবে? তিনি অতিশয় সহনশীল, পরম ক্ষমাশীল।

اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। তিনি পূর্ববর্তী যালিম কাওমদের ধ্বংস করেন, যারা এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল। কোন কিছুই আল্লাহ্‌কে অক্ষম করতে পারে না

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪৪

৪৪. আর তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি ? তাহলে তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা দেখতে পেত। তারা তো ছিল এদের অপেক্ষা অধিকতর বলশালী। আল্লাহ্ এমন নন যে, আসমান ও যমীনের কোন কিছু তাঁকে অক্ষম করতে পারে। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

٤٤- اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَىْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ○

আল্লাহ্ মানুষকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অবকাশ দেন। সময় শেষ হলে আল্লাহ্ পাকড়াও করেন

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪৫

৪৫. আর যদি আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। এরপর যখন তাদের সেই নির্দিষ্ট সময় এসে পৌঁছবে, তখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের নিজেই দেখে নেবেন।

٤٥- وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ○

আল্লাহ্ মৃতকে জীবন দান করবেন। প্রত্যেক ব্যক্তির আমলনামা সংরক্ষিত থাকছে

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ১২

১২. আমিই মৃতকে জীবিত করব। আর আমি লিখে রাখছি–যা তারা আগে,

١٢- اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا

وَاٰثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ○

পাঠায় এবং যা তারা পেছনে রেখে যায়। আর আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।

আল্লাহ্ মৃত যমীনকে সঞ্জীবিত করেন এবং তাতে শস্য, খেজুর, আঙ্গুরের বাগান ফলমূল সৃষ্টি করেন, যা মানুষ ভক্ষণ করে

সূরা ইয়াসীন ৩৬ ঃ ৩৩, ৩৪, ৩৫

٣٣- وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ○

৩৩. তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত যমীন, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য, যা থেকে তারা আহার করে।

٣٤- وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ○

৩৪. আর আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং তাতে প্রবাহিত করি প্রস্রবণসমূহ,

٣٥- لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۗ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ○

৩৫. যাতে তারা আহার করতে পারে এর ফলমূল হতে, অথচ তাদের হাত তা সৃষ্টি করে নি। তবুও কি তারা শোকর আদায় করবে না ?

আল্লাহ্ সব কিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৬

٣٦- سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৩৬. পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না--তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়।

আল্লাহ্ সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁরই নির্দেশে চলমান

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৮, ৩৯

٣٨- وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۗ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

৩৮. আর সূর্য ভ্রমণ করে এর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, ইহা মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ;

٣٩- وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ

৩৯. এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল; অবশেষে তা শুষ্ক, বক্র

পুরাতন খেজুর শাখার আকার ধারণ করে।	حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ○

সূর্য-চন্দ্রের নাগাল পায় না এবং রাত দিনকে অতিক্রম করতে পারে না

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৪০

৪০. সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা, আর প্রত্যেকেই নিজনিজ কক্ষে সন্তরণ করে।	٤٠- لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○

মহান আল্লাহ্ নৌকা এবং এর অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছেন, যা মানুষ ব্যবহার করে। এসবই তাঁর দান

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

৪১. তাদের এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদেরকে ভরা নৌকায় আরোহণ করিয়েছি,	٤١- وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ○
৪২. আর আমি তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে।	٤٢- وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ○
৪৩. আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি, সে অবস্থায় তারা কোন সাহায্যকারী পাবে না এবং তারা মুক্তিও পাবে না—	٤٣- وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ○
৪৪. তবে আমার অনুগ্রহ না হলে এবং কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে না দিলে।	٤٤- اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ○

শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হলে সবাই হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। ইহা আল্লাহ্র ওয়াদা, যা বাস্তবায়িত হবেই

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫

৫১. আর যখন শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের রবের দিকে দ্রুত ছুটে আসবে।	٥١- وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ○

৫২. তারা বলবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের কে আমাদেরকে আমাদের কবর থেকে উঠাল ? ইহা তাই, দয়াময় আল্লাহ্ যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন। কিয়ামতের দিন সব মানুষকে আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত করা হবে এবং প্রতিফল দেয়া হবে

٥٢- قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ○

৫৩. তা হবে কেবল এক মহানাদ, তখনই তাদের সকলকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে,

٥٣- اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ○

৫৪. আজ কারো প্রতি কোন যুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করতে, কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে।

٥٤- فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৫৫. এই দিন জান্নাতবাসিগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে।

٥٥- اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ○

জান্নাতীরা তাদের স্ত্রীসহ সেখানে থাকবে। আহার করবে ফলমূল এবং যা চাইবে, তা পাবে। তাদের জন্য বলা হবে–সালাম

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫৬, ৫৭, ৫৮

৫৬. তারা ও তাদের সঙ্গিনীরা সুশীতল ছায়ায়, সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে।

٥٦- هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ○

৫৭. সেখানে থাকবে তাদের জন্য ফলমূল এবং তারা যা কিছু চাইবে, তা লাভ করবে।

٥٧- لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ○

৫৮. পরম দয়ালু রবের পক্ষ হতে তাদের বলা হবে 'সালাম।'

٥٨- سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ○

সেদিন পাপীরা আলাদা হয়ে যাবে

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫৯, ৬০

৫৯. আর বলা হবে ঃ 'হে পাপীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।'

٥٩- وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ○

৬০. হে বনী আদম! আমি কি তোমদেরকে নির্দেশ দেই নি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না ? কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

٦٠- اَلَمۡ اَعۡهَدۡ اِلَیۡکُمۡ یٰبَنِیۡۤ اٰدَمَ اَنۡ لَّا تَعۡبُدُوا الشَّیۡطٰنَ ۚ اِنَّہٗ لَکُمۡ عَدُوٌّ مُّبِیۡنٌ ○

হে বনী আদম! আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, শয়তানের নয়। কারণ, সে তোমাদের জাহান্নামে নিয়ে যাবে

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪

৬১. আর আমারই ইবাদত কর; এই সরল সঠিক পথ।

٦١- وَّ اَنِ اعۡبُدُوۡنِیۡ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسۡتَقِیۡمٌ ○

৬২. শয়তান তো তোমাদের মধ্য হতে বহু লোককে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?

٦٢- وَ لَقَدۡ اَضَلَّ مِنۡکُمۡ جِبِلًّا کَثِیۡرًا ؕ اَفَلَمۡ تَکُوۡنُوۡا تَعۡقِلُوۡنَ ○

৬৩. এ-তো সেই জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদের দেয়া হত।

٦٣- هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِیۡ کُنۡتُمۡ تُوۡعَدُوۡنَ ○

৬৪. আজ তোমাদের কুফরীর কারণে এতে প্রবেশ কর।

٦٤- اِصۡلَوۡهَا الۡیَوۡمَ بِمَا کُنۡتُمۡ تَکۡفُرُوۡنَ ○

কিয়ামতের দিন মানুষের মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে এবং তাদের হাত ও পা সাক্ষ্য দেবে

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬৫

৬৫. আজ আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দেব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দেবে যা কিছু তারা করত।

٦٥- اَلۡیَوۡمَ نَخۡتِمُ عَلٰۤی اَفۡوَاهِهِمۡ وَ تُکَلِّمُنَاۤ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ تَشۡهَدُ اَرۡجُلُهُمۡ بِمَا کَانُوۡا یَکۡسِبُوۡنَ ○

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা করলে চোখের আলো কেড়ে নিতে পারেন, আকৃতি পরিবর্তন করে দিতে পারেন

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬৬, ৬৭

৬৬. যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে তাদের চক্ষুসমূহ বিলীন করে দিতাম, তখন তারা পথ চলতে চাইলে কিরূপে দেখতে পেত ?

٦٦- وَ لَوۡ نَشَآءُ لَطَمَسۡنَا عَلٰۤی اَعۡیُنِهِمۡ فَاسۡتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰی یُبۡصِرُوۡنَ ○

৬৭. আর আমি ইচ্ছা করলে তাদের স্ব-স্ব স্থানে, তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দিতে পারতাম; ফলে তারা চলতে পারত না এবং ফিরেও আসতে পারত না।

٦٧- وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ○

আল্লাহ্ যার আয়ু বৃদ্ধি করে দেন, তার আচার আচরণে ও গঠনে অবনতি ঘটান

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬৮

৬৮. আর আমি যার আয়ু বৃদ্ধি করে দেই, তার স্বাভাবিক গঠনে অবনতি ঘটাই। তবুও কি তারা বুঝে না ?

٦٨- وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ○

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কবি ছিলেন না। কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী, যাতে সুসংবাদ ও সতর্কবাণী রয়েছে

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬৯, ৭০

৬৯. আমি রাসূলকে কবিতা শিক্ষা দেই নি এবং তা তাঁর জন্য শোভণীয় নয়। এটা তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন।

٦٩- وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ○

৭০. যাতে তিনি সতর্ক করতে পারেন জীবিতগণকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হতে পারে।

٧٠- لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

আল্লাহ্ মানুষের জন্য চতুষ্পদ জন্তু ও অন্যান্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের অনুগত করে দিয়েছেন। এদের কতক তাদের বাহন এবং কতককে তারা আহার করে

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭১, ৭২, ৭৩

৭১. তারা কি লক্ষ্য করে না যে, নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুদের মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি চতুষ্পদ জন্তু এবং তারাই এ গুলোর অধিকারী ?

٧١- اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ○

৭২. আর আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। এগুলোর কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে।

٧٢- وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ۝

৭৩. আর তাদের জন্য এগুলোতে আছে বহু উপকারিতা এবং পানীয় বস্তু। তবুও কি তারা শোকর আদায় করবে না?

٧٣- وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۚ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۝

আল্লাহ্ ছাড়া যারা অন্যদের ইবাদত করে, কিয়ামতের দিন তাদের কেউ কোন সাহায্য করবে না

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৪, ৭৫, ৭৬

৭৪. তারা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করেছে–এই আশায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

٧٤- وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

৭৫. এ সব ইলাহ্ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়, এদেরকে তাদের বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হবে।

٧٥- لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ۝

৭৬. অতএব তাদের কথা যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়। আমি তো জানি––যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে।

٧٦- فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝

আল্লাহ্ মানুষকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন। অথচ সে আল্লাহ্‌কে ভুলে যায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৭, ৭৮

৭৭. মানুষ কি জানে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী!

٧٧- اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝

৭৮. আর সে আমার ব্যাপারে উপমা রচনা করে। অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়! সে বলে, অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে, যখন তা পঁচে-গলে যাবে?

٧٨- وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ۗ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ۝

আল্লাহ্ মৃত্যুর পর আবার জীবিত করবেন

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৯

৭৯. আপনি বলুন ঃ তিনিই এর মাঝে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার করবেন, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।

٧٩- قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ۙ ○

আল্লাহ্ই পুনরায় যমীন ও আসমান সৃষ্টি করবেন

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮১

৮১. আর যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন ? হাঁ, নিশ্চয়ই। তিনি তো মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

٨١- اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ
بَلٰى ق وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○

আল্লাহ্ যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে চান, তখন বলেন ঃ হও, অমনি তা হয়ে যায়

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮২

৮২. বস্তুত তাঁর সৃষ্টিকার্য এরূপ যে, তিনি যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাকে বলেন ঃ 'হও' অমনি তা হয়ে যায়।

٨٢- اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ
شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

সকলকে আল্লাহ্র কাছে ফিরে যেতে হবে

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮৩

৮৩. অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে সর্ববিষয়ের সর্বময় ক্ষমতা এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

٨٣- فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ
شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

তোমাদের ইলাহ্ এক। যিনি আসমান-যমীন সব কিছুর রব। তিনি আসমানকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ৪, ৫, ৬

৪. নিশ্চয় তোমদের ইলাহ্ এক।

٤- اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ○

৫. যিনি আসমান ও যমীন এবং এদু'য়ের মাঝে অবস্থিত সব কিছু রব। আর তিনি রব উদয় স্থানসমূহেরও।

٥- رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ○

৬. আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি।

٦- اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ۨالْكَوَاكِبِ ○

আল্লাহ্ দুষ্ট শয়তান থেকে উর্ধজগতকে সুরক্ষিত করেছেন

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ৭, ৮, ৯, ১০

৭. এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান হতে।

٧- وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ○

৮. ফলে তারা উর্ধ জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হতে–

٨- لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ○

৯. বিতাড়ণের জন্য এবং তাদের জন্য রয়েছে অনন্ত শাস্তি।

٩- دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ○

১০. তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদধাবন করে।

١٠- اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ○

আল্লাহ্ মানুষকে আঠাল মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ১১, ১২

১১. অতএব আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করুন ঃ তারাই সৃষ্টিতে অধিকতর মজবুত, না আমার সৃষ্ট এসব পদার্থ ? আমি তাদেরকে আঠাল মাটি হতে সৃষ্টি করেছি।

١١- فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ○

১২. বরং আপনি তো আশ্চর্যবোধ করেন, অথচ তারা বিদ্রুপ করে।

١٢- بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ○

কাফিররা উপদেশ গ্রহণ করে না, বরং তারা আল্লাহ্র নিদর্শন দেখে বিদ্রুপ করে

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ১৩, ১৪, ১৫,

১৩. আর যখন তাদের উপদেশ দেয়া হয়, তখন তারা তা গ্রহণ করে না।

١٣- وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ○

১৪. আর যখন তারা কোন নিদর্শন দেখে, তখন তারা তা নিয়ে বিদ্রূপ করে। ١٤- وَإِذَا رَأَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ○

১৫. এবং বলে ঃ এটা তো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়। ١٥- وَقَالُوْٓا إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

কফিররা বলে ঃ আমরা মারা গেলে এবং মাটি ও হাঁড়ে পরিণত হলে কিভাবে পুনরুত্থিত হব ?

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ১৬, ১৭, ১৮

১৬. যখন আমরা মারা যাব এবং মাটি ও হাঁড়ে পরিণত হবো, তখন ও কি আমাদের জীবিত করে উঠানো হবে ? ١٦- ءَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَإِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ○

১৭. এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও ? ١٧- أَوَ اٰبَآؤُنَا الْأَوَّلُوْنَ ○

১৮. আপনি বলুন ঃ হাঁ, এবং তোমরা অপদস্থও হবে। ١٨- قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ○

যেদিন বিকট শব্দে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন তারা বলবে ঃ এই তো সে বিচারের দিন

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ১৯, ২০, ২১

১৯. উহা কেবল তো একটি বিকট শব্দ, আর তখনই তারা প্রত্যক্ষ করবে– ١٩- فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ○

২০. এবং তারা বলবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের ! এটাই তো সেই বিচারের দিন। ٢٠- وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ○

২১. বলা হবে ঃ এটাই সেই ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে। ٢١- هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ○

কুরআনের শপথ! মক্কার কাফিররা-এর বিরোধিতা করছে। তাদের পূর্বে অনেক কাফির সম্প্রদায়কে আমি ধ্বংস করেছি

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ১, ২, ৩

১. সাদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের! ١- صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِي الذِّكْرِ ○

২. কিন্তু এই কাফিরেরা উদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে।

٢-بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ○

৩. তাদের পূর্বে আমি বহু জনগোষ্ঠিকে ধ্বংস করেছি; তখন তারা আর্তচিৎকার করেছিল। কিন্তু তখন মুক্তি লাভের সময় ছিল না।

٣- كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ○

মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যাদুকর, মিথ্যাবাদী বলে এবং তাঁর নবুওয়াতকে অস্বীকার করে

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ৪, ৫, ৬, ৭

৪. এই কাফিররা এজন্য বিস্ময়বোধ করছে যে, তাদের নিকট তাদের মধ্য হতে একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী এসেছে। আর কাফিররা বলে, এ তো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী।

٤-وَعَجِبُوْا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ز وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ○

৫. সে কি বহু ইলাহের পরিবর্তে এক ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে ? এ তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!

٥- اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ○

৬. আর সেই কাফিরদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির এই বলে সরে পড়ে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতাদের পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক। নিশ্চয় এই ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক।

٦- وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ ○

৭. আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শোনি নি। ইহা এক মনগড়া উক্তিমাত্র!

٧-مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ○

মক্কার কাফিররা শিংগাধ্বনির অপেক্ষা করছে এবং কিয়ামত অস্বীকার করে এখানেই শাস্তি চাচ্ছে

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ১৫, ১৬

১৫. আর কাফিররা তো অপেক্ষা করছে এক বিকট চিৎকারের, যাতে কোন বিরাম থাকবে না।

١٥-وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ○

১৬. তারা আরো বলে ঃ হে আমাদের রব ! আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে বিচারের দিনের আগে-শীঘ্র দিয়ে দাও না!

١٦- وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ○

আল্লাহ্ আসমান, যমীন এবং এর মাঝে অবস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেন নি

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ২৭

২৭. আর আমি আসমান, যমীন এবং উভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করি নি। এ তাদের কল্পনা মাত্র–যারা কাফির। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

٢٧- وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ○

যারা মু'মিন এবং যারা বেঈমান, তারা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সমান নয়

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ২৮

২৮. যারা ঈমান আনে এবং নেকআমল করে ; আর যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, আমি কি তাদেরকে সম গণ্য করব ? আমি কি মুত্তাকীগণকে পাপিষ্ঠদের সমান গণ্য করব ?

٢٨- أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ○

আল্লাহ্ কুরআনকে উপদেশ স্বরূপ নাযিল করেছেন

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ২৯

২৯. এ কুরআন একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে মানুষ-এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ।

٢٩- كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ○

আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক ও পরাক্রমশালী। যিনি আসমান, যমীনের অবস্থিত সব কিছুর রব

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮

৬৫. আপনি বলুন ঃ আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্ ব্যতীত, যিনি এক, প্রবল পরাক্রমশালী।

٦٥- قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

৬৬. যিনি রব আসমানসমূহ ও যমীনের এবং এ দু'য়ের মাঝে অবস্থিত সব কিছুর, যিনি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।	٦٦-رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ○
৬৭. আপনি বলুন ঃ এটি এক মহান সংবাদ,	٦٧-قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ ○
৬৮. যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে!	٦٨-اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ ○

ফিরিশ্‌তাদের বাদানুবাদ আমি জানাতাম না। ওহী মারফত আল্লাহ্ আমাকে এখবর দিয়েছেন

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ৬৯, ৭০

৬৯. উর্ধজগতে ফিরিশতাদের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না।	٦٩-مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍۭ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰٓى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ○
৭০. আমার নিকট তো কেবল এই ওহীই আসে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।	٧٠-اِنْ يُّوْحٰٓى اِلَيَّ اِلَّآ اَنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করব এবং তাতে আমার রূহ্ ফুঁকে দেব, তোমরা তাকে সিজ্‌দা করবে। ফিরিশ্‌তাগণ সিজ্‌দা করেন, কিন্তু ইব্‌লীস অস্বীকার করে

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪

৭১. স্মরণ করুন, তোমার রব ফিরিশ্‌তাদের বলেছিলেন ঃ আমি মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করব,	٧١-اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ○
৭২. যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তার মধ্যে আমার রূহ্ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজ্‌দাবনত হবে।	٧٢-فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○
৭৩. তখন ফিরিশতারা সকলেই সিজ্‌দাবনত হল–	٧٣-فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ○
৭৪. কেবল ইব্‌লীস ব্যতীত, সে অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল।	٧٤-اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○

আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করলাম, তুমি তাকে কেন সিজ্দা করলে না ?

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ৭৫

৭৫. আল্লাহ্ তা'আলা বাললেন ঃ হে ইব্লীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজ্দাবনত হতে কিসে তোমাকে বাধা দিল ? তুমি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি অতি মর্যাদাসম্পন্ন ?

٧٥- قَالَ يَٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ○

সে বলে ঃ আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ! ফলে আল্লাহ্ তাকে লানত দেন এবং জান্নাত থেকে বের করে দেন

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ৭৬, ৭৭

৭৬. সে বলল ঃ আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন তাকে মাটি থেকে।

٧٦- قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ○

৭৭. আল্লাহ্ বললেন ঃ তুই এখান হতে বের হয়ে যা, নিশ্চয় তুই বিতাড়িত হলি।

٧٧- قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ○

ইব্লীস কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ চায়। আল্লাহ্ তাকে অবকাশ দেন

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১

৭৮. আর তোর প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত আমার লানত থাকবে।

٧٨- وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ○

৭৯. সে বলল ঃ হে আমার রব! আপনি আমাকে অবকাশ দিন কিয়ামতের দিন পর্যন্ত।

٧٩- قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ○

৮০. আল্লাহ্ বললেন ঃ তবে তোকে অবকাশ দেয়া হল–

٨٠- قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ○

৮১. নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।

٨١- إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ○

ইব্লীস কসম করে বলে ঃ আপনার একনিষ্ঠ বান্দা ছাড়া আমি সকলকে পথভ্রষ্ট করব

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ৮২, ৮৩, ৮৪

৮২. সে বললো ঃ আপনার ইয্যতের শপথ। আমি তাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করবই,

٨٢- قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

৮৩. তবে আপনার সেই বান্দাগণ ব্যতীত— যারা একনিষ্ঠ।

٨٣- إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝

৮৪. আল্লাহ্ বললেন ঃ আমি সত্য বলছি, আর আমি সত্যই বলে থাকি।

٨٤- قَالَ فَالْحَقُّ ۘ وَالْحَقَّ أَقُولُ ۝

আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি তোর এবং তোর অনুসারীদের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ৮৫

৮৫. অবশ্যই আমি তোকে দিয়ে এবং তাদের মধ্য থেকে যারা তোর অনুসরণ করবে, তাদের সকলকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব।

٨٥- لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ
وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

আল-কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ। আমি এর কোন বিনিময় চাই না। এতে বর্ণিত পুরস্কার ও শাস্তির খবর তোমরা কিছুকাল পরেই জানবে

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ৮৬, ৮৭, ৮৮

৮৬. আপনি বলুন ঃ আমি তোমাদের নিকট কুরআন প্রচারের বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবী করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।

٨٦- قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۝

৮৭. এ কুরআন তো বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ মাত্র।

٨٧- إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

৮৮. আর তোমরা অবশ্যই জানবে এর খবর কিছুকাল পরেই।

٨٨- وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ۝

আল্লাহ্ আসমান, যমীন, দিন-রাত, সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫

৫. আল্লাহ্ আসমান ও যমীনকে যথাযথ-ভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দিয়ে

٥- خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ

يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهَارَ
عَلَى الَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ؕ
كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ
اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ○

দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং দিন দিয়ে রাতকে আচ্ছাদিত করেন। আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন। ফলে প্রত্যেকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে। জেনে রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

আল্লাহ্ আদম থেকে সকলকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আট ধরনের জন্তু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ মানুষকে মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬

٦- خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ
ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ
يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ
خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ
ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ
لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ○

৬. তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে। এরপর তিনি তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হতে আট প্রকারের নর-মাদী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেন। তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের রব; সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

আল্লাহ্ মৃত্যুর সময় এবং নিদ্রার সময়ও মানুষের রূহ্ কব্‌য করেন

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪২

٤٢- اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا
وَ الَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ۚ
فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ
وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰۤى اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

৪২. আল্লাহ্ই মানুষের জান কব্‌য করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যার মৃত্যু আসেনি তার আত্মাও নিদ্রা সময়, এরপর যার জন্য তিনি মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন, তার আত্মা তিনি রেখে দেন এবং অবশিষ্ট আত্মাগুলোকে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফিরিয়ে দেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

www.almodina.com

আল্লাহ্ বান্দাদের ব্যাপারে ফয়সালা করবেন

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪৬

৪৬. আপনি বলুন ঃ হে আল্লাহ্! আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! আপনার বান্দাগণ যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, আপনি তাদের মধ্যে এর ফয়সালা করে দিবেন।

٤٦- قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

আল্লাহ্‌র রহমত হতে নিরাশ হবে না। তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। আর শাস্তি আসার পূর্বে তাঁর অভিমুখী হও

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫৩, ৫৪

৫৩. আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ বলেন ঃ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥٣- قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

৫৪. আর তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর, তোমাদের নিকট আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমাদের সাহায্য করা হবে না।

٥٤- وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ○

আল্লাহ্‌কে অস্বীকারকারীদের মুখ কিয়ামতের দিন কালো হবে এবং তারা জাহান্নামে যাবে

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬০

৬০. যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, আপনি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?

٦٠- وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ○

মুত্তাকীরা জান্নাতে যাবে

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬১

৬১. আল্লাহ্ মুত্তাকীদের নাজাত দেবেন তাদের সাফল্যসহ। কোন প্রকার কষ্ট তাদের স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিত ও হবে না।

٦١- وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ز
لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

আল্লাহ্ আসমান যমীনের সব কিছুর স্রষ্টা। যারা এসব অস্বীকার করে,তারা ধ্বংস হবে

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬২, ৬৩

৬২. আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর কর্মবিধায়ক।

٦٢- اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ ز
وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ○

৬৩. আসমান ও যমীনের কুঞ্জি তাঁরই নিকট। আর যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করে. তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

٦٣- لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

যারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থির করবে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৪, ৬৫, ৬৬

৬৪. আপনি বলুন ঃ হে মুর্খের দল! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে বলছ ?

٦٤- قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّىْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا
الْجٰهِلُوْنَ ○

৬৫. আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্বে যে সমস্ত নবী অতীত হয়েছেন তাদের প্রতিও এই ওহী করা হয়েছে যে, 'তুমি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম তো বিফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।

٦٥- وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ج
لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৬৬. বরং তুমি আল্লাহ্‌রই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও।"

٦٦- بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

কিয়ামতের দিন পৃথিবী থাকবে আল্লাহ্‌র হাতের মুঠোয় এবং আসমানও

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৭

৬৭. আর তারা আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান করে না; অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত

٦٧- وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ق

وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ
سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আসমান থাকবে গুটানো তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যা শরীক করে তিনি তা থেকে অনেক ঊর্ধে।

প্রথমবারের শিংগা ধ্বনিতে সবই ধ্বংস হবে এবং দ্বিতীয়বারের শিংগা ধ্বনিতে সবাই জীবিত হবে ও হাশর ময়দানে উপস্থিত হবে

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৮, ৬৯

٦٨- وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ
فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ
اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى
فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ○

৬৮. আর শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনের সকলে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে; তবে আল্লাহ্ যাদের ইচ্ছা করতেন তারা ব্যতীত। এরপর আবার শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।

٦٩- وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا
وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِاْىْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ
وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

৬৯. আর যমীন তার রবের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা পেশ করা হবে এবং নবী ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে, আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

সূরা কাফ, ৫০ ঃ ২০, ২১, ২২, ২৩, ৪১, ৪২

٢٠- وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ○

২০. আর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। এটা হবে আযাবের দিন।

٢١- وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ
مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ○

২১. সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি এভাবে উপস্থিত হবে যে, তার সাথে থাকবে একজন পরিচালক ও একজন সাক্ষী।

٢٢- لَقَدْ كُنْتَ فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا
فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ
فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ○

২২. তুমি তো এদিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার নিকট থেকে আমি আবরণ সরিয়ে দিয়েছি। ফলে, আজ তোমার দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ।

٢٣- وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ ○

২৩. তার সঙ্গী ফিরিশ্তা বলবে ঃ এই তো তোমার আমলনামা আমার কাছে প্রস্তুত।

৪১. শোন, যেদিন এক আহবানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহবান করবে,

৪২. যেদিন মানুষ সেই ভয়াবহ আওয়াজ শুনতে পাবে, সেদিনই কবর থেকে বের হওয়ার দিন।

٤١- وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ
مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ○
٤٢- يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ
ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ○

কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির আমলমানামা পেশ করা হবে, নবী ও সাক্ষীগণ উপস্থিত থাকবে এবং ন্যায়বিচার করা হবে

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭০

৭০. আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

٧٠- وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ○

কিয়ামতের দিন কাফিরদের তাড়িয়ে জাহান্নামে নেয়া হবে, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭১, ৭২

৭১. আর কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নেয়া হবে। যখন তারা জাহান্নামের নিকট পৌঁছবে, তখন এর দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের দ্বাররক্ষীগণ তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য থেকে কোন রাসূল আসেন নি, যারা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাতেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের এ দিনের আগমন সম্বন্ধে সতর্ক করতেন ? তারা বলবে ঃ হাঁ, অবশ্য এসেছিলেন। বস্তুত কাফিরদের উপর শাস্তির কথা সাব্যস্ত হয়ে আছে।

৭২. তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে প্রবেশ

٧١- وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ
حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا
وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ
مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ
آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ
لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ
قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ
عَلَى الْكَافِرِينَ ○

٧٢- قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

فِيهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ○

কর, তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল!

কিয়ামতের দিন মুত্তাকীদের জান্নাতে নেয়া হবে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭৩, ৭৪

٧٣- وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ○

৭৩. যারা তাদের রবকে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের নিকট পৌঁছবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে, তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য।

٧٤- وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ○

৭৪. তারা সেখানে প্রবেশ করে বলবে ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন এবং আমাদেরকে জান্নাতের যমীনের মালিক করে দিয়েছেন। ফলে আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। আর কত উত্তম পুরস্কার নেক আমলকারীদের জন্য।

ফিরিশ্‌তারা আরশের চারপাশে অবস্থান করে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭৫

٧٥- وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৭৫. আর আপনি ফিরিশতাদেরকে দেখবেন, তারা আরশের চতুর্দিকে চক্রাকারে অবস্থান করে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে এবং বলা হবে ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি রব সারা জাহানের।

আল্লাহ্ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে রিয্‌কের ব্যবস্থা করেন

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১৩, ১৪

১৩. আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং আসমান হতে তোমাদের জন্য প্রেরণ করেন রিয্‌ক। আর আল্লাহ্ অভিমুখী ব্যক্তিই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।

١٣-هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ؕ وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ۝

১৪. অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, যদিও কাফিররা তা অপসন্দ করে।

١٤-فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝

আল্লাহ্ তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন, কিয়ামত সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১৫

১৫. আল্লাহ্ সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি। তিনি তাঁর বান্দাদের মাঝে যার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন নিজ আদেশসহ, যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামতের দিন সম্পর্কে।

١٥-رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۝

কিয়ামতের দিন কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্‌র। তিনি সকলকে তাঁর কাজের সঠিক প্রতিদান দিবেন

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১৬, ১৭

১৬. যেদিন সমস্ত মানুষ বের হয়ে পড়বে, সেদিন আল্লাহ্‌র নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজ কর্তৃত্ব কার ? একমাত্র আল্লাহ্‌র যিনি এক, প্রবল পরাক্রমশালী।

١٦-يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ ؕ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؕ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

১৭. আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের বিনিময় দেয়া হবে, আজ কোন যুলুম করা হবে না। আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

١٧-اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

কিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্টে কাফিরদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, তাদের কোন সুপারিশকারী থাকবে না

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১৮

১৮. আর আপনি তাদের আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দিন, যেদিন দুঃখ-কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। সেদিন যালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না, আর কোন সুপারিশকারীও থাকবে না, যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।

١٨- وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۚ۬ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ○

আল্লাহ্ গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুর খবর রাখেন এবং তিনি সঠিকভাবে বিচার করবেন

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১৯, ২০

১৯. আল্লাহ্ চক্ষুসমূহের অপব্যবহার এবং অন্তরে যা গোপন থাকে তা জানেন।

২০. আর আল্লাহ্ বিচার করবেন সঠিক-ভাবে। তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাকে, তারা বিচার করতে অক্ষম। নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি সব কিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন।

١٩- يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ○

٢٠- وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ۭ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

মানব সৃজন অপেক্ষা আসমান-যমীন সৃষ্টি তো কঠিনতর। অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এবং মু'মিন ও বে-ঈমান সমান নয়

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫৭, ৫৮

৫৭. নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করা অপেক্ষা কঠিনতর। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।

৫৮. আর সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এবং যারা ঈমান আনে ও নেক-

٥٧- لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

٥٨- وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۥ

আমল করে এবং যারা দুষ্কৃতিপরায়ণ। তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَلَا الْمُسِيْٓءُ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ○

কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫৯, ৬০

৫৯. কিয়ামত তো অবশ্যই আসবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা বিশ্বাস করে না।

٥٩-اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৬০. আর তোমাদের রব বলেন ঃ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। নিশ্চয় যারা অহঙ্কারে আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে।

٦٠-وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ
اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ
سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ○

আল্লাহ্ রাতকে বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬১, ৬২, ৬৩

৬১. আল্লাহ্ই তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পার এবং দিনকে আলোকজ্জ্বল করেছেন। আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর আদায় করে না।

٦١-اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ
لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ○

৬২. তিনিই তো আল্লাহ, তোমাদের রব, সব কিছুর স্রষ্টা; তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

٦٢-ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۘ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

www.almodina.com

৬৩. এভাবেই বিপথগামী হয় তারা, যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে।

٦٣- كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ○

আল্লাহ্ যমীনকে বাসস্থান এবং আসমানকে ছাদস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন ও মানুষকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি চিরঞ্জীব। কোন ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ছাড়া

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৬৪, ৬৫

৬৪. আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য যমীনকে বাসস্থান এবং আসমানকে করেছেন ছাদ। আর তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উত্তম, আর তোমাদের দিয়েছেন উত্তম রিয্ক। তিনিই তো আল্লাহ্, তোমাদের রব। কত মহান আল্লাহ্, যিনি রব সারা জাহানের!

٦٤- اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّ صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ښ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। অতএব তোমরা তাঁকেই ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি রব সারা জাহানের।

٦٥- هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۭ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত করা বৈধ নয়

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৬৬

৬৬. আপনি বলুন : আমার রবের নিকট হতে আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের আহবান কর, তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন রাব্বুল আলামীনের সামনে মাথা অবনত করি।

٦٦- قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّيْ ۡ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

আল্লাহ্ মানুষকে মাটি থেকে, পরে শুক্র থেকে, পরে আলাক থেকে সৃষ্টি করেন। তিনি মাতৃগর্ভ থেকে শিশুরূপে বের করেন, পরে মানুষ যৌবন প্রাপ্ত হয় এবং পরে হয় বৃদ্ধ। এর আগেও অনেকে মারা যায়

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬৭

٦٧- هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

৬৭. তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, পরে শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর আলাকা থেকে, এরপর তোমাদের বের করেন শিশুরূপে; তারপর যেন তোমরা উপনীত হও যৌবনে, পরে হও বৃদ্ধ। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এর পূর্বেই মারা যায় আর এটা এ জন্য যে, তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

আল্লাহ্ হায়াত ও মাউতের মালিক। তিনি কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে বলেন, 'হও' অমনি তা হয়ে যায়

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬৮

٦٨- هُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

৬৮. তিনিই আল্লাহ্, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। আর যখন তিনি কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তার উদ্দেশ্যে বলেন ঃ 'হও' আর অমনি তা হয়ে যায়।

আল্লাহ্ মানুষের উপকারের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন এবং নৌযানও ' এছাড়া আরো অনেক নিদর্শন

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৭৯, ৮০, ৮১

٧٩- اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○

৭৯. তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, কতক আরোহণ করার জন্য এবং কতক তোমরা আহারও করে থাক।

٨٠- وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ

৮০. আর এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকার, তোমরা যা প্রয়োজনবোধ

وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِيْ صُدُوْرِكُمْ
وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ○

কর, ইহা দ্বারা তা পূর্ণ করে থাক। আর এদের উপর এবং নৌযানের উপর তোমাদের বহণ করা হয়।

٨١- وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ۖ
فَاَيَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ○

৮১. আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর আরো বহু নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্র কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে ?

আল্লাহ্ দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি ভূ-পৃষ্ঠে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, পরে আল্লাহ্ আসমান সৃষ্টি করেন সাতটি স্তরে। আল্লাহ্ প্রথম আসমানকে চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করেছেন

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা, ৪১ ঃ ৯, ১০, ১১, ১২

٩- قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ
خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ
لَهٗٓ اَنْدَادًا ۭ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৯. আপনি বলুন ঃ তোমরা কি সে আল্লাহ্কে অস্বীকার কর, যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে ? আর তোমরা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করছ! তিনি তো রব সারা জাহানের।

١٠- وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا
وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا
فِيْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ۭ سَوَاۗءً لِّلسَّاۗىِٕلِيْنَ ○

১০. আর তিনি ভূ-পৃষ্ঠে স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা এবং তাতে নিশ্চিত রেখেছেন বরকত, আর চারদিনের মধ্যে তাতে তাদের আহার্যের ব্যবস্থা করেছেন, যা গণনায় পরিপূর্ণ রয়েছে প্রশ্নকারীদের জন্য।

١١- ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَاۗءِ
وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ
ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ۭ
قَالَتَآ اَتَيْنَا طَاۗىِٕعِيْنَ ○

১১. এরপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ধূম্রবৎ ছিল। তখন আল্লাহ্ তাকে এবং যমীনকে বলেন ঃ তোমরা উভয়ে-এসো—স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। তারা বলল ঃ আমরা অনুগত হয়ে আসলাম।

١٢- فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ
فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ

১২. তারপর আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলকে দু'-দিনের সাত আসমানে পরিণত করেন এবং প্রত্যেক আসমানে তার জন্য আদেশ প্রেরণ করেন। আর আমি এই

নিকটবর্তী আসমানকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং একে সুরক্ষিত করেছি। ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা।

سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا
بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ؕ
ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

কিয়ামতের দিন কাফিরদের জাহান্নামের নিকট আনা হবে এবং তাদের কান, চোখ ও চামড়া তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ১৯, ২০

১৯. আর যেদিন আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে একত্রিত করে জাহান্নামের দিকে আনা হবে, সেদিন তাদেরকে বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে,

١٩- وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ
اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ○

২০. এমন কি যখন তারা জাহান্নামের নিকটবর্তী হবে, তখন তাদের কান, চোখ এবং চামড়া তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে।

٢٠- حَتّٰٓى اِذَا مَا جَآءُوْهَا
شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ
بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

কিয়ামতের দিন কাফিরদের কান, চোখ ও চামড়া তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ২১, ২২

২১. জাহান্নামীরা তাদের চামড়াকে জিজ্ঞাসা করবে ঃ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন ? জবাবে তারা বলবে ঃ আল্লাহ্, যিনি সব কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

٢١- وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ؕ
قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ
اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ
وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ
وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

২২. তোমরা কিছু গোপন করতে না এ বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চোখ এবং চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না; বরং তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার অনেক কিছুই জানেন না।

٢٢- وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ
عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ
وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ
لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

কাফিরদের পদদলিত করা হবে এবং মু'মিনদেরকে ফিরিশতারা বলবে ঃ তোমাদের কোন ভয় নেই, তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের সব নিয়ামত

সূরা হা-মীম আস্ সাজদা, ৪১ ঃ ২৯, ৩০, ৩১, ৩২

২৯. আর কাফিররা বলবে ঃ হে আমাদের রব! যে সব জিন ও মানুষ আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে আমাদের দেখিয়ে দিন, আমরা তাদের উভয়কে পদদলিত করব, যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়।

٢٩- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ○

৩০. নিশ্চয় যারা বলে ঃ আমাদের রব আল্লাহ্, এরপর তাতেই অটল থাকে, তাদের নিকট ফিরিশ্তা নাযিল হয়ে বলে ঃ তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।

٣٠- اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰۤئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○

৩১. আমরাই তোমাদের বন্ধু ছিলাম দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতেও থাকব। যেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে–যা কিছু তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমরা ফরমায়েশ করবে।

٣١- نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْۤ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ○

৩২. এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্র পক্ষ হতে আপ্যায়ন।

٣٢- نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ○

আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করবেন, যেমন মৃত যমীনকে সতেজ করেন

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা, ৪১ ঃ ৩৯

৩৯ আর আল্লাহ্র কুদ্রতের একটি নিদর্শন এই যে, তুমি যমীনকে দেখতে পাও শুষ্ক, উষর, এরপর আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা সতেজও সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। নিশ্চয় যিনি এ যমীনকে জীবিত

٣٩- وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ اِنَّ الَّذِيْۤ

اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ
اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

করেন, তিনিই মৃতদেরকে জীবন দান করবেন। তিনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১৭

١٧- اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

১৭. তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ্ই জীবিত করেন যমীনকে তার মৃত্যুর পর। আমি তো তোমাদের জন্য বহু নিদর্শন বিশাদভাবে বর্ণনা করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে বিকৃত করে, তারা জাহান্নামে যাবে। কুরআনের আয়াতের মধ্যে কিছু মিশ্রিত করা সম্ভব নয়

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩

٤٠- اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا
لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ؕ اَفَمَنْ يُّلْقٰى
فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ
اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ
اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

৪০. নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে, তারা আমার অগোচরে নয়। অতএব যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে ব্যক্তিই উত্তম না ঐ ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জান্নাতে আসবে ? তোমাদের যা ইচ্ছা কর; তোমরা যা কর তিনি তার দ্রষ্টা।

٤١- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ
وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ○

৪১. যারা তাদের নিকট এ কুরআন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তাদের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। আর এতো এক মহিমময় গ্রন্থ–

٤٢- لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ
تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ○

৪২. কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না সামনে হতেও নয় এবং পেছন থেকেও নয়। এটি নাযিল হয়েছে প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে।

٤٣- مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ

৪৩. আপনার সম্বন্ধে তো তা-ই বলা হয়, যা বলা হোত আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণ

সম্পর্কে। আপনার রব তো বড়ই ক্ষমাশীল এবং কঠিন শাস্তিদাতা।

مِنْ قَبْلِكَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ
لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ○

কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে এবং ইহা মু'মিনদের জন্য পথ-নির্দেশক

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা, ৪১ ঃ ৪৪

৪৪. আমি যদি আজ্মী ভাষায় কুরআন নাযিল করতাম, তবে তারা অবশ্যই বলত ঃ এর আয়াতগুলো বিশদভাবে বিবৃত হয়নি কেন ? কি আশ্চর্য যে, এর ভাষা আজমী অথচ রাসূল আরবীয়। আপনি বলুন ঃ এ কুরআন তো মু'মিনদের জন্য পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা ঈমান আনে না, তাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং উক্ত কুরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব স্বরূপ; তারা এমন যে, যেন তাদেরকে আহবান করা হয় বহু দূর হতে।

٤٤- وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا
لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ۭ
ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ۭ قُلْ هُوَ
لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاۗءٌ ۭ
وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۭ
اُولٰۗىِٕكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ○

বিশ্বজগতে এবং মানব দেহে আল্লাহ্‌র নিদর্শন রয়েছে। আল্লাহ্‌র কুরআন সত্য

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা, ৪১ ঃ ৫৩, ৫৪

৫৩. আমি তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ কুরআন সত্য। আপনার রবের এই বাণী কি যথেষ্ট নয় যে, তিনি প্রত্যেক বস্তুর সাক্ষী?

٥٣- سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ
وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ
الْحَقُّ ۭ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ○

৫৪. জেনে রাখ, তারা তাদের রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দীহান! জেনে রাখ, আল্লাহ্ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

٥٤- اَلَآ اِنَّهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاۗءِ
رَبِّهِمْ ۭ اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ ○

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র। ফিরিশতারা আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ করে এবং তারা পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে, তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৪, ৫, ৬

৪. আল্লাহ্‌রই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। তিনি সমুন্নত, সুমহান মর্যাদার মালিক।

৫. আসমানসমূহ ঊর্ধ্বদেশ হতে তাদের উপর ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। জেনে রাখ; নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬. আর যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখেন। আপনি তাদের কর্মবিধায়ক নন।

٤- لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ○

٥- تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

٦- وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ○

আল্লাহ্ আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে কিয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সেদিন একদল জান্নাতে ও অপরদল জাহান্নামে যাবে

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৭

৭. আমি এভাবে আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি আরবী ভাষায়, যাতে আপনি মক্কা ও এর পার্শ্ববর্তী লোকদের সতর্ক করতে পারেন এবং সতর্ক করতে পারেন কিয়ামতের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

٧- وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ○

আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহ দান করেন। যালিমদের কোন অভিভাবক নেই, আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করবেন

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৮, ৯

৮. যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে সকল মানুষকে একই উম্মাত করে দিতেন। তবে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে নিজ রহমতের অধিকারী করেন। আর যালিমদের কোন অভিভাবক নেই এবং নেই কোন সাহায্যকারী।

٨- وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ط وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

৯. তারা কি আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে ? কিন্তু আল্লাহ্, অভিভাবক তো তিনিই এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

٩- اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ج فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِىُّ وَهُوَ يُحْىِ الْمَوْتٰى ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

আল্লাহ্ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং সব কিছুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন বংশ বৃদ্ধির জন্য

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১১

১১. আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুগুলোর জোড়াও সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

١١- فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ج يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ط لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪৯, ৫০, ৫১

৪৯. আর প্রত্যেক বস্তু আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।

٤٩- وَمِنْ كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

৫০. অতএব, তোমরা আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও, আমি তো তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী।

٥٠- فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ط اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৫১. তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ সাব্যস্ত করো না। আমি তো তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী।

৫১- وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۖ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

আল্লাহ্‌রই নিকট আসমান ও যমীনের চাবি, তিনি যাকে ইচ্ছা অধিক রিয্‌ক দান করেন বা কমিয়ে দেন

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১২

১২. আসমান ও যমীনের কুঞ্জি তাঁরই নিকট। তিনি যাকে ইচ্ছা তার রিয্‌ক বৃদ্ধি করে দেন এবং কমিয়ে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

১২- لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

আল্লাহ্ সকলের জন্য পরিমাণ অনুযায়ী রিয্‌ক দান করেন। তিনি বৃষ্টিবর্ষণ দ্বারা তাঁর রহমত বিস্তার করেন

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২৭, ২৮

২৭. আর আল্লাহ্ যদি তাঁর সকল বান্দার রিয্‌ক বৃদ্ধি করে দিতেন, তবে তারা অবশ্যই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছামত পরিমাণেই রিয্‌ক দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর বান্দাদের সম্যক খবর, রাখেন এবং সব কিছু দেখেন।

২৭- وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۚ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ ○

২৮. যখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে, তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর রহমত বিস্তার করেন। আর তিনিই তো অভিভাবক অতিশয় প্রশংসার্হ।

২৮- وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ○

আল্লাহ্ আসমান-যমীন ও সকল জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, বিপদ-আপদ মানুষের কৃতকর্মের ফল

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২৯, ৩০

২৯. আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতের অনুপম নিদর্শন আসমান ও যমীন সৃষ্টি এবং এ দু'য়ের

২৯- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ○

মাঝে তিনি যে সকল জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলো। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই এদের সমবেত করতে সক্ষম।

৩০- وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ○

৩০. তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে, তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। আর তিনি তোমাদের অনেক অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যর্থ হয় না। পর্বতসদৃশ সমুদ্রে চলমান নৌযানসমূহ আল্লাহ্র অন্যতম নিদর্শন। তিনি বায়ূকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন এবং জাহাজসমূহ ধ্বংস করে দিতে পারেন

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪

৩১- وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

৩১. তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র ইচ্ছাকে ব্যর্থ করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং নেই কোন সাহায্যকারীও।

৩২- وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ○

৩২. আল্লাহ্র কুদ্রতের অন্যতম নিদর্শন পর্বত সদৃশ সমুদ্রে চলমান জাহাজ-সমূহ।

৩৩- اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

৩৩. তিনি ইচ্ছা করলে বায়ূকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্র পৃষ্ঠে। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে সকল ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

৩৪- اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ○

৩৪. অথবা তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্য সেগুলোকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন। আর অনেককে তিনি ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

আল্লাহ্ সব কিছুর মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা পুত্র বা কণ্যা দান করেন, কাউকে একত্রে পুত্র-কন্যা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৪৯, ৫০

৪৯- لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ

৪৯. আল্লাহ্রই সার্বভৌমত্ব আসমান ও যমীনে। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি

করেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা কণ্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।

يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا
وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ○

৫০. অথবা তিনি তাদের একত্রে দান করেন পুত্র ও কণ্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা করে দেন বন্ধ্যা। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

٥٠-اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ
مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

আল্লাহ্ ওহী, পর্দার অন্তরাল এবং দূত ব্যতিরেকে মানুষের সাথে কথা বলেন না

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫১

৫১. আর মানুষের অবস্থা এরূপ নয় যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলেন–ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে, অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন। তিনি উঁচু মর্যাদার অধিকারী, প্রজ্ঞাময়।

٥١-وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا
وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ
رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ۚ
اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ○

আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে নবী (সা)-এর প্রতি কুরআন নাযিল করেন; যা মানব জাতির জন্য নূর স্বরূপ

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫২, ৫৩

৫২. আর এভাবে আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি। আপনি তো জানতেন না যে, কিতাব কি এবং ঈমান কি! কিন্তু আমি এই কুরআনকে করেছি এক নূর, যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হিদায়েত দিয়ে থাকি। আর আপনি তো কেবল সরল পথ প্রদর্শন করে থাকেন।

٥٢-وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ
اَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ
وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا
نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ
وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৫৩. সেই আল্লাহ্র পথ—যিনি আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে—তার মালিক।

٥٣-صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ

জেনে রাখ, যাবতীয় বিষয় সেই আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

আল্লাহ্‌ই আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, তিনিই মানুষের জন্য চলার পথ সৃষ্টি করেছেন

সূরা যুখ্‌রুফ, ৪৩ ঃ ৯, ১০

٩- وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝

৯. আর আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন ঃ আসমান এবং যমীন কে সৃষ্টি করেছে ? তবে তারা অবশ্যই বলবে ঃ এসব তো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্।

١٠- الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

১০. যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা স্বরূপ করে দিয়েছেন এবং তাতে করেছেন তোমাদের জন্য চলার পথ, যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পার।

আল্লাহ্ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে মৃত যমীনকে জীবিত করেন। এভাবেই তিনি মৃতকে আবার জীবিত করবেন

সূরা যুখ্‌রুফ, ৪৩ ঃ ১১

١١- وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ۝

১১. আর যিনি আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন নির্দিষ্ট পরিমাণে। এরপর আমি তা দিয়ে শুষ্ক যমীনকে সঞ্জীবিত করি। এভাবেই তোমাদের বের করে আনা হবে।

আল্লাহ্ জোড়ায় জোড়ায় সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষের আরোহণের জন্য নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন

সূরা যুখ্‌রুফ, ৪৩ ঃ ১২, ১৩

١٢- وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۝

১২. আর যিনি সব কিছুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এমন নৌযান এবং চতুষ্পদ জন্তু যাতে তোমরা আরোহণ কর।

১৩. যাতে তোমরা তাদের পিঠের উপর স্থির হয়ে বসতে পার। তারপর তোমরা তোমাদের রবের নিয়ামতের স্মরণ কর, যখন তেমারা তার উপর স্থির হয়ে বস এবং বল ঃ পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা এদের বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না।

١٣- لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ○

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিকির করে না, শয়তান তার সাথে থাকে

সূরা যুখ্‌রুফ, ৪৩ ঃ ৩৬

৩৬. আর যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান। ফলে সে তার সঙ্গে থাকে।

٣٦- وَ مَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ○

শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করে

সূরা যুখ্‌রুফ, ৪৩ ঃ ৩৭

৩৭. আর শয়তানরাই মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে, অথচ তারা ধারণা করে যে, তারা সৎপথের উপরই রয়েছে।

٣٧- وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

আল্লাহ্‌র কোন সন্তান নেই। তিনি আসমান যমীন ও আরশের রব

সূরা যুখ্‌রুফ, ৪৩ ঃ ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫

৮১. আপনি বলুন ঃ যদি দয়াময় আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকত, তবে আমিই হতাম তাঁর সর্বপ্রথম ইবাদতকারী।

٨١- قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ○

৮২. আসমান এবং যমীনের রব, যিনি আরশেরও রব, আল্লাহ্ তারা যা বলে তা থেকে পবিত্র ও মহান।

٨٢- سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○

৮৩. অতএব তাদের যে দিনের কথা বলা হয়েছে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আপনি তাদের বাক বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত থাকতে দিন।

٨٣- فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ○

৮৪. তিনিই ইলাহ্ আসমানে এবং যমীনে ও তিনিই ইলাহ্, তিনি মহা প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

٨٤- وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ○

৮৫. তিনি কত মহান, যিনি আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে সব কিছুর মালিক। কিয়ামতের জ্ঞান তো কেবল তাঁরই রয়েছে এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

٨٥- وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

আল্লাহ্‌র কাছে কাফির ও মুশরিকদের দেবদেবীরা সুপারিশ করতে পারবে না

সূরা যুখ্‌রুফ, ৪৩ ঃ ৮৬

৮৬. আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা যাদের উপাসনা করে তাদের সুপারিশের কোন ক্ষমতা থাকবে না: তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে এর সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত।

٨٦- وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○

আল্লাহ্ আসমান যমীন এবং এর মাঝে যা কিছু আছে তার রব। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি জন্ম-মৃত্যুর মালিক

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৭, ৮

৭. আল্লাহ্ আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে সব-কিছুরই রব : যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।

٧- رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ○

৮. আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। তিনিই তোমাদের রব এবং রব তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরও।

٨- لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ○

যেদিন আকাশ ধোয়ায় আচ্ছন্ন হবে, সেদিন মানুষ কঠোর শাস্তিতে গ্রেফতার হবে। সেদিন ঈমান আনলে কোন লাভ হবে না

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৯, ১০, ১১, ১২

৯. বস্তুত তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে।

৯- بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ○

১০. অতএব আপনি অপেক্ষা করুন সেদিনের, যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোয়ায় অচ্ছন্ন হবে ;

١٠- فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَاۤءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ○

১১. এবং তা মানুষকে আবৃত করে ফেলবে। এ হবে মর্মন্তুদ শাস্তি।

١١- يَّغْشَى النَّاسَ ۗ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১২. তখন তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব ! আপনি আমাদের থেকে এ আযাব অপসারিত করুন। অবশ্যই আমরা ঈমান আনব।

١٢- رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ○

আল্লাহ্ হিদায়েতের জন্য রাসূল পাঠান, কিন্তু তারা তাঁকে অস্বীকার করে এবং পাগল বলে

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ১৩, ১৪

১৩. তারা কিরূপে উপদেশ গ্রহণ করবে ? অথচ তাদের নিকট তো এসেছে স্পষ্ট বর্ণনাকারী এক রাসূল !

١٣- اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَاۤءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ○

১৪. এরপরও তারা তাকে অমান্য করে বলে ঃ সে তো শিখানো বুলি বলছে, সে তো এক পাগল।

١٤- ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ○

আল্লাহ্ দুনিয়াতে শাস্তি না দিলেও আখিরাতে পাপীদের কঠোর শাস্তি দেবেন

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ১৫, ১৬

১৫. আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য রহিত করে দেব, তোমরা তো তোমাদের পূর্ববস্থায় ফিরে যাবে।

١٥- اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَاۤئِدُوْنَ ○

١٦- يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ○

১৬. যেদিন আমি তোমাদের শক্তভাবে ধরব, সেদিন আমি পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করব।

আল্লাহ্ আসমান ও যমীন অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। সকলের জন্য বিচারের দিন নির্ধারিত। সেদিন কেউ কারো সাহায্য করবে না

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২

٣٨- وَ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○

৩৮. আমি আসমান যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নি।

٣٩- مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৩৯. আমি এ দু'টি অযথা সৃষ্টি করি নি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

٤٠- اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

৪০. নিশ্চয়ই সকলের জন্য নির্ধারিত রয়েছে তাদের বিচারের দিন।

٤١- يَوْمَ لَا يُغْنِىْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

৪১. সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবে না এবং তাদের কোন সাহায্যও করা হবে না।

٤٢- اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

৪২. তবে আল্লাহ্ যার প্রতি রহম করবেন তার কথা আলাদা। তিনি তো পরাক্রম-শালী, পরম দয়ালু।

জাহান্নামে পাপীদের খাদ্য হবে যাক্কুম বৃক্ষ। তা তাদের পেটের মধ্যে উত্তপ্ত পানির মত ফুটতে থাকবে। তাদের মাথায়ও ফুটন্ত পানি ঢালা হবে

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

٤٣- اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ○

৪৩. নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে—

٤٤- طَعَامُ الْاَثِيْمِ ○

৪৪. পাপীর খাদ্য,

٤٥- كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ ○

৪৫. গলিত তামার মত। তা পেটের মধ্যে এমনভাবে ফুটতে থাকবে,

٤٦- كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ ○

৪৬. যেমন তীব্র উত্তপ্ত পানি ফুটে থাকে।

٤٧- خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ○

৪৭. আদেশ হবে ঃ ওকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মাঝখানে।

৪৮. এরপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে শাস্তি দাও।

٤٨- ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ۝

৪৯. এবং বলা হবে ঃ আস্বাদন কর। তুমি তো ছিলে বড় প্রতাপশালী, সম্মানিত।

٤٩- ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ

৫০. এসব তো তা-ই, যে ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ করতে।

٥٠- اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ۝

মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতের নহর ও উদ্যানের মাঝে। তারা পরবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং সামনাসামনি বসবে। তাঁদের সঙ্গিনী হবে আয়তলোচনা হূর, ভক্ষণ করবে ফলমূল

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭

৫১. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে শান্তিময় নিরাপদ স্থানে,

٥١- اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ۝

৫২. উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে,

٥٢- فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝

৫৩. তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে।

٥٣- يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝

৫৪. এরূপই হবে। আর আমি তাদেরকে বিবাহ করিয়ে দেব। ডাগর চোখবিশিষ্ট হূরদের সাথে।

٥٤- كَذٰلِكَ ۗ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۝

৫৫. সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল আনতে বলবে।

٥٥- يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ۝

৫৬. প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর কোন মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে না এবং আল্লাহ্ তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন।

٥٦- لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰىهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝

৫৭. এসব হবে আপনার রবের অনুগ্রহে। এটাই তো মহাসাফল্য।

٥٧- فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

এ কুরআন আল্লাহ্‌র নিকট হতে অবতীর্ণ। আসমান ও যমীনে মু'মিনদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে

সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

১. হা-মীম,

২. এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নাযিল করা হয়েছে।

৩. নিশ্চয় আসমান ও যমীনে মু'মিনদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।

৪. আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং জীব-জন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য।

৫. আর দিন ও রাতের পরিবর্তনে, আল্লাহ্ আসমান হতে যে বৃষ্টি বর্ষণ করে যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

৬. এগুলো আল্লাহ্‌র আয়াত, যা সঠিকরূপে আমি আপনার নিকট সঠিকভাবে পাঠ করছি, অতএব আল্লাহ্‌র এবং তার আয়াতের পরিবর্তে তারা আর কোন বাণীতে বিশ্বাস করবে?

١- حٰمٓ ○

٢- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

٣- اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○

٤- وَفِىْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ
اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○

٥- وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَمَآ اَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ
فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

٦- تِلْكَ اٰيٰتُ اللهِ نَتْلُوْهَا
عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَىِّ حَدِيْثٍۢ
بَعْدَ اللهِ وَ اٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ○

আল্লাহ্ সমুদ্রকে মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তাদের উপকারের জন্য আসমান-যমীনের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন

সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ১২

১২. আল্লাহ্ই তো সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে

١٢- اَللهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ
لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ
وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ

وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

পার, আর যেন তোমরা শোকর আদায় কর।

١٣- وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

১৩. আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আসমান ও যমীনের সব কিছু নিজ অনুগ্রহে। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

আল্লাহ্ সঠিকভাবে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকলকে তার কৃতকর্মের বিনিময় প্রদান করবেন

সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ২২

٢٢- وَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَ لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

২২. আর আল্লাহ্ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের বিনিময় প্রদান করা যায়, আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

যে ব্যক্তি তার খেয়াল-খুশী মত চলে, সে বিভ্রান্ত। সে হিদায়েত পাবে না

সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ২৩

٢٣- اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

২৩. আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে ? আল্লাহ্ জেনেশোনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কান ও অন্তরের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন। অতএব, আল্লাহ্র পরে এরূপ ব্যক্তিকে কে হিদায়েতে করবে ? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?

কাফিররা পার্থিব জীবনকে একমাত্র জীবন বলে মনে করে এবং আখিরাতের জীবনকে অস্বীকার করে

সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ২৪

٢٤- وَ قَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُهْلِكُنَا

২৪. আর তারা বলে ঃ আমাদের এই পার্থিব জীবন ব্যতীত আর কোন জীবন নেই,

আমরা মরি এবং বাঁচি। আর কালই আমাদের ধ্বংস করে। বস্তুত এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে।	إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ○

কাফিররা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করে বলে-আমাদের পূর্বপুরুষদের হাযির কর

সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ২৫

২৫. যখন তাদের সামনে আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের কোন যুক্তি থাকে না, কেবল এই উক্তি ছাড়া যে, তারা বলে ঃ আমাদের পূর্বপুরুষদের উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	٢٥- وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

আল্লাহ্‌ই হায়াত ও মাউতের মালিক। তিনি কিয়ামতের দিন সকলকে একত্রিত করবেন

সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ২৬

২৬. আপনি বলুন ঃ আল্লাহ্‌ই তোমাদের জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। এরপর তিনি তোমাদের কিয়ামতের দিন একত্র করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।	٢٦- قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

কাফিররা কিয়ামতকে অস্বীকার করে বলে-এ একটা ধারণা মাত্র

সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ৩২

৩২. আর যখন বলা হয় ঃ আল্লাহ্‌র ওয়াদা তো সত্য এবং কিয়ামত–এতে কোন সন্ধেহ নেই। তখন তোমরা বলে থাক, আমরা জানি না কিয়ামত কি ? আমরা মনে করি, ইহা একটি ধারণা মাত্র এবং আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই।	٣٢- وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ○

কাফিরদের মন্দকাজ প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তারা আযাবে গেরেফ্‌তার হবে

সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ৩৩

৩৩. আর তাদের নিকট তাদের সমস্ত মন্দ-কাজ প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে ঘিরে ফেলবে।

٣٣- وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ কাফিরদের ভুলে যাবেন এবং তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা স্থায়ী হবে

সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ৩৪, ৩৫

৩৪. আর বলা হবে ঃ আজ আমি তোমাদের ভুলে যাব, যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলেছিলে এবং তোমাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

৩৫. এটা এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে বিদ্রূপ করতে এবং পার্থিব জীবন তোমাদের প্রতারিত করেছিল। সুতরাং সেদিন তাদের জাহান্নাম হতে বের করা হবে না এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেয়া হবে না।

٣٤- وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

٣٥- ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّ غَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ○

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ্‌র, যিনি সবকিছুর রব এবং শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র তাঁরই

সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ৩৬, ৩৭

৩৬. বস্তুত সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ্‌রই : যিনি রব আসমানের, রব যমীনের, রব সারা জাহানের।

৩৭. আর তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব আসমান ও যমীনে। আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٣٦- فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

٣٧- وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

আল্লাহ্ কুরআন নাযিল করেছেন। তিনি যমীন-আসমান ও অন্য সবকিছু কিছুকালের জন্য সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু কাফিররা তা অস্বীকার করে

সূরা আহ্কাফ, ৪৬ ঃ ১, ২, ৩

১. হা-মীম,

২. এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র তরফ থেকে নাযিল করা হয়েছে।

৩. আমি আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে, তা যথাযথ-ভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করেছি। কিন্তু কাফিররা, তাদের যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

١- حٰمٓ ○
٢- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ
الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○
٣- مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ
وَ مَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ
وَ اَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ○

কাফিররা যাদের পূজা করে, তারা আসমান-যমীনের কিছুই সৃষ্টি করেনি

সূরা আহ্কাফ, ৪৬ ঃ ৪

৪. আপনি বলুন ঃ তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ডাক, তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি ? তারা যমীনে কি সৃষ্টি করেছে, আমাকে দেখাও, অথবা আসমানে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি ? পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর– যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

٤- قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ
اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۗ
اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ
مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে, সে বিভ্রান্ত। কিয়ামতের দিন সেগুলো তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে

সূরা আহ্কাফ, ৪৬ ঃ ৫, ৬

৫. আর সে ব্যক্তির চাইতে অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যে কিয়ামত পর্যন্ত তার

٥- وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ
اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَ هُمْ عَنْ

دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ○

ডাকে সাড়া দেবে না। এমন কি তারা ওদের ডাক সম্বন্ধে অবহিতও নয়।

٦- وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ○

৬. আর যখন কিয়ামতের দিন মানুষের একত্র করা হবে, তখন সেগুলো তাদের শত্রু হবে এবং সেগুলো তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে।

আল্লাহ্ মানুষকে মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। মাতা অনেক কষ্ট করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে, প্রসব করে এবং দুধ পান করিয়ে বড় করে। কাজেই মাত-পিতার সাথে সদয় ব্যবহার করতে হবে

সূরা আহ্কাফ, ৪৬ ঃ ১৫

١٥- وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ۭ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۭ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۭ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰي وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

১৫. আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতি কষ্টের সাথে গর্ভধারণ করে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও দুধ ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস। এমন কি, যখন সে যৌবনে উপনীত হয় এবং চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে তখন বলে, হে আমার রব! তুমি আমাকে শক্তি দাও, যাতে আমি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি এবং আমার মাতা-পিতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য। আর আমি যেন নেক্কাজ করি, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আর আমার সন্তান-সন্ততিদের সৎকর্মপরায়ণ কর। আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম।

যারা নেকআমল করে, আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্ মাফ করে জান্নাত দান করবেন

সূরা আহ্কাফ, ৪৬ ঃ ১৬

١٦- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ

১৬. তারা এমন লোক যাদের নেক আমলসমূহ আমি কবুল করব এবং

فِيْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ؕ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ○

তাদের পাপসমুহ ক্ষমা করব : তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে-সেই সত্য প্রতিশ্রুতির কারণে, যা তাদের প্রদান করা হত।

যারা মাতাপিতার কথা মানে না, তাদের জন্য দুর্ভোগ ! পরিণামে তারা জাহান্নামে যাবে

সূরা আহ্কাফ, ৪৬ ঃ ১৭

١٧- وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَآ اَتَعِدٰنِنِيْٓ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْ ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ۖ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

১৭. আর যে ব্যক্তি তার মাতপিতাকে বলে ঃ আফসোস তোমাদের জন্য ! তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাতে চাও যে, আমি কবর থেকে বের হব ? অথচ আমার পূর্বে বহু সম্প্রদায় গত হয়েছে ! তখন তার মাতা-পিতা আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করে বলে ঃ দুর্ভোগ তোমার জন্য ! ঈমান আন, নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। তখন সে ব্যক্তি বলে ঃ এ তো অতীত কালের ভিত্তিহীন উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

١٨-...قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ○

১৮..... এদের পূর্বে যে জিন্ ও মানুষ সম্প্রদায় গত হয়েছে, তাদের মত এদের প্রতিও আল্লাহ্র বাণী সাব্যস্ত হয়ে রয়েছে। নিশ্চয় তারা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত।

একদল জিন্ কুরআন তিলাওয়াত শুনে আকৃষ্ট হয় এবং তাদের সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে এ খবর দেয়। তারা তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আহবানে সাড়া দেয়ার জন্য আহবান করে

সূরা আহ্কাফ, ৪৬ ঃ ২৯, ৩০, ৩১

٢٩- وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا

২৯. স্মরণ করুন, আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিন্কে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল। যখন তারা বলতে লাগল ঃ চুপ করে শোন। আর

أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا
إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ○

যখন কুরআন পাঠ শেষ হলো, তখন তারা তাদের কাওমের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে।

٣٠- قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا
كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي
إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ○

৩০. তারা বলল ঃ হে আমাদের কাওম ! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি, যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে, যা উহার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যতা সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।

٣١- يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ
وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ
وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ○

৩১. হে আমাদের কাওম ! তোমরা আল্লাহ্র দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে রক্ষা করবেন।

যারা আল্লাহ্র দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে

সূরা আহ্কাফ, ৪৬ ঃ ৩২

٣٢- وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ
فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۚ
أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○

৩২. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহ্র অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এরাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

কিয়ামতের দিন কাফিরদের জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করে যখন জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ ইহা কি সত্য নয় ? তখন তারা এর সত্যতা স্বীকার করবে এবং জাহান্নামে যাবে

সূরা আহ্কাফ, ৪৬ ঃ ৩৪

٣٤- وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا

৩৪. যেদিন কাফিরদের উপস্থিত করা হবে, জাহান্নামের নিকট, সেদিন তাদের বলা

হবে ঃ এটা কি সত্য নয় ? তারা বলবে ঃ আমাদের রবের শপথ ! হাঁ, অবশ্যই সত্য। আল্লাহ্ বলবেন ঃ শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা যে কুফরী করতে তার কারণে।

عَلَى النَّارِ ۭ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۭ
قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۭ قَالَ فَذُوْقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর প্রতি সবর করার নির্দেশ। কিয়ামতের দিন কাফিরদের মনে হবে, তারা দুনিয়াতে কিছু সময় ছিল মাত্র।

সূরা আহ্কাফ, ৪৬ ঃ ৩৫

৩৫. অতএব, আপনি সবর করুন : যেমন সবর করেছিলেন দৃঢ়চেতা রাসূলগণ। আর আপনি তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তারা যেদিন তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিনের এক মুহূর্তের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করে নি। এটা সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়ামাত্র। অতএব, সত্যত্যাগী সম্প্রদায় ব্যতীত কাউকে ধ্বংস করা হবে না।

٣٥- فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ
مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۭ
كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ
لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۭ
بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ
اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

আল্লাহ্ কাফিরদের আমল ধ্বংস করে দেবেন এবং যারা মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি ঈমান আনে, তাদের গুনাহ্ মাফ করে জান্নাত দান করবেন

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ১, ২

১. যারা কুফরী করে এবং অন্যকে আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্ত করে, তিনি তাদের সমস্ত কাজ ব্যর্থ করে দেন।

٢- اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ○

২. যারা ঈমান আনে এবং নেকআমল করে এবং যা মুহাম্মদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করে : আর তা-ই তাদের রবের তরফ হতে প্রেরিত সত্য। আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্গুলো মাফ করে দেবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন।

٢- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ
وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ
سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ○

কাফিররা বাতিলের অনুসরণ করে এবং মু'মিনরা হকের অনুসারী

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ৩

৩. তা এ কারণে যে, যারা কুফরী করে, তারা বাতিলের অনুসরণ করে। আর যারা ঈমান আনে তারা তাদের রবের তরফ থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করে। এভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন।

٣- ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ
وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ
كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ○

কাফিরদের সাথে যুদ্ধে কঠোর হবে, যতক্ষণ না তারা অস্ত্রসমর্পণ করে। যারা আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয়, তারা জান্নাতে যাবে

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

৪. সুতরাং যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও, তখন তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত কর। এমনকি যখন তোমরা তাদের সম্পূর্ণ পরাভূত করবে, তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে ফেলবে : তারপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও যে পর্যন্ত না যুদ্ধবাজ শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করে : এ হুকুম অবশ্য পালনীয়। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। আর যারা আল্লাহ্‌র পথে প্রাণ বিসর্জন দেয়, আল্লাহ্ কখনও তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না।

٤- فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
فَضَرْبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ
فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً
حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۚۛ ذٰلِكَ ؕ
وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ ۙ
وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُمْ
بِبَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ
قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ○

৫. আল্লাহ্ তাদেরকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন।

٥- سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ○

৬. আর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পরিচয় তিনি তাদের জানিয়ে দিয়েছেন।

٦- وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ○

৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি আল্লাহ্কে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ় রাখবেন।

৭- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ○

৮. আর যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দেবেন।

৮- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ○

৯. তা এ কারণে যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তারা তা অপসন্দ করে। কাজেই তিনি তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন।

৯- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ○

আল্লাহ্ পূর্ববর্তী কাফিরদের ধ্বংস করেছেন এবং মক্কার কাফিরদের পরিণামও সেরূপ হবে

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ : ১০

১০. তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নি এবং দেখে নি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল ? আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম।

১০- اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ز وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ○

কিয়ামত অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ : ১৮

১৮. তারা তো কেবল এরই অপেক্ষা করছে যে, অকস্মাৎ তাদের কাছে কিয়ামত এসে পড়ুক। কিয়ামতের আলামত তো এসেই পড়েছে। অতএব, কিয়ামত যখন তাদের কাছে এসে পড়বে, তখন তাদের উপদেশ গ্রহণের সুযোগ থাকবে কিরূপে ?

১৮- فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ج فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ج فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ○

কুরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, নয়তো শয়তান পথভ্রষ্ট করে ফেলবে

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ২৪, ২৫

২৪. তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না, নাকি তাদের অন্তরের উপর তালা লাগানো রয়েছে।

٢٤- اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ
اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ○

২৫. নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে সৎপথ পরিস্কারভাবে ব্যক্ত হওয়ার পর তার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে সরে পড়ে : শয়তান তাদের জন্য এ কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়।

٢٥- اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ
مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ
الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ؕ وَاَمْلٰى لَهُمْ ○

ফিরিশ্‌তারা কাফিরদের জানকবয করে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে, আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করার কারণে

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ২৭, ২৮

২৭. অতএব, তাদের কি অবস্থা হবে, যখন ফিরিশতারা তাদের জানকবয করবে তাদের মুখমণ্ডলেও তাদের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে ?

٢٧- فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ
يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ○

২৮. তা এজন্য যে, তারা এমন বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ জন্মায় এবং তারা তাঁর সন্তুষ্টিকে অপসন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ বিফল করে দেন।

٢٨- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ
وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ○

আল্লাহ্‌ এবং রাসূলের অনুসরণ করাতেই সফলতা। যারা কুফরী করে, আল্লাহ্‌ তাদের ক্ষমা করবেন না

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ৩৩, ৩৪

৩৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রাসূলের। আর নিজেদের কর্মসমূহ বিনষ্ট কর না।

٣٣- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ
وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ ○

৩৪. নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং অন্যদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, তারপর কাফির অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ্ তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না।

٣٤- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ○

শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন করবে, তাহলেই তোমরা বিজয়ী হবে

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ৩৫

৩৫. অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং শত্রুদেরকে সন্ধির আহ্বান জানিও না। তোমরাই বিজয়ী হবে: আর আল্লাহ্ তোমাদের কর্মফলসমূহ কমাবেন না না।

٣٥- فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ۖ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ○

পার্থিব জীবন খেল-তামাশা মাত্র। আখিরাতের জীবনে নেকআমলই উপকারে আসবে

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ৩৬

৩৬. এ পার্থিব জীবন তো খেলাধূলা ও তামাশা মাত্র। যদি তোমরা ঈমান আনো এবং তাক্ওয়া আবলম্বন কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের কাজের বিনিময় দিবেন। আর তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ চান না।

٣٦- اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ○

আল্লাহ্‌র রাস্তায় জান-মাল খরচ করলে তিনি খুশী হন

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ৩৭, ৩৮

৩৭. যদি তিনি তোমাদের কাছে ধনসম্পদ চান এবং সে জন্য তোমাদের উপর চাপ দিতে থাকেন, তবে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং তখন তিনি তোমাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দিবেন।

٣٧- اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ○

৩৮. হাঁ, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে বলা

٣٨- هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ○

হচ্ছে। অথচ তোমাদের মধ্যে কতক কৃপণতা করে। আর যারা কৃপণতা করে, তারা তো নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করে। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। অতএব, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে তিনি তোমাদের স্থলে অন্য এক জাতিকে সৃষ্টি করবেন : আর তারা তোমাদের মত হবে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়‘আত গ্রহণ করা আল্লাহ্র হাতে বায়‘আত গ্রহণের অনুরূপ। যে ব্যক্তি বায়‘আতের উপর দৃঢ় থাকবে আল্লাহ্ তাকে জান্নাত দান করবেন

সূরা ফাত্হ্, ৪৮ ঃ ১০

١٠- إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۚ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ○

১০. নিশ্চয় যারা আপনার কাছে বায়‘আত গ্রহণ করে, তারা তো আল্লাহ্রই হাতে বায়‘আত গ্রহণ করে। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর। আর যে ব্যক্তি তা ভঙ্গ করবে, সে তো করবে নিজেরই অনিষ্টের জন্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কৃতওয়াদা পূর্ণ করবে, আল্লাহ্ অচিরেই তাকে মহাপুরস্কার দিবেন।

আল্লাহ্ আসমান-যমীনের মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন

সূরা ফাত্হ্, ৪৮ ঃ ১৪

١٤- وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ○

১৪. আসমান ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্রই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মক্কা বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত

সূরা ফাত্‌হ্, ৪৮ ঃ ২৭

২৭. নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন স্বপ্নটি যথাযথ-ভাবে। আবশ্যই তোমরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে ? তখন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মাথা মুড়াতে থাকবে এবং কেউ কেউ চুল কাটতে থাকবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহ্ জানেন, যা তোমরা জান না। আর তিনি তোমাদেরকে এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বে এক আশু বিজয় দিলেন।

٢٧-لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ؕ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ○

আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (স.)-কে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, অন্যসব ধর্মের উপর তা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে

সূরা ফাত্‌হ্, ৪৮ ঃ ২৮

২৮. তিনিই আল্লাহ্, যিনি প্রেরণ করেছেন তাঁর রাসূলকে কুরআনের পথ নির্দেশ ও সত্য ধর্ম ইসলামসহ, অন্য সমস্ত ধর্মের উপর ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

٢٨- هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○

মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ্‌র রাসূল। তাঁর সাহাবীরা কাফিরদের প্রতি কঠোর। তাঁরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য রুকূ‘ বা সিজ্‌দায়রত থাকে, তাঁদের গুণাবলী তাওরাত ও ইনযীলে বর্ণিত আছে। যারা ঈমান আনে এবং নেকআমল করে, আল্লাহ্ তাদের জান্নাত দান করবেন

সূরা ফাত্‌হ্, ৪৮ ঃ ২৯

২৯. মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল। আর যারা তাঁর সহচর তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে

٢٩- مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ

وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ط ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۛ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۛ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ط وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ○

অতিশয় কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে সহানুভূতিশীল। তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে কখনো বা রুকূ' অবস্থায়, কখনো বা সিজ্‌দারত অবস্থায় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষায়। তাদের চেহারায় থাকবে দীপ্তিমান চিহ্ন-সিজ্‌দার কারণে। তাদের এ গুণাবলী তাওরাতেও বিদ্যমান এবং ইনযীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত যেমন একটি চারা গাছ, যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, তারপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং স্বীয় কাণ্ডের উপর সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ফলে তা কৃষকদের আনন্দিত করে। এভাবে আল্লাহ্ মু'মিনদের ক্রমোন্নতি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেকআমল করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।

দু'টি দলের মধ্যে যুদ্ধ হলে, তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করবে ইনসাফের সাথে

সূরা হুজুরাত ৪৯ : ৯

٩- وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ج فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ج فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

৯. আর যদি মু'মিনদের দু'টি দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দিবে। এরপর যদি তাদের একদল অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তবে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে-যারা বাড়াবাড়ি করে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র হুকুমের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তবে উভয় দলের মধ্যে ন্যায়ের সাথে সন্ধি করে দিবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন।

মু'মিনরা পরস্পর ভাই। অতএব তোমরা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবে ন্যায়ের সাথে

সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১০

১০. মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে এবং আল্লাহ্কে ভয় করবে, যাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হয়।

١٠- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ
فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

কোন পুরুষ বা নারী যেন অন্য কোন পুরুষ বা নারীকে উপহাস না করে। কেউ কাউকে খোঁটা দেবে না এবং মন্দনামে ডাকবে না

সূরা হুজুরাত ৪৯ ঃ ১১

১১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কোন পুরুষ যেন কোন পুরুষকে উপহাস না করে : কেননা তারা উপহাসকারীদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর কোন নারীও যেন অন্য কোন নারীকে উপহাস না করে। কেননা, তারা উপহাসকারিনীদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অন্যকে মন্দনামে ডাকবে না। ঈমান আনার পর ফাসিক নাম যুক্ত হওয়া অতি গর্হিত। আর যারা এরূপ কাজ থেকে বিরত না হয়, তারাই প্রকৃত যালিম।

١١- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ
مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ
عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ
وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ
وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ
بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ
وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

অনুমান করা, পরের দোষ অন্বেষণ করা এবং গীবত করা জঘন্য অপরাধ

সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১২

১২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অনেক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান পাপ। আর তোমরা কারো দোষ অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত

١٢- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ؗ
اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا
وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ○

ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করতে পসন্দ করবে ? তোমরা তো অবশ্যই তা ঘৃণা কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ অধিক তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

আল্লাহ্ আদম ও হাওয়া (আ) থেকে সব মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন

সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩

١٣- يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ○

১৩. হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে এবং তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতিতে ও বিভিন্ন গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান সে ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।

ঈমানের সম্পর্ক অন্তরের সাথে মুখের সাথে নয়

সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৪

١٤- قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

১৪. আরব মরুবাসীরা বলে : আমরা ঈমান এসেছি। আপনি বলে দিন : তোমরা তো ঈমান আন নি, বরং তোমরা বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। আর ঈমান তো এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। কাজেই, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তবে তিনি তোমাদের কর্মসমূহ থেকে একটুও লাঘব করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মু'মিন তারাই, যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুসরণ করে এবং জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে

সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১৫

১৫. প্রকৃত মু'মিন তো তারাই যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি, পরে কখনো সন্দেহ করেনি এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে, তারাই সত্যবাদী।

١٥- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ○

আল্লাহ্ সমস্ত গায়েবের খবর জানেন

সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১৮

১৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের গোপন বিষয় জানেন। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ তা দেখেন।

١٨- اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

শপথ কুরআনের! কাফিররা এজন্য বিস্মিত যে, তাদের একজন তাদেরকে সতর্ক করছেন

সূরা কাফ, ৫০ ঃ ১, ২

১, কাফ! কসম সন্মানিত কুরআনের (আপনি সতর্ককারী)।

١- قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ○

২. কিন্তু কাফিররা এতে বিস্মিত হয়েছে যে, তাদেরই মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন সতর্ককারী এসেছেন! অতএব তারা বলতে লাগল, এতো এক বিস্ময়কর ব্যাপার!

٢- بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ○

কাফিররা পুনরায় জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করে

সূরা কাফ, ৫০ ঃ ৩, ৪, ৫

৩. আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি হয়ে যাব, তখন কি আমরা পুনরায় জীবিত হবো? এরূপ প্রত্যাবর্তন সুদূর পরাহত।

٣- ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌ ۢ بَعِيْدٌ ○

৪. আমি তো জানি, মাটি তাদের কতটুকু ক্ষয় করে এবং আমার কাছে আছে- লাওহে মাহফূয।

৪- قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ○

৫. বরং তাদের কাছে সত্য আসার পর, তারা তা অস্বীকার করেছে; ফলে তারা সংশয়ে দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে।

৫- بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ○

কাফিররা কি আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আল্লাহ্ কি ভাবে তা সৃষ্টি করেছেন?

সূরা কাফ্, ৫০ ঃ ৬

৬. তারা কি তাদের উপরে অবস্থিত আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমি তা কিরূপে নির্মাণ করেছি এবং তাকে সুশোভিত করেছি? আর তাতে কোন ফাটল ও নেই?

৬- اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ○

আল্লাহ্ যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছেন, তাতে সৃষ্টি করেছেন পর্বতমালা এবং সব ধরনের বস্তু

সূরা কাফ্, ৫০ ঃ ৭, ৮

৭. আর আমি যমীনকে বিস্তৃত করেছি এবং তাতে স্থাপন করেছি সুউচ্চ পর্বতমালা এবং তাতে উৎপন্ন করেছি সব ধরনের নয়ন প্রীতিকর বস্তু;

৭- وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ۢبَهِيْجٍ ○

৮. আল্লাহ্, অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য জ্ঞান আহরণ ও উপদেশ গ্রহণের উপকরণ স্বরূপ।

৮- تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ○

আল্লাহ্ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে বাগান, কৃষিজাত শস্য, খেজুর গাছ ও অন্যান্য জিনিস উৎপন্ন করেন বান্দাদের রিযিক হিসেবে

সূরা কাফ্, ৫০ ঃ ৯, ১০

৯. আর আমি আসমান থেকে বরকতময় পানি বর্ষণ করি এবং তা দিয়ে উৎপন্ন করি বাগ-বাগিচা ও কৃষিজাত শস্য,

৯- وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ○

১০. এবং লম্বা খেজুর গাছ, যাতে রয়েছে ঘন সন্নিবেশিত গুচ্ছ।

١٠- وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ○

আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষণ করে মৃত যমীনকে জীবিত করেন। আর মৃতদের তিনি এভাবেই আবার জীবিত করবেন

সূরা কাফ, ৫০ ঃ ১১

১১. আমার বান্দাদের রিযিকের জন্য। আর আমি বৃষ্টি দিয়ে মৃত জনপদকে সঞ্জীবিত করি। এভাবেই মৃত-দেরকে পুনরায় কবর থেকে বের করা হবে।

١١- رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۭ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ○

আল্লাহ্ মানুষের প্রবৃত্তিকে জানেন এবং তিনি মানুষের প্রাণরগের চেয়েও নিকটবর্তী

সূরা কাফ, ৫০ ঃ ১৬

১৬. আর আমিই সৃষ্টি করেছি মানুষ এবং আমি জানি তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা। আর আমি ঘাড়ের রগের চেয়েও তার অধিক নিকটবর্তী।

١٦- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚۖ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ○

দু'জন সংরক্ষক ফিরিশ্তা সব সময় মানুষের সঙ্গে থাকেন এবং তাঁরা যা কিছু করে, ফিরিশ্তারা তা লিখে রাখেন

সূরা কাফ, ৫০ ঃ ১৭, ১৮

১৭. স্মরণ রাখ, যখন গ্রহণকারী দুই ফিরিশ্তা মানুষের ডানে ও বামে বসে তার কাজ-কর্ম লিপিবদ্ধ করে,

١٧- اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ○

১৮. মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তা লিপি-বদ্ধ করার জন্য একজন অপেক্ষমান সদা প্রস্তুত প্রহরী তার কাছে বিদ্যমান থাকে।

١٨- مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ○

মানুষ অবশ্যই মরবে এ থেকে পরিত্রাণ নেই

সূরা কাফ্, ৫০ ঃ ১৯

১৯. আর মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যই আসবে। এ থেকেই তুমি অব্যাহতি চাইতে।

١٩-وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ○

ফিরিশ্‌তা আমলনামা পেশ করবে এবং কাফিরদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে

সূরা কাফ্, ৫০ ঃ ২৪, ২৫

২৪. বলা হবে ঃ তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক কঠোর হঠকারী কাফিরকে,

٢٤- اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ○

২৫. নেককাজে প্রবল বাধাদানকারী, সীমা-লংঘনকারী ও সন্দেহপোষণকারীকে।

٢٥- مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ ○

যারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে তারাও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে

সূরা কাফ্, ৫০ ঃ ২৬, ২৭, ২৮

২৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছিল, তাকে তোমরা উভয়ে কঠোর আযাবে নিক্ষেপ কর।

٢٦-الَّذِىْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِى الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ○

২৭. তার সঙ্গী শয়তান বলবে ঃ হে আমাদের রব! আমি তাকে অবাধ্যহতে প্ররোচিত করি নি। বস্তুত সে নিজেই ছিল ঘোর পথ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

٢٧- قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ○

২৮. আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমরা আমার সামনে বাক-বিতণ্ডা করো না। আমি তো পূর্বেই তোমাদের প্রতি আযাবের সতর্কবাণী প্রেরণ করেছি।

٢٨- قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ○

আল্লাহ্‌র ফয়সালার পরিবর্তন হবে না বরং তিনি বান্দাদের প্রতি অবিচার করবেন না

সূরা কাফ্, ৫০ ঃ ২৯

২৯. আমার দরবারে কথার রদ-বদল হয় না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি অবিচার করি না।

٢٩- مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ○

আল্লাহ্ ছয় দিনে আসমান যমীন এবং এর মাঝে যা আছে তা সৃষ্টি করেছেন

সূরা কাফ, ৫০ ঃ ৩৮

৩৮. আমি তো সৃষ্টি করেছি আসমান, যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে ছয়দিনে। আর আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শও করে নি।

٣٨- وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ
وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ○

হে নবী! তারা যা বলে, তাতে আপনি সবর করুন এবং সকাল, সন্ধ্যা ও রাতে আল্লাহ্র তাসবীহ্ পাঠ করুন

সূরা কাফ, ৫০ ঃ ৩৯, ৪০

৩৯. অতএব, আপনি সবর করুন, তারা যা বলে তাতে এবং আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকুন সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে,

৪০. এবং রাত্রিকালে ও তাঁর তাসবীহ্ পাঠ করতে থাকুন এবং সালাতের পরেও।

٣٩- فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ○
٤٠- وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ○

আল্লাহ্ই জীবন-মৃত্যুর মালিক। সবাই তার কাছে ফিরে যাবে

সূরা কাফ, ৫০ ঃ ৪৩, ৪৪

৪৩. আমিই জীবন দান করি এবং আমিই মৃত্যু দেই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন।

৪৪. যেদিন যমীন তাদের উপর বিদীর্ণ হবে, সেদিন তারা দ্রুত বেরিয়ে আসবে। এটিই হাশ্র (সমবেতকরণ), যা আমার পক্ষে অতি সহজ।

٤٣- اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ
وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ○
٤٤- يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ
ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ○

কাফিরদের কথা আল্লাহ্ খুবই অবগত। কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দেয়াই নবী (স)-এর কাজ

সূরা কাফ ৫০ ঃ ৪৫

৪৫. তারা যা বলে, তা আমি জানি; আর আপনি তাদের উপর বল প্রয়োগকারী

٤٥ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ

নন। অতএব, আপনি কুরআনের সাহায্যে তাকে উপদেশ দিতে থাকুন, যে আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে।

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ قف
فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ○

কিয়ামত অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে, এবং সকলেই স্ব-স্ব কর্মফল ভোগ করবে। যে কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে সত্য ভ্রষ্ট

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০

৫. তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই সত্য।

٥- اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ○

৬. কর্মফলের জন্য বিচার অবশ্যই সংঘটিত হবে।

٦- وَّ اِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ○

৭. কসম বহুপথ বিশিষ্ট আসমানের,

٧ وَالسَّمَاۤءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ○

৮. তোমরা তো নানাবিধ মত পোষণ করছ।

٨- اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ○

৯. কুরআন থেকে সে-ই মুখ ফিরিয়ে নেয়, যে সত্যভ্রষ্ট।

٩- يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ○

১০. ধ্বংস হোক ভিত্তিহীন উক্তিকারীরা।

١٠- قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ○

কাফিররা কিয়ামতের দিন সম্পর্কে প্রশ্ন করে। সেদিন তাদের জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ করা হবে

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ১১. ১২, ১৩, ১৪, ১৫

১১. যারা মূর্খতার মধ্যে উদাসীন হয়ে রয়েছে।

١١- الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ○

১২. তারা জিজ্ঞাসা করে ঃ বিচারের দিন করে আসবে ?

١٢- يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ○

১৩. আপনি বলুন ঃ যেদিন তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে,

١٣- يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ○

১৪. এবং বলা হবে ঃ তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এ শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে।

١٤- ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ط هٰذَا
الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ○

১৫. নিশ্চয় সেদিক মুত্তাকীরা থাকবে উদ্যান ও নহরসমূহের মাঝে।

١٥- اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ○

যারা নেক্‌কার, মুত্তাকী, তারা জান্নাতে যাবে। এরা রাতে কম ঘুমায় এবং শেষ রাতে আল্লাহ্‌র দরবারে মাগফিরাত কামনা করে

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

১৬. তারা সানন্দে গ্রহণ করতে থাকবে, যা তাদের রব তাদেরকে দান করবেন। কেননা, তারা ইতিপূর্বে নেক্‌কার ছিল।

১৭. তারা রাত্রিকালে খুব কমই নিদ্রা যেত,

১৮. এবং রাতের শেষ প্রহরে তারা আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করত।

১৯. আর তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক্ ছিল।

١٦- اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ○

١٧- كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ○

١٨- وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ○

١٩- وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّاۗىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○

বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন আছে, এমন কি মানবদেহেও

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ২০, ২১

২০. নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে,

২১. এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে ও। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?

٢٠- وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ○

٢١- وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۭ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○

আল্লাহ্‌ আসমান ও যমীন সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪৭, ৪৮

৪৭. আর আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আসমানকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি অবশ্যই মহা-ক্ষমতাশালী।

৪৮. আর আমি যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছি এবং আমি কত সুন্দরভাবে বিছিয়েছি!

٤٧- وَالسَّمَاۗءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ○

٤٨- وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ

আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন ইলাহ্‌ নেই, এ কথা বলায় তারা নবী (স)-কে যাদুকর ও পাগল বলে

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫২, ৫৩

৫২. এভাবে, যখনই তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট কোন রাসূল এসেছে, তখন তারা

٥٢- كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا

বলেছে ঃ তুমি তো এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ!

سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ○

৫৩. তারা কি একে অপরকে এ কথায়ই ওসীয়াত করে আসছে ? বস্তুত তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

٥٣- اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ○

কাফিররা সীমালংঘনকারী, তাই আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং উপদেশ দিতে থাকুন

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫৪, ৫৫

৫৪. অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন, এতে আপনার প্রতি কোন দোষ আরোপ করা হবে না।

٥٤- فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ○

৫৫. আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কেননা, উপদেশ মু'মিনদের উপকারে আসবে।

٥٥- وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى
تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

আল্লাহ্ জিন ও ইনসানকে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের কাছে রিযিক চান না, বরং তিনি সকলের রিযিকদাতা

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫৬, ৫৭, ৫৮

৫৬. আমি সৃষ্টি করেছি জিন্ ও ইনসানকে কেবলমাত্র এজন্য যে, যেন তারা আমারই ইবাদত করে।

٥٦- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ
اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ○

৫৭. আমি তাদের কাছে রিযিক চাই না এবং এটাও কামনা করি না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে।

٥٧- مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ
وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ○

৫৮. আল্লাহ্ নিজেই তো রিযিকদাতা, অসীম শক্তিমান, প্রবল পরাক্রান্ত।

٥٨- اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ○

মক্কার কাফিরদের জন্য শাস্তির পালা নির্ধারিত আছে, যেমন পূর্ববর্তী যালিম কাওমের জন্য ছিল

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫৯, ৬০

৫৯. নিশ্চয় এসব যালিমদের জন্য শাস্তির পালা নির্ধারিত আছে, যেমন তাদের

٥٩- فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا

مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ○

অতীতকালের সম-মতাবলম্বীদের জন্য পালা নির্ধারিত ছিল। সুতরাং তারা এর জন্য যেন আমার কাছে তাড়াহুড়া না করে।

٦٠- فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ○

৬০. অতএব কাফিরদের জন্য বড়ই সর্বনাশ হবে সেদিন, যেদিনের প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হচ্ছে।

আল্লাহ্‌র শাস্তি অবধারিত, যা রোধ করার কেউ নেই। কিয়ামতের দিন আসমান থরথর করে কাঁপবে, পর্বতমালা দ্রুত চলতে থাকবে। সেদিন কাফিরদের ধাক্কাতে ধাক্কাতে জাহান্নামে নেয়া হবে। এ হবে তাদের কৃতকর্মের ফল

সূরা তূর, ৫২ ঃ ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

٧- إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ○

৭. নিশ্চয় আপনার রবের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী,

٨- مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ○

৮. কেউ-ই তা প্রতিরোধ করতে পারবে না।

٩- يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ○

৯. যেদিন আসমান প্রবলভাবে থরথর করে কাঁপতে থাকবে,

١٠- وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ○

১০. এবং পর্বতমালা দ্রুত চলতে থাকবে,

١١- فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ○

১১. সেদিন বড়ই দুর্ভোগ হবে মিথ্যাবাদীদের জন্য,

١٢- الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ○

১২. যারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কাজে অনর্থকভাবে লিপ্ত থাকে।

١٣- يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ○

১৩. যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মেরে মেরে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে,

١٤- هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ

১৪. এবং বলা হবে ঃ এ-ই সেই আগুন, যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।

١٥- أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ○

১৫. এটা কি যাদু, না তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?

১৬. তোমরা এতে প্রবেশ কর। এরপর তোমরা সবর কর, অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমাদের তো কেবল তাঁরই প্রতিফল দেয়া হবে, যা তোমরা করতে।

١٦- اِصْلَوْهَا
فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۗ
اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

হে নবী! আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। আপনি গণক বা কবি নন। কাফিররা আপনার মৃত্যু কামনা করে

সূরা তূর, ৫২ ঃ ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩

২৯. অতএব আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। আপনার রবের অনুগ্রহে আপনি গণক ও নন এবং পাগল ও নন।

٢٩- فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ
بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ○

৩০. তবে কি তারা বলে যে, এ ব্যক্তি একজন কবি? আমরা তার জন্য মৃত্যুর বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করছি।

٣٠- اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ
نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ○

৩১. আপনি বলুন ঃ তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতিক্ষারত আছি।

٣١- قُلْ تَرَبَّصُوْا
فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ○

৩২. তাদের বুদ্ধি কি এ বিষয়ে তাদেরকে আদেশ করে, অথবা তারা সীমালংঘন-কারী কাওম!

٣٢- اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ
اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ○

৩৩. তারা কি বলে যে, এ কুরআন তিনি নিজে রচনা করে নিয়েছেন? বরং তারা তো ঈমান আনে না।

٣٣- اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ
بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ○

কাফিররা এ কুরআনকে অস্বীকার করে। তারা সত্যবাদী হলে এরূপ কোন বাণী রচনা করুক

সূরা তূর, ৫২ ঃ ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭

৩৪. তবে তারা এরূপ কোন বাণী রচনা করে উপস্থিত করুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়।

٣٤- فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ
اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ○

৩৫. তারা কি সৃজিত হয়েছে কোন স্রষ্টা ব্যতিরেকে আপনা-আপনিই, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা ?

٣٥- اَمۡ خُلِقُوۡا مِنۡ غَیۡرِ شَیۡءٍ اَمۡ هُمُ الۡخٰلِقُوۡنَ ۝

৩৬. অথবা কি তারা সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন ? বরং তারা তো বিশ্বাস করে না।

٣٦- اَمۡ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ بَلۡ لَّا یُوۡقِنُوۡنَ ۝

৩৭. তাদের কাছে কি আপনার রবের ভাণ্ডার রয়েছে, না তারাই এ সব কিছুর নিয়ন্তা ?

٣٧- اَمۡ عِنۡدَهُمۡ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمۡ هُمُ الۡمُصَۜیۡطِرُوۡنَ ۝

আসমানে আরোহণ করার জন্য তাদের কাছে কি কোন সিড়ি আছে?

সূরা তূর, ৫২ ঃ ৩৮, ৩৯

৩৮. তাদের কাছে কি কোন সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা আসমানের কথাবার্তা শ্রবণ করে ? তবে তাদের মধ্যে যে শ্রবণ করে আসে, সে কোন স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক !

٣٨- اَمۡ لَهُمۡ سُلَّمٌ یَّسۡتَمِعُوۡنَ فِیۡهِ ۚ فَلۡیَاۡتِ مُسۡتَمِعُهُمۡ بِسُلۡطٰنٍ مُّبِیۡنٍ ۝

৩৯. তবে কি আল্লাহ্র জন্য কণ্যা সন্তান এবং তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান ?

٣٩- اَمۡ لَهُ الۡبَنٰتُ وَ لَكُمُ الۡبَنُوۡنَ ۝

আপনি তাদের কাছে কোন বিনিময় চাচ্ছেন, যা তারা বোঝা মনে করছে?

সূরা তূর, ৫২ ঃ ৪০

৪০. আপনি কি তাদের কাছে কোন বিনিময় চাচ্ছেন, যে, তা তাদের কাছে ভারী বোঝা মনে হচ্ছে ?

٤٠- اَمۡ تَسۡـَٔلُهُمۡ اَجۡرًا فَهُمۡ مِّنۡ مَّغۡرَمٍ مُّثۡقَلُوۡنَ ۝

তারা কি গায়েবের খবর রাখে যা তারা লিখে রাখে?

সূরা তূর, ৫২ ঃ ৪১

৪১. অথবা তাদের কাছে কি কোন গায়েবী জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিখে রাখে ?

٤١- اَمۡ عِنۡدَهُمُ الۡغَیۡبُ فَهُمۡ یَكۡتُبُوۡنَ ۝

আখিরাতে কাফিররাই তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হবে

সূরা তূর, ৫২ ঃ ৪২

৪২. অথবা তারা কি কোন ষড়যন্ত্র করতে ইচ্ছা করে ? পরিণামে কাফিররাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার।

٤٢- اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ؕ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ○

আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি পবিত্র, মহান

সূরা তূর, ৫২ ঃ ৪৩, ৪৪

৪৩. আল্লাহ্ ছাড়া তাদের কি অন্য উপাস্য আছে? তাদের শিরক থেকে আল্লাহ্ পবিত্র মহান!

٤٣- اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৪৪. আর তারা যদি আসমানের কোন খণ্ডকে পতিত হতে দেখে, তবে তারা বলবে ঃ এটা তো স্তরে স্তরে জমাট মেঘমালা।

٤٤- وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ○

কিয়ামতের শাস্তি ভোগ করার আগ পর্যন্ত আপনি কাফিরদের ছেড়ে দিন। সেদিন তারা কোন সাহায্য প্রাপ্ত হবে না

সূরা তূর, ৫২ ঃ ৪৫, ৪৬

৪৫. অতএব আপনি তাদেরকে নিজ অবস্থায় থাকতে দিন, যে পর্যন্ত না তারা তাদের সেই দিনের সন্মুখীন হয়, যেদিন তারা কঠিন আযাবে আক্রান্ত হবে।

٤٥- فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ○

৪৬. সেদিন তাদের চক্রান্ত কোন কাজে আসবে না এবং তারা কোন সাহায্য ও প্রাপ্ত হবে না।

٤٦- يَوْمَ لَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

যালিমদের জন্য অনেক শাস্তি রয়েছে

সূরা তূর, ৫২ ঃ ৪৭

৪৭. আর যারা যালিম, তাদের জন্য এ ছাড়া ও আরো শাস্তি রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

٤٧- وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

হে নবী! আপনি সবর করুন এবং আপনার রবের তাসবীহ্ পাঠ করুন সকাল সন্ধ্যায় এবং রাতে

সূরা তূর, ৫২ ঃ ৪৮, ৪৯

৪৮. আর আপনি সবরের সাথে অপেক্ষা করুন-আপনার রবের হুকুমের জন্য। আপনি তো আছেন আমার চোখের সামনে। আপনি আপনার রবের সপ্রশংস তাসবীহ্ পাঠ করুন-যখন আপনি নিদ্রা থেকে উঠেন,

৪৯. এবং আপনি তাঁর তাসবীহ্ পাঠ করুন-রাতের কিছু অংশে ও তারকার অস্তগমনের পরেও।

٤٨-وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ○

٤٩-وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ○

আসমান-যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র, তিনি ভাল কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার এবং খারাপ কাজের জন্য শাস্তি দিবেন

সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ৩১

৩১. আর যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে তা সবই আল্লাহ্‌র, যাতে তিনি যারা মন্দকাজ করে তাদেরকে তাদের কাজের প্রতিফল দেন এবং যারা নেককাজ করে, তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার।

٣١-وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۙ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ○

আল্লাহ্ আদম (আ) কে মাটি থেকে এবং পরে ভ্রূণরূপে মায়ের গর্ভে মানুষ সৃষ্টি করেন। তিনি ভাল জানেন-কে মুত্তাকী?

সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ৩২

৩২. তারা এরূপ যে, কবীরা গুনাহ থেকে এবং অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে, সগীরা গুনাহ ব্যতিরেকে, নিশ্চয় আপনার রব ব্যাপক ক্ষমাশীল। আল্লাহ্ তোমাদের সম্পর্কে ভাল জানেন-যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেন এবং যখন তোমরা ভ্রূণরূপে তোমাদের মায়ের গর্ভে ছিলে। অতএব

٣٢-اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ۙ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۙ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ

তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করো না। তিনিই ভাল জানেন-মুত্তাকী কে ?

فَلَا تُزَكُّوٓا اَنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ○

চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হয়ে গেছে, কিয়ামত নিকটবর্তী। কাফিররা একে যাদু বলে

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১, ২, ৩, ৪

১. কিয়ামত আসন্ন, আর চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হয়ে গেছে।

١-اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ○

২. তারা যদি কোন মু'জিযা দেখে, তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে ঃ এটা তো চিরাচরিত যাদু।

٢-وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا
وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ○

৩. আর তারা তো সত্যকে অস্বীকার করছে এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে, প্রত্যেক বিষয়ই যথাসময়ে স্থিরীকৃত হয়।

٣-وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ
وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ○

৪. তাদের কাছে তো এসেছে এমন সংবাদ, যাতে রয়েছে সতর্কবাণী।

٤-وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ
مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ○

কিয়ামতের দিন কাফিররা নতমুখে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় কবর থেকে বের হবে এবং বলবে ঃ এ তো বড় কঠিন দিন!

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫, ৬, ৭, ৮

৫. পরিপূর্ণ জ্ঞান; তবে এই সতর্কবাণী তাদের কোন উপকারে আসেনি।

٥-حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ○

৬. অতএব আপনি এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। যেদিন এক আহবানকারী আহবান করবে এক অপ্রীতিকর বিষয়ের দিকে,

٦-فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ
يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَیْءٍ نُّكُرٍ ○

৭. সেদিন তারা অবনমিত নেত্রে কবর থেকে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় বের হবে।

٧-خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ
مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ○

৮. তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আহবানকারীর দিকে দৌড়াতে থাকবে। কাফিররা বলবে ঃ এ তো বড় কঠিন দিন!

٨-مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ۖ
يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ○

আল্লাহ্ কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছেন

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৩২

৩২. **আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে** দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

٣٢- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

আল্লাহ্ সব কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৪৯

৪৯. **আমি** তো সৃষ্টি করেছি প্রত্যেক বস্তু নির্ধারিত পরিমাণে।

٤٩- اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ○

কিয়ামত চোখের পলকে অনুষ্ঠিত হবে

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫০

৫০. আর আমার আদেশ তো এক মুহূর্তের ব্যাপার, চোখের পলকের মত।

٥٠- وَمَآ اَمْرُنَآ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِالْبَصَرِ ○

আল্লাহ্ পূর্ববর্তী কাফিরদের ধ্বংস করেছেন। অতএব তোমরা সাবধান। তোমাদের সব কিছুই আমলনামায় আছে

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫১, ৫২

৫১. আমি তো ধ্বংস করেছি তোমাদের সমপন্থী দলগুলোকে। অতএব এ থেকে কেউ উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

٥١- وَلَقَدْ اَهْلَكْنَآ اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

৫২. **আর তারা** যা কিছু করেছে, তা সবই আমলনামায় আছে।

٥٢- وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ ○

মুত্তাকীরা জান্নাতে থাকবে, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫৩, ৫৪, ৫৫

৫৩. তাতে ছোট ও বড় সব কিছুই লিপিবদ্ধ আছে।

٥٣- وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ○

৫৪. **নিশ্চয়** মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও নহরসমূহের মাঝে,

٥٤- اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ○

৫৫. উপযুক্ত আসনে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে।

٥٥- فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ

আল্লাহ্ কুরআন নাযিল করেছেন, মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন

সূরা রাহ্‌মান, ৫৫ ঃ ১, ২, ৩, ৪

১. দয়াময় আল্লাহ্,

١- اَلرَّحْمٰنُ ○

২. তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন,

٢- عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ○

৩. তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ,

٣- خَلَقَ الْاِنْسَانَ ○

৪. তিনিই তাকে শিখিয়েছেন কথা বলতে।

٤- عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○

আল্লাহ্‌র নির্দেশে চন্দ্র-সূর্য আবর্তিত হয়। সবই আল্লাহ্‌র অনুগত, তিনি সুউচ্চ আসমান সৃষ্টি করেছেন, ইনসাফ কায়েম করতে বলেছেন

সূরা রাহ্‌মান, ৫৫ ঃ ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

৫. সূর্য ও চন্দ্র হিসাবমত আবর্তন করে,

٥- اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ○

৬. আর তৃণলতা ও বৃক্ষ উভয়ই তাঁর অনুগত,

٦- وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ○

৭. তিনি আসমানকে করেছেন সুউচ্চ এবং মানদণ্ড স্থাপন করেছেন,

٧- وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ○

৮. যেন তোমরা ওযনের মধ্যে কম-বেশি না কর,

٨- اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ○

৯. আর ইনসাফের সাথে তোমরা ওযন কায়েম কর এবং ওযনে ও পরিমাপে কম দিও না।

٩- وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ○

আল্লাহ্ যমীন সৃষ্টি করেছেন, যেখানে রয়েছে ফলমূল, খেজুর গাছ শস্যদানা ও সুগন্ধি গুল্ম

সূরা রাহ্‌মান, ৫৫ ঃ ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

১০. তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করিয়াছেন সৃষ্ট জীবের জন্য ;

١٠- وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ○

১১. সেখানে রয়েছে নানা প্রকার ফলমূল ও খোসাযুক্ত খেজুরের গাছ,

١١- فِيهَا فَاكِهَةٌ ۙ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ○

১২. এবং খোসা বিশিষ্ট শস্যদানা ও সুগন্ধ গুল্ম।

١٢- وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ○

১৩. অতএব হে জিন্ ও ইনসান! তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

١٣- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

১৪. তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পোড়া মাটির পাত্রের মত মৃত্তিকা থেকে,

١٤- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ○

১৫. এবং তিনিই জিন্‌কে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে।

١٥- وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ○

১৬. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

١٦- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

আল্লাহ্ উদয় ও অস্তাচলের রব, তিনি নদ-নদী, সাগর সৃষ্টি করেছেন, যা থেকে তিনি মুক্তা ও প্রবাল বের করেন

সূরা রাহ্মান, ৫৫ ঃ ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩

১৭. তিনিই দুই উদয়াচলের রব এবং তিনিই দুই অস্তাচলের রব।

١٧- رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ○

১৮. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে ?

١٨- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

১৯. তিনিই মুক্তভাবে প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া, যারা পরস্পর মিলিত হয়ে থাকে,

١٩- مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ○

২০. কিন্তু উভয়ের মাঝে রয়েছে এক পর্দা, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।

٢٠- بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ○

২১. অতএব তোমরা উভয়ে তামাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে ?

٢١- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

২২. উভয় দরিয়া থেকে বের হয় মুক্তা ও প্রবাল।

٢٢- يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ○

২৩. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে ?

٢٣- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে দরিয়ায় চলে বড়-বড় জাহাজ

সূরা রাহ্‌মান, ৫৫ ঃ ২৪, ২৫

২৪. তাঁরই আয়ত্তাধীন দরিয়ায় বিচরণশীল পর্বতসদৃশ জাহাজসমূহ।

২৫. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٢٤- وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۝

٢٥- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সৃষ্ট ধ্বংসশীল, কেবল অবশিষ্ট থাকবেন আল্লাহ্‌

সূরা রাহ্‌মান, ৫৫ ঃ ২৬, ২৭, ২৮

২৬. যমীনের উপর যা কিছু আছে, তা সবই ধ্বংসশীল,

২৭. আর অবশিষ্ট থাকবে কেবল আপনার রবের সত্তা, যিনি অধিপতি মহত্ত ও মহানুভবতার।

২৮. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٢٦- كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝

٢٧- وَّ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ ۝

٢٨- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে

সূরা রাহ্‌মান, ৫৫ ঃ ২৯, ৩০

২৯. তাঁরই নিকট প্রার্থনা করে আসমান ও যমীনে যারা আছে সকলেই। তিনি সর্বদা মহান কাজে রত আছেন।

৩০. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٢٩- يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ۝

٣٠- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

আল্লাহ্‌ কিয়ামতের দিন জিন্‌ ও ইনসানের হিসাব গ্রহণ করবেন

সূরা রাহ্‌মান, ৫৫ ঃ ৩১, ৩২

৩১. হে জিন্‌ ও ইনসান! আমি শীঘ্রই তোমাদের হিসাব নিকাশের প্রতি মনোনিবেশ করব।

৩২. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٣١- سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۝

٣٢- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

হে জিন্ ও ইনসান! আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া তোমরা আসমান ও যমীনের সীমানা পেরিয়ে কোথাও যেতে পারবে না

সূরা রাহ্মান, ৫৫ ঃ ৩৩, ৩৪

৩৩. হে জিন ও ইনসান! যদি তোমাদের ক্ষমতা থাকে আসমান ও যমীনের সীমানা অতিক্রম করে বের হয়ে যাওয়ার, তবে বের হয়ে যাও, কিন্তু ক্ষমতা ব্যতিরেকে তোমরা বের হতে পারবে না।

৩৪. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٣٣- يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ أَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوْا ۗ لَا تَنْفُذُوْنَ إِلَّا بِسُلْطٰنٍ ○

٣٤- فَبِأَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

হে জিন্ ও ইনসান! তোমাদের উপর যখন অগ্নি শিখা ও ধোয়া নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তোমরা তা প্রতিহত করতে পারবে না

সূরা রাহ্মান, ৫৫ ঃ ৩৫, ৩৬, ৩৭

৩৫. তোমাদের উভয় জাতির উপর নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিশিখা ও ধূম্ররাশি, তখন তোমরা তা প্রতিহত করতে পারবে না।

৩৬. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

৩৭. যেদিন আসমান বিদীর্ণ হবে, সেদিন তা লাল রঙে রঞ্জিত চামড়ার মত লাল হয়ে যাবে।

٣٥- يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ○

٣٦- فَبِأَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

٣٧- فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ○

কিয়ামতের দিন আসমান বিদীর্ণ হবে, সেদিন কারো অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না; বরং অপরাধীদের চেনা যাবে তাদের চেহারা দেখে এবং তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে

সূরা রাহ্মান, ৫৫ ঃ ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২

৩৮. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٣٨- فَبِأَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৩৯. সেদিন কারো অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না-কোন মানুষকে আর না কোন জিন্‌কে।

٣٩- فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ○

৪০. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٤٠- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৪১. অপরাধীদের চেনা যাবে তাদের চেহারা দেখে, তাদের মাথার চুল ও পা ধরে টেনে নেয়া হবে হবে জাহান্নামে।

٤١- يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ○

৪২. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٤٢- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

এটা সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত। সেখানে তারা আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে

সূরা রাহ্‌মান, ৫৫ ঃ ৪৩, ৪৪, ৪৫

৪৩. এটাই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত,

٤٣- هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ○

৪৪. তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মাঝে ছুটাছুটি করতে থাকবে।

٤٤- يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ○

৪৫. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٤٥- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

কিয়ামত হবেই। এতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন কেউ সন্মানিত এবং কেউ অপদস্ত হবে

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ১, ২, ৩

১. যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে,

١- اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○

২. যা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই,

٢- لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ○

৩. কতককে করবে নীচ এবং কতককে করবে সমুন্নত।

٣- خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ○

কিয়ামতের দিন যমীন প্রকম্পিত হবে, পাহাড় ভেঙে চুরমার হয়ে ধূলি-কণায় পরিণত হবে

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ৪, ৫, ৬, ৭

৪. যখন যমীন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে,	٤- إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ○
৫. আর পাহাড়-পর্বত ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে,	٥- وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ○
৬. ফলে তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে,	٦- فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ○
৭. আর তোমরা তিন ভাগে বিভক্ত হবে।	٧- وَّكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ○

সেদিন মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হবে-ডানপন্থী, বামপন্থী এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত তারা জান্নাতী হবে

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

৮. বস্তুত ডান দিকের দল, কতই না ভাগ্যবান সেই ডান দিকের দল!	٨- فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ
৯. আর যারা বাম দিকের দল, কতই না হতভাগ্য সেই বাম দিকের দল!	٩- وَأَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ○
১০. আর যারা অগ্রবর্তী, তারা তো অগ্রবর্তীই,	١٠- وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ○
১১. তারাই আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত।	١١- أُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ○
১২. তারা থাকবে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে।	١٢- فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○
১৩. এদের বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে,	١٣- ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ○
১৪. এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে।	١٤- وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ○

কিয়ামতের দিন বাম পন্থীরা হবে হতভাগ্য। তারা দোযখের আগুন, ফুটন্ত পানি ও ধোয়ার মধ্যে থাকবে। দুনিয়াতে তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত ছিল

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬

৪১. আর বাম দিকের দল, কতই না হতভাগ্য বাম দিকের দল,	٤١- وَأَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَا أَصْحٰبُ الشِّمَالِ ○

৪২. তারা থাকবে আগুন ও ফুটন্ত পানির মাঝে,

٤٢- فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ○

৪৩. এবং কাল বর্ণের ধোঁয়ার ছায়ায়,

٤٣- وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ○

৪৪. যা ঠাণ্ডাও নয় এবং আরামদায়কও নয়।

٤٤- لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ○

৪৫. তারা তো ইতিপূর্বে মত্ত ছিল ভোগ-বিলাসে,

٤٥- اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ○

৪৬. আর তারা সর্বদা গুরুতর পাপ কাজে লিপ্ত থাকত।

٤٦- وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ
عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ○

জাহান্নামীরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করত

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ৪৭, ৪৮

৪৭. তারা বলত, যখন আমরা মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, এরপরও কি আমরা জীবিত হয়ে উত্থিত হব ?

٤٧- وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ۬ اَئِذَا مِتْنَا
وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ○

৪৮. আর আমাদের পূর্বপুরুষগণও ?

٤٨- اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ○

কিয়ামতের দিন সকলকে একত্র করা হবে। কাফিরদের খাদ্য হবে যাক্কুম বৃক্ষ, তাদের পান করানো হবে ফুটন্ত পানি, এ হবে তাদের আপ্যায়ন

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬

৪৯. (হে রাসূল!) আপনি বলে দিন ঃ নিশ্চয়ই, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী-

٤٩- قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ○

৫০. সবাইকে একত্র করা হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে।

٥٠- لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ۬ اِلٰى مِيْقَاتِ
يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ○

৫১. এরপর হে বিপথগামী মিথ্যারোপ-কারীরা,

٥١- ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ○

৫২. তোমাদেরকে অবশ্যই ভক্ষণ করতে হবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে,

٥٢- لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ○

৫৩. তারপর তা দিয়ে তোমাদের উদর পূর্ণ করতে হবে,

٥٣- فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ○

৫৪. এরপর তোমাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি

٥٤- فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ○

৫৫. আবার সেই পান করাও হবে পিপাসার্ত উটের ন্যায়।

٥٥- فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ○

৫৬. এটাই হবে কিয়ামতের দিন তাদের আপ্যায়ন।

٥٦- هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ○

আল্লাহ্ মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সকলের জন্য মৃত্যুর সময় নির্ধারিত করে রেখেছেন

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২

৫৭. আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছ না?

٥٧- نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ○

৫৮. তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে?

٥٨- اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ○

৫৯. তা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি তার স্রষ্টা?

٥٩- ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗ
اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ○

৬০. আমিই তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারিত করে রেখেছি এবং আমি অক্ষম নই-

٦٠- نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ
وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ○

৬১. তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের মত অন্যদের নিয়ে আসতে এবং তোমাদের এমন আকৃতি দান করতে, যা তোমরা জান না।

٦١- عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ
وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৬২. আর তোমরা তো জানতে পেরেছ প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে, তবে কেন তোমরা অনুধাবন কর না?

٦٢- وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى
فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

আল্লাহ্ বীজ থেকে শস্য উৎপাদন করেন

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮

৬৩. তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্বন্ধে তোমরা ভেবে দেখেছ কি?

٦٣- اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ○

৬৪. তা কি তোমরাই উৎপন্ন করে থাক, না আমি তার উৎপন্নকারী?

٦٤- ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ
اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ○

৬৫. আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে অবশ্যই তা খড়-কুটায় পরিণত করে দিতে পারি; তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে-

٦٥- لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ○

৬৬. আর বলবে, আমরা তো ঋণের দণ্ডে আবদ্ধ হলাম,

٦٦- اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ○

৬৭. বরং আমরা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হলাম।

٦٧- بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ○

৬৮. তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ কি ?

٦٨- اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ○

আল্লাহ্ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ৬৯, ৭০

৬৯. তোমরাই কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আনো, না আমি তার বর্ষণকারী ?

٦٩- ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ○

৭০. যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে তা করে দিতে পারি তিক্ত-বিস্বাদ, তবুও কেন তোমরা শোকর করবে না ?

٧٠- لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ○

আল্লাহ্ আগুন জ্বালাবার জন্য বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন। এ সবই আল্লাহ্‌র নিদর্শন

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮০

৮০. তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে আগুন উৎপন্ন করেন। এরপর তোমরা তা থেকে আরো আগুন প্রজ্জ্বলিত কর।

٨٠- الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ○

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬

৭১. তোমরা যে আগুন জ্বালাও, সে সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ কি ?

٧١- اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ○

৭২. তোমরাই কি তার বৃক্ষ সৃষ্টি করেছ, না আমি তার স্রষ্টা ?

٧٢- ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ ○

৭৩. আমিই একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের জন্য হিতকর বস্তু।

٧٣- نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ○

৭৪. অতএব আপনি আপনার মহান রবের নামে তাসবীহ্ পাঠ করুন।

٧٤- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ○

নূহের মহা-প্লাবনের বর্ণনা

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

১১. আর আমি খুলে দিলাম আসমানের দরজাসমূহ মুশলধারে বারি বর্ষণের মাধ্যমে,

١١- فَفَتَحْنَآ أَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ○

১২. এবং যমীন থেকে জারি করে দিলাম ফোয়ারসমূহ ; তারপর আসমান ও যমীনের পানি মিলিত হলো এক অবধারিত ব্যাপারের জন্য।

١٢- وَّفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ○

১৩. আর আমি নূহ্‌কে আরোহণ করালাম তখ্‌তা ও পেরেক নির্মিত এক নৌযানে,

١٣- وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ○

১৪ যা চলত আমার চোখের সামনে। এ ছিল পুরস্কার তার জন্য যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

١٤- تَجْرِيْ بِأَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ○

নূহের কিস্‌তী এখনও বিদ্যমান

সূরা কামার,৫৪ ঃ ১৫

১৫. আর আমি একে নিদর্শন হিসাবে রেখে দিয়েছি, অতএব আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী ?

١٥- وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

কাওমে আদের উপর আযাবের বিবরণ

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১৯, ২০

১৯. আমি তো আদ সম্প্রদায়ের উপর পাঠিয়েছিলাম এক প্রচণ্ড ঝটিকা, এক নিরবচ্ছিন্ন অশুভ দিনে,

١٩- إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ○

২০. যা মানুষকে এমনভাবে উপড়িয়ে ফেলেছিল, যেন তারা উৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ড।

٢٠- تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ○

কাওমে সামূদের উপর আযাবের বর্ণনা

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৩১

৩১. আমি তো প্রেরণ করেছিলেন সামূদ কাওমের উপর এক বিকট ধ্বনি, ফলে

٣١- إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً

৮৬. অতএব যদি তোমাদের হিসাব-নিকাশ না হবারই হয়,	٨٦-فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ۝
৮৭. তবে কেন তোমরা সে প্রাণকে ফিরিয়ে আন না ? যদি তোমরা সত্যবাদী হও!	٨٧-تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দারা নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে থাকবে সুখ-শান্তির মাঝে। আর কাফিররা থাকবে জাহান্নামে

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬

৮৮. আর যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে হয়,	٨٨-فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝
৮৯. তবে তার জন্য রয়েছে অফুরন্ত সুখ-শান্তি ও নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত।	٨٩-فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ۝
৯০. আর যদি সে ডান দিকের একজন হয়,	٩٠-وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝
৯১. তবে তাকে বলা হবে, সালাম তোমার প্রতি, হে ডান দিকের দলের লোক।	٩١-فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝
৯২. কিন্তু যদি সে সত্য অস্বীকারকারী ও লক্ষ্যভ্রষ্টদের মধ্য থেকে হয়,	٩٢-وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ۝
৯৩. তবে তার আপ্যায়ন হবে ফুটন্ত পানি	٩٣-فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ۝
৯৪. এবং জাহান্নামের দহন দিয়ে।	٩٤-وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ۝
৯৫. এটি তো নিঃসন্দেহে ধ্রুবসত্য।	٩٥-اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ۝
৯৬. অতএব আপনি আপনার মহান রবের নামে তাসবীহ্ পাঠ করুন।	٩٦-فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ পাঠ করে

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১

১. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ পাঠ করে। তিনি পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা।	١-سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব আসমান ও যমীনে, তিনি জীবন ও মৃত্যুর মালিক, তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয় সম্পর্কে অবহিত

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২, ৩

২. আসমান ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি সর্ব-বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٢- لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৩. তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশ্য এবং তিনিই গুপ্ত। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ পরিজ্ঞাত।

٣- هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

আল্লাহ্‌ ছয় দিনে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হন। তিনি জানেন যা যমীনে প্রবেশ করে এবং যা যমীন থেকে বের হয়; যা আসমান থেকে নাযিল হয় এবং যা আসমানে উঠে। তিনি সবার সঙ্গে আছেন এবং সব কিছু দেখেন

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৪

৪. তিনি সেই সত্তা, যিনি ছয় দিনে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি জানেন, যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু যমীন থেকে বের হয়, আর যা কিছু আসমান থেকে নাযিল হয় এবং যা কিছু আসমানে উত্থিত হয়। আর তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যেখানেই থাক না কেন? তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্‌ তা দেখেন।

٤- هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

আসমান ও যমীনের কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। তিনি অন্তর্যামী

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৫, ৬

৫. আসমান ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই আর আল্লাহ্‌রই দিকে সকল বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

٥- لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

৬. তিনি প্রবেশ করান রাতকে দিনের মধ্যে এবং তিনিই প্রবেশ করান দিনকে রাতের মধ্যে আর তিনি অন্তরের যাবতীয় বিষয় সম্যক অবহিত।

٦- يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ
فِي الَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

পার্থিব জীবন খেল-তামাশা, জাকজমক, পারস্পরিক অহমিকা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে একে অন্যের চেয়ে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা মাত্র, যা ছলনাময়

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২০

২০. তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন কেবল খেল-তামাশা, জাকজমক, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে একে অন্যের চেয়ে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা মাত্র। যেমন বৃষ্টির দৃষ্টান্ত-এর দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদের আনন্দ দান করে, পরে তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও; তারপর তা পরিণত হয় খড়-কুটায়। আর আখিরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ক্ষমাও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব জীবন নিছক ছলনাময় ভোগের সমগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়।

٢٠- اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ
وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ
وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۚ
كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ
ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ
حُطٰمًا ۚ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ
وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۚ
وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا
اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○

খারাপ কাজের জন্য গোপন পরামর্শ না করে ভাল কাজের জন্য পরামর্শ করবে

সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ৯

৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, তখন তোমরা পাপকার্য, উৎপীড়ন ও রাসূলের অবাধ্যতাচরণের বিষয়ে পরামর্শ করো না; বরং নেককাজ ও তাক্‌ওয়া সম্পর্কে পরামর্শ কর। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাঁর কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

٩- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا
تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ
الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

মু'মিনদের উচিত আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা

সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ১০

১০. এ কানাঘুষা তো শয়তানের তরফ থেকে হয়ে থাকে-মু'মিনদের দুঃখ দেয়ার জন্য। তবে শয়তান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর একমাত্র আল্লাহ্‌রই উপর মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।

١٠- اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ
لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ
وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

আল্লাহ্‌র শাস্তির মুকাবিলায় ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না

সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ১৭

১৭. তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসবে না আল্লাহ্‌র শাস্তির মুকাবিলায়। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

١٧- لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ
اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ النَّارِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

কাফিররা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সামনে শপথ করবে, কিন্তু তাতে কোন উপকার হবে না। তারা তো মিথ্যাবাদী

সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ১৮

১৮. যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন, তখন তারা আল্লাহ্‌র সামনে শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে থাকে এবং এরূপ ধারণা করবে যে, এতে তাদের কোন কাজ হবে। জেনে রাখ, তারাই মিথ্যাবাদী।

١٨- يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا
فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ
وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ؕ
اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ○

যমীন ও আসমানে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ করে

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ১

১. যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে সব কিছুই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

١- سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আখিরাতের জন্য কী পাঠিয়েছে তা ভেবে দেখ

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ১৮

১৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক, সে আগামীকালের জন্য অগ্রিম কী পাঠিয়েছে! আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত তোমরা যা কর তা।

١٨- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়, তারা পাপাচারী

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ১৯

১৯. আর তোমরা মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ্ তাদের বিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই তো পাপাচারী।

١٩- وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا
اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ۭ
اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

জাহান্নাম ও জান্নাতের অধিবাসীরা সমান নয়। যারা জান্নাতী হবে, তারাই সফলকাম

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ২০

২০. জাহান্নামের অধিবাসীরা এবং জান্নাতের অধিবাসীরা সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতের অধিবাসী, তারাই সফলকাম।

٢٠- لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ
وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۭ
اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَاۗىِٕزُوْنَ ○

আল-কুরআন পাহাড়ের উপর নাযিল হলে তা বিদীর্ণ হয়ে যেত

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ২১, ২২

২১. আমি যদি এ কুরআন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তবে তুমি দেখতে তা আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি মানুষের জন্য এ সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি যাতে তারা চিন্তা করে।

٢١- لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰي جَبَلٍ
لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ
اللّٰهِ ۭ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

২২. তিনিই আল্লাহ্ তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তিনিই দয়াময়, পরম দয়ালু।

٢٢- هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○

আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা। তিনিই মালিক, পবিত্র, শান্তিদাতা, রক্ষাকারী। সর্বশক্তির অধিকারী

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ২৩

২৩. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনিই অধিপতি, পবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদাতা, রক্ষাকারী, পরাক্রমশালী, প্রবল প্রতাপান্বিত, অতীব মহিমান্বিত। তারা যা শরীক করে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র মহান।

٢٣- هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

আল্লাহ্ সৃষ্টিকারী, উদ্ভাবনকারী, রূপকার। তাঁর আছে উত্তম নামসমূহ। যমীন আসমানের সব কিছুই তাঁর তাস্‌বীহ্ করে

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ২৪

২৪. তিনিই আল্লাহ্, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকারী, রূপকার; তাঁর জন্য আছে সুন্দর নামসমূহ। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমাশালী, প্রজ্ঞাময়।

٢٤- هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

মু'মিন নারীদের বায়'আত গ্রহণ সম্পর্কে

সূরা মুমতাহিনা, ৬০ ঃ ১২

১২. হে নবী! মু'মিন নারীগণ যখন আপনার নিকট এসে এ মর্মে বায়'আত করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, তারা চুরি করবে না, তারা ব্যভিচার করবে না, তারা নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনেশোনে কোন অপবাদ রটাবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন আপনি

١٢- يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰۤى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ

তাদের বায়'আত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।	وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ۖ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

যাদের প্রতি আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না

সূরা মুমতাহিনা, ৬০ : ১৩

১৩. ওহে যারা ঈমান এনছ! তোমরা এমন কাওমের সাথে বন্ধুত্ব করো না, যাদের প্রতি আল্লাহ্ রুষ্ট হয়েছেন। তারা তো আখিরাত সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে, যেমন কাফিররা হতাশ হয়েছে কবরস্থদের সম্পর্কে।	١٣- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ○

আসমান যমীনের সব কিছুই আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ করে

সূরা সাফ্‌ফ, ৬১ : ১

১. যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে, সব কিছুই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করে। যিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	١- سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

যা কর না, তা বলা আল্লাহ্ পসন্দ করেন না

সূরা সাফ্‌ফ, ৬১ : ২, ৩

২. ওহে যা ঈমান এনেছ! তোমরা যা কর না - তা বল কেন?	٢- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ○
৩. আল্লাহ্‌র কাছে অতিশয় অসন্তোষজনক তোমাদের এমন কথা বলা, যা তোমরা কর না।	٣- كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ○

আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন, যারা জিহাদে প্রাচীরের ন্যায় সুদৃঢ় থাকে

সূরা সাফ্‌ফ, ৬১ : ৪

৪. নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে যুদ্ধ করে সারিবদ্ধভাবে, যেন তারা সীসা গলানো সুদৃঢ় প্রাচীর।	٤- إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ○

ঐ ব্যক্তি যালিম, যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে

সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ৭

৭. ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক যালিম কে, যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, অথচ তাকে ইসলামের প্রতি আহবান করা হচ্ছে? আল্লাহ্ যালিম কাওমকে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

٧- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

কাফিররা আল্লাহ্‌র দীনের নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, তা সম্ভব নয়

সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ৮

৮. তারা চায় যে, আল্লাহ্‌র নূরকে নিজেদের মুখের ফুঁৎকারেই নিভিয়ে দেয়, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করবেন, যদিও কাফিররা তা অপসন্দ করে।

٨- يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○

আল্লাহ্ সকল ধর্মের উপর ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে প্রেরণ করেছেন

সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ৯

৯. আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়েত ও সত্য দীনসহ, যাতে তিনি সকল ধর্মের উপর ইসলামকে বিজয়ী করে দেন; যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে।

٩- هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○

জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য উপায় হলো আল্লাহ্ ও রাসূলের উপর ঈমান আনা এবং আল্লাহ্‌র পথে জান ও মাল খরচ করা

সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ১০, ১১

১০. ওহে যারা ঈমান এনছ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের কথা বলে দেব না, যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে?

١٠- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

১১. তা এই যে, তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি

١١- تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

এবং জিহাদ করবে আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের জীবন দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে!

আল্লাহ্ মু'মিনদের জান্নাত দান করবেন এবং তাদের সাহায্য করবেন

সূরা সাফ্‌ফ, ৬১ ঃ ১২, ১৩

١٢- يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

১২. আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিবেন তোমাদের গুনাহসমূহ এবং দাখিল করবেন এমন জান্নাতে, প্রবাহিত হতে থাকবে যার নিম্নদেশে নহরসমূহ এবং এমন মনোরম গৃহে যা রয়েছে অনন্তকাল বাসের জন্য। এটাই মহা সাফল্য।

١٣- وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১৩. আর অন্য একটি পার্থিব অনুগ্রহ রয়েছে, যা তোমরা পসন্দ কর। তা হলো ঃ আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। আপনি মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দিন।

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র দীনের সাহায্যকারী হও; যেমন হাওয়ারীরা ঈসা (আ)-কে সাহায্য করেছিল

সূরা সাফ্‌ফ, ৬১ ঃ ১৪

١٤- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِىْۤ اِلَى اللّٰهِ ط قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ج فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ○

১৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র দীনের সাহায্যকারী হয়ে যাও। যেমন ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম হাওয়ারী-দেরকে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে ? তখন হাওয়ারীরা বলেছিল ঃ আমরা আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী হলাম। এরপর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনল এবং একদল কুফরী করল। পরিশেষে আমি যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় সাহায্য করলাম : ফলে তারা বিজয়ী হলো।

আসমান যমীনের সব কিছুই আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ করে

সূরা জুমু‘আ, ৬২ ঃ ১

১. যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে, সব কিছুই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করে, যিনি সর্বময় অধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

١- يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১

১. যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে, সব কিছুই পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহ্‌র; সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١- يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۡ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

আল্লাহ্ মুহাম্মদ (স)-কে রাসূলরূপে মক্কার নিরক্ষর লোকদের কাছে প্রেরণ করেন

সূরা জুমু‘আ, ৬২ ঃ ২, ৩, ৪

২. আল্লাহ্ নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের একজনকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন যিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনান এবং তাদেরকে পবিত্র করেন, আর তাদেরকে কিতাব ও হিক্‌মত শিক্ষা দেন : যদিও তারা ইতিপূর্বে ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।

٢- هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۡ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৩. আর তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে তাদের অন্যান্য লোকদের জন্যও, যারা এখানো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٣- وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৪. এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ্ তো মহা-অনুগ্রহশীল।

٤- ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

মৃত্যু থেকে কারো অব্যাহতি নেই

সূরা জুমু'আ, ৬২ ঃ ৮

৮. আপনি বলুন ঃ তোমরা যে মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়াও, তা একদিন এসে তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। তারপর তোমাদের উপস্থিত করা হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র কাছে এবং তোমাদের জানিয়ে দেয়া হবে সে সব কিছু, যা তোমরা করতে।

٨- قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ
فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ
ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○

মুনাফিকদের পরিচয়

সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ১, ২, ৩

১. যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে, তখন তারা বলে ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাসূল। আর আল্লাহ্ জানেন যে, নিশ্চয় আপনি তো তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

২. তারা নিজেদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। আর তারা লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করে, তা কত মন্দ!

৩. এটা এ কারণে যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে; তাই তারা বুঝতে পারে না।

١- إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ
قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۘ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ط
وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ○

٢- اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً
فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ط
إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

٣- ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا
فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ○

হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফিল না করে

সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৯

৯. ওহে যারা ঈমান এনছ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি

٩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ
أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ج

যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফিল না করে। আর যারা এরূপ করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

আল্লাহ্‌ সব মানুষ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু কেউ কাফির এবং কেউ মু'মিন

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ২

২. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ; এরপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির এবং তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন আর তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ তার সম্যক দ্রষ্টা।

٢- هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ
فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ط
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

আল্লাহ্‌ আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৩

৩. আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে এবং তোমাদের আকৃতি দান করেছেন; আর সুন্দর সুশোভন করেছেন তোমাদের আকৃতি; এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন।

٣- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ
وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ج
وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

আল্লাহ্‌ গোপন এবং প্রকাশ্য সব কিছুর খবর রাখেন

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৪

৪. আল্লাহ্‌ জানেন যা কিছু আছে আসমানে ও যমীনে এবং তিনি জানেন, যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। আর আল্লাহ্‌ তো অন্তর্যামী।

٤- يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ط
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

আল্লাহ্‌ কিয়ামতের দিন সকলকে একত্র করবেন। তিনি মু'মিনদের জান্নাত এবং কাফিরদের জাহান্নামে দাখিল করবেন

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৯, ১০

৯. স্মরণ কর, যে দিন তিনি তোমাদের একত্র করবেন সমবেত হওয়ার দিনে,

٩- يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ
ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ط

وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

সেদিন হবে লাভ লোকসানের দিন। যে ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং নেকআমল করবে, আল্লাহ্ তার গুনাহ মোচন করে দিবেন এবং তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার নিম্নদেশে নহরসমূহ; সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। এটাই হলো মহাসাফল্য।

১০- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

১০. আর যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। কতই না মন্দ সে প্রত্যাবর্তনস্থল!

মু'মিনদের স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যাপারে সতর্কতা

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৪

১৪- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৪. ওহে যারা ঈমান এনছ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। আর যদি তোমরা তাদের মার্জনা কর, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদের ক্ষমা কর; তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ পরীক্ষাস্বরূপ

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৫

১৫- اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

১৫. বস্তুত তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।

আল্লাহ্ সাত আসমান ও সাত যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি জ্ঞানে সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন

সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১২

১২. তিনিই আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং এর অনুরূপ যমীনও; এ সবের মধ্যে নাযিল হয় তাঁর আদেশ, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুকে স্বীয় জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

١٢-اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ○

হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেরা বাঁচ এবং তোমাদের সন্তানদের বাঁচাও জাহান্নামের আগুন থেকে

সূরা তাহ্‌রীম, ৬৬ ঃ ৬

৬. ওহে যারা ঈমান এনছ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে দোযখের সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত নির্মম হৃদয় কঠোর স্বভাব ফিরিশ্‌তাগণ; যারা আল্লাহ্ যা আদেশ করেন তার নাফরমানী করে না; আর তারা তা-ই করে, যা তাদেরকে করতে আদেশ করা হয়।

٦- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

কিয়ামতের দিন কাফিরদের কোন ওজর-আপত্তি গৃহীত হবে না

সূরা তাহ্‌রীম, ৬৬ ঃ ৭

৭. ওহে যারা কুফরী করেছ! তোমরা আজ ওজর পেশ করো না। বস্তুত তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে, যা তোমরা করতে।

٧- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

আল্লাহ্ সব কিছুর মালিক, সর্বশক্তিমান। তিনি হায়াত ও মাউতের মালিক

সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ১

١-تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ۨ ○
٢-الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ
لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ○

১. মহা-মহিমান্বিত সেই সত্তা, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ত, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২. তিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন - কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? আর তিনিই পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

আল্লাহ্ স্তরে স্তরে সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন, যাতে কোন খুঁত নেই। আর তিনি প্রথম আসমানকে প্রদীপমালা দিয়ে সুশোভিত করেছেন

সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ৩, ৪, ৫

٣-الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ط
مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ○
٤- ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ
اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ○
٥- وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا
بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ
وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ○

৩. তিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরে স্তরে। তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে। আবার ফিরাও দৃষ্টি, তুমি কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?

৪. তারপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সে দৃষ্টি তোমার দিকে ফিরে আসবে ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে।

৫. আর আমি তো নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপমালা দিয়ে সুশোভিত করেছি এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানের জন্য বিতাড়নের উপকরণ; আর তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি!

আল্লাহ্ যমীনকে ব্যবহারযোগ্য করেছেন, এতে রয়েছে চলাফেরার জন্য রাস্তা

সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ১৫

١٥- هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا

১৫. তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে করে দিয়েছেন ব্যবহারযোগ্য।

অতএব তোমরা এর রাস্তাসমূহে চলাফেরা কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক থেকে আহার্য গ্রহণ কর। আর তাঁরই কাছে পুনরায় জীবিত হয়ে যেতে হবে।	فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ۖ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ○

আল্লাহ্ যমীনসহ মানুষকে ধসিয়ে দিতে সক্ষম

সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ১৬

১৬. তোমরা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আসমানে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরকে যমীনসহ ধসিয়ে দিবেন না; আর তা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে থাকবে ?	١٦- ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ○

আল্লাহ্ মানুষের প্রতি প্রস্তর বর্ষণকারী ঝড় প্রেরণ করতে সক্ষম

সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ১৭

১৭. অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আসমানে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি এক প্রচণ্ড কংকর বর্ষণকারী ঝড় প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে, আমার ভীতি-প্রদর্শন কেমন ছিল।	١٧- اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ○

পূর্ববর্তী মিথ্যাবাদী অনেক কাওমকে আল্লাহ্ ধ্বংস করেছেন

সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ১৮

১৮. তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা মিথ্যা আরোপ করেছিল; ফলে কিরূপ হয়েছিল আমার শাস্তি!	١٨- وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ○

আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি ও অন্তঃকরণ দিয়েছেন

সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ২৩

২৩. আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের দিয়েছেন	٢٣- قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ

শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

আল্লাহ্ সারা পৃথিবীতে মানুষকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন তিনি সবাইকে সমবেত করবেন

সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ২৪

২৪. আপনি বলুন ঃ তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

٢٤- قُلْ هُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

কিয়ামতের জ্ঞান তো আল্লাহ্‌র কাছে

সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ২৫

২৫. তারা বলে ঃ বল, কখন এ ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে; যদি তোমরা সত্যবাদী হও ?

২৬. আপনি বলুন ঃ এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই কাছে আছে, আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

٢٥- وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

٢٦- قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۪ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

কাফিররা কিয়ামতের দিন সিজ্‌দা করতে সক্ষম হবে না

সূরা কালাম, ৬৮ ঃ ৪২, ৪৩

৪২. স্মরণ কর, পায়ের গোছা উন্মুক্ত করার দিনের কথা, সেদিন তাদের সিজ্‌দা করার জন্য আহবান করা হবে, কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না।

৪৩. তাদের দৃষ্টি অধোমুখী হয়ে থাকবে এবং হীনতা তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে। অথচ যখন তারা সুস্থ সবল ছিল, তখন তাদের সিজ্‌দা করতে আহবান জানানো হতো (কিন্তু তারা সাড়া দিত না)।

٤٢- يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ○

٤٣- خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ○

যারা কুরআনকে অস্বীকার করে, আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দিবেন

সূরা কালাম, ৬৮ ঃ ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭

৪৪. অতএব যারা এই কালামকে অস্বীকার করে, তাদেরকে আমার কাছে ছেড়ে দিন। আমি তাদেরকে এমনভাবে ধীরে-ধীরে পাকড়াও করব যে, তারা জানতেও পারবে না।

٤٤- فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ۚ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৪৫. আর আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত মজবুত।

٤٥- وَاُمْلِيْ لَهُمْ ۚ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ○

৪৬. আপনি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান, যার খেসারতের কারণে তারা ভারাক্রান্ত হচ্ছে ?

٤٦- اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ○

৪৭. অথবা তাদের কাছে কি গায়েবের জ্ঞান আছে, যা তারা লিখে রাখে ?

٤٧- اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ○

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সবর করার নির্দেশ

সূরা কালাম, ৬৮ ঃ ৪৮, ৪৯, ৫০

৪৮. অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন আপনার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়। আপনি মাছওয়ালা ইউনুসের মত হবেন না, যখন সে চিন্তায় বিপদে আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল।

٤٨- فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ○

৪৯. যদি না তার রবের অনুগ্রহ তার সহায় হত, তবে সে লাঞ্ছিত হয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হত।

٤٩- لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ○

৫০. পুনরায় তার রব তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে নেক্কারদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

٥٠- فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

www.almodina.com

কাফিররা কুরআন শুনে বলে ঃ মুহাম্মদ (সা) তো পাগল

সূরা কালাম, ৬৮ ঃ ৫১

৫১. আর কাফিররা যখন কুরআন শোনে, তখন মনে হয় - তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আপনাকে আছড়িয়ে ফেলবে এবং তারা বলে, এ ব্যক্তি তো এক পাগল।

٥١- وَإِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ
بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ
وَيَقُوْلُوْنَ إِنَّهُ لَمَجْنُوْنٌ ○

কুরআন সারা জাহানের জন্য উপদেশস্বরূপ

সূরা কালাম, ৬৮ ঃ ৫২

৫২. অথচ এই কুরআন তো সমগ্র বিশ্বের জন্য উপদেশ মাত্র।

٥٢- وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

কিয়ামত সত্য, সামূদ ও আদ সম্প্রদায় তা অস্বীকার করেছিল

সূরা হাক্কা, ৬৯ ঃ ১, ২, ৩, ৪

১. সুনিশ্চিত সত্য বিষয়।

২. কী সেই সুনিশ্চিত সত্য বিষয়?

৩. আর আপনি কি জানেন, সেই সুনিশ্চিত সত্য বিষয় কি?

৪. অস্বীকার করেছিল সামূদ ও আদ সম্প্রদায় মহাপ্রলয়কে।

١- اَلْحَاقَّةُ ○
٢- مَا الْحَاقَّةُ ○
٣- وَمَا أَدْرٰىكَ مَا الْحَاقَّةُ ○
٤- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ○

আল্লাহ্ কাওমে সামূদকে ধ্বংস করেন বিকট শব্দ দিয়ে এবং আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেন ঝঞ্ঝা বায়ু দিয়ে

সূরা হাক্কা, ৬৯ ঃ ৫, ৬, ৭, ৮

৫. আর সামূদ সম্প্রদায়, তাদের ধ্বংস করা হয়েছিল এক বিকট শব্দ দিয়ে।

৬. আর আদ সম্প্রদায়, তাদের ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দিয়ে।

৭. আল্লাহ্ যে বায়ুকে তাদের উপর চাপিয়ে রেখেছিলেন একাধারে সাত

٥- فَأَمَّا ثَمُوْدُ فَأُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ○
٦- وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ
صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ○
٧- سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ أَيَّامٍ

রাত ও আট দিন পর্যন্ত। তখন তুমি তাদেরকে সেথায় দেখতে পেতে—যেন তারা উৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ডের ন্যায় বিক্ষিপ্তভাবে ভূপাতিত হয়ে রয়েছে।

حُسُومًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ ۙ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ○

৮. অতএব তুমি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পাও কি?

٨- فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ○

কিয়ামতের দিন যখন শিঙগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন আসমান-যমীন চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে

সূরা হাক্কা, ৬৯ ঃ ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

১৩. আর যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে - একটি মাত্র ফুঁক,

١٣- فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ

১৪. এবং যমীন ও পর্বতমালাকে উত্তোলিত করা হবে, এরপর একই ধাক্কায় উভয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে;

١٤- وَّحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ○

১৫. সেদিন সংঘটিত হবে সেই সুনিশ্চিত সত্য ঘটনা মহা-প্রলয়,

١٥- فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○

১৬. আর আসমান হয়ে যাবে বিদীর্ণ এবং সেদিন তা নিস্তেজ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।

١٦- وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ○

কিয়ামতের দিন আটজন ফিরিশ্‌তা আল্লাহ্‌র আরশ বহন করবে

সূরা হাক্কা, ৬৯ ঃ ১৭, ১৮

১৭. এবং ফিরিশ্‌তাগণ আসমানের কিনারায় কিনারায় থাকবে এবং সেদিন আটজন ফিরিশ্‌তা তাদের রবের আরশকে নিজেদের উপর ধারণ করবে।

١٧- وَّالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ○

১৮. সেদিন তোমাদের উপস্থিত করা হবে এবং তোমাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না।

١٨- يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ○

আল-কুরআন সত্য। এটা কোন কবির কথা নয় এবং কোন গণকের কথাও নয়

সূরা হাক্কা, ৬৯ ঃ ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২

৩৮. আমি কসম করছি তার, যা তোমরা দেখ,

৩৮ فَلَآ اُقۡسِمُ بِمَا تُبۡصِرُوۡنَ ○

৩৯. এবং যা তোমরা দেখ না তারও,

৩৯- وَمَا لَا تُبۡصِرُوۡنَ ○

৪০. নিশ্চয় এ কুরআন একজন সম্মানিত ফিরিশ্‌তা কর্তৃক বাহিত বাণী,

٤٠- اِنَّهٗ لَقَوۡلُ رَسُوۡلٍ كَرِيۡمٍ ○

৪১. এবং তা কোন কবির কথা নয়। তোমরা খুব কমই বিশ্বাস কর;

٤١- وَّمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِيۡلًا مَّا تُؤۡمِنُوۡنَ ○

৪২. আর এটা কোন গণকেরও কথা নয়। তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।

٤٢- وَلَا بِقَوۡلِ كَاهِنٍ ؕ قَلِيۡلًا مَّا تَذَكَّرُوۡنَ ○

আল্লাহ্ কুরআন নাযিল করেছেন। এটি নবী (সা)-এর রচনা নয়

সূরা হাক্কা, ৬৯ ঃ ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭

৪৩. এ কুরআন রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে নাযিলকৃত।

٤٣- تَنۡزِيۡلٌ مِّنۡ رَّبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ○

৪৪. তিনি যদি আমার নামে কোন কিছু রচনা করতেন,

٤٤- وَلَوۡ تَقَوَّلَ عَلَيۡنَا بَعۡضَ الۡاَقَاوِيۡلِ ○

৪৫. তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম,

٤٥- لَاَخَذۡنَا مِنۡهُ بِالۡيَمِيۡنِ ○

৪৬. এরপর কেটে ফেলতাম তার হৃৎপিণ্ডের শিরা,

٤٦- ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ الۡوَتِيۡنَ ○

৪৭. আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে।

٤٧- فَمَا مِنۡكُمۡ مِّنۡ اَحَدٍ عَنۡهُ حٰجِزِيۡنَ ○

কুরআন মুত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ

সূরা হাক্কা, ৬৯ ঃ ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২

৪৮. এ কুরআন তো মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই উপদেশ।

٤٨- وَاِنَّهٗ لَتَذۡكِرَةٌ لِّلۡمُتَّقِيۡنَ ○

৪৯. আমি তো জানি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মিথ্যারোপকারী।

٤٩- وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ○

৫০. আর এ কুরআন অবশ্যই অনুতাপের কারণ হবে কাফিরদের জন্য।

٥٠- وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

৫১. আর এ কুরআন অবশ্যই নিশ্চিত সত্য।

٥١- وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ○

৫২. অতএব আপনি আপনার মহান রবের নামের তাস্‌বীহ্‌ পাঠ করুন।

٥٢- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ○

সূরা মুদ্‌দাস্‌সির, ৭৪ ঃ ৫৪, ৫৫, ৫৬

৫৪. না, তা কখনই হবে না, বরং এ কুরআনই উপদেশ বাণী।

٥٤- كَلَّآ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ○

৫৫. অতএব যার ইচ্ছা সে উপদেশ গ্রহণ করুক।

٥٥- فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ ○

৫৬. আর তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না, যদি না আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন। তিনিই সেই সত্তা, যাকে ভয় করা উচিত। আর তিনিই মাগ্‌ফিরাতের অধিকারী।

٥٦- وَمَا يَذْكُرُوْنَ إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوٰى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ○

কিয়ামতের আযাব অবশ্যই কাফিরদের উপর আপতিত হবে

সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ১. ২, ৩

১. এক প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করে সেই আযাব সম্বন্ধে, যা আপতিত হবে -

١- سَأَلَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ○

২. কাফিরদের উপর, যার কোন প্রতিরোধকারী নেই;

٢- لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ○

৩. যা সংঘটিত হবে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে, যিনি সোপানসমূহের অধিপতি।

٣- مِّنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ ○

ফিরিশ্‌তা ও রূহ্‌ আল্লাহ্‌র নিকট আরোহণ করে এমন একদিনে, যার পরিমাণ দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান

সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৪, ৫, ৬, ৭

৪. ফিরিশ্‌তাগণ এবং রূহ্ আল্লাহ্‌র নিকট আরোহন করে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।

٤- تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۝

৫. অতএব আপনি সবর করুন - উত্তম সবর।

٥- فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ۝

৬. তারা কিয়ামতের দিনকে দূরবর্তী দেখছে,

٦- اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۝

৭. আর আমি দেখছি তা নিকটবর্তী।

٧- وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ۝

কিয়ামতের দিন আসমান হবে গলিত তামার ন্যায় এবং পর্বতসমূহ হবে ধুনা রঙীন পশমের মত

সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৮, ৯, ১০

৮. সেদিন আসমান হয়ে যাবে গলিত তামার মত,

٨- يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۝

৯. এবং পর্বতসমূহ হবে ধুনা রঙীন পশমের মত,

٩- وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝

১০. আর সেদিন কোন বন্ধু কোন বন্ধুকে জিজ্ঞেসও করবে না,

١٠- وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۝

কিয়ামতের দিন কাফিররা আযাব থেকে বাঁচার জন্য তাদের সন্তান, স্ত্রী, ভাই ও আপনজনদের বিনিময় হিসেবে দিতে চাইবে

সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ১১, ১২, ১৩, ১৪

১১. যদিও তাদের একজনকে অপরজনের সাথে মোলাকাত করানো হয়। সেদিন গুনাহগার লোকেরা আযাব থেকে অব্যাহতির জন্য স্বীয় সন্তানদের দিতে চাইবে,

١١- يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيْهِ ۝

১২. স্বীয় স্ত্রী এবং ভাইকেও,

١٢- وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۝

১৩. আর তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠিকেও, যারা তাকে আশ্রয় দিত,

١٣- وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُـْٔوِيْهِ ۝

১৪. এবং পৃথিবীর সবাইকে; এরপর যাতে এসব তাকে রক্ষা করে।

١٤- وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۝

কাফিররা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবেই

সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১

১৫. না, কখনই নয়; নিশ্চয় এটা এমন লেলিহান অগ্নি,
١٥- كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ○

১৬. যা চামড়া পর্যন্ত খসিয়ে দেবে।
١٦- نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ○

১৭. জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত ও মুখ ফিরিয়ে থাকত;
١٧- تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ○

১৮. আর ধন সঞ্চয় করত ও সংরক্ষণ করত।
١٨- وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ○

১৯. নিশ্চয় মানুষ সৃজিত হয়েছে দুর্বলমনা - অস্থিরচিত্ত।
١٩- إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ○

২০. যখন তাকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে,
٢٠- إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ○

২১. আর যখন কোন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, তখন সে কার্পণ্য করে।
٢١- وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ○

যারা মু'মিন, তারা কিয়ামতের শাস্তি থেকে নাজাত পাবে। তারা সালাত আদায় করে, অন্যের হক পরিশোধ করে, নিজেদের যৌন-অঙ্গের হিফাযত করে এবং ওয়াদা পূরণ করে

সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ২২, ২৩, ২৪, ২৫ ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২

২২. তবে যারা সালাত আদায়কারী - তারা ব্যতীত;
٢٢- إِلَّا الْمُصَلِّينَ ○

২৩. তারা তো নিজেদের সালাতে সদা কায়েম থাকে,
٢٣- الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ○

২৪. আর তাদের সম্পদে হক নির্ধারিত আছে,
٢٤- وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ○

২৫. প্রার্থী ও অপ্রার্থী নির্বিশেষে সকলের জন্য,
٢٥- لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ○

২৬. আর তারা কিয়ামতের দিনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে।

٢٦- وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ○

২৭. আর তারা তাদের রবের আযাব সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত;

٢٧- وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ
مُّشْفِقُوْنَ ○

২৮. নিশ্চয়, তাদের রবের আযাব থেকে নির্ভয় হওয়া যায় না।

٢٨- اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ○

২৯. আর তারা তাদের যৌন-অঙ্গকে হিফাযত করে,

٢٩- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ○

৩০. তবে তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভুক্ত দাসীদের ব্যতিরেকে; কেননা, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না।

٣٠- اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ○

৩১. আর যারা এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করে, তারাই সীমালংঘনকারী।

٣١- فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ○

৩২. আর যারা নিজেদের আমানত ও নিজেদের ওয়াদা রক্ষা করে।

٣٢- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ
وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ○

মু'মিনরা জান্নাতে থাকবে

সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৩৩, ৩৪, ৩৫

৩৩. এবং যারা তাদের সাক্ষ্য সঠিকভাবে প্রদান করে,

٣٣- وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ○

৩৪. আর যারা নিজেদের সালাতের প্রতি যত্নবান.

٣٤- وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ
يُحَافِظُوْنَ ○

৩৫. তারাই সম্মানের সাথে জান্নাতে থাকবে।

٣٥- اُولٰٓئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ○

আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান

সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৪০, ৪১, ৪২

৪০. আমি কসম করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের রবের যে, নিশ্চয় আমি ক্ষমতা রাখি,

٤٠- فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ
وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ○

৪১. তাদের স্থলে তাদের চেয়ে উত্তম মানুষ সৃষ্টি করতে এবং এতে আমি অক্ষম নই।

٤١- عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ
وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ○

৪২. অতএব আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা বাকবিতণ্ডা ও আনন্দ-কৌতুক করতে থাকুক, যে পর্যন্ত না তারা সম্মুখীন হয় সে দিনের, যার ওয়াদা তাদের দেয়া হয়েছে।

٤٢- فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا
حَتّٰى يُلٰقُوْا
يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ○

যারা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে, কিয়ামতের দিন তারা লাঞ্ছিত হবে

সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৪৩, ৪৪

৪৩. সেদিন তারা কবর থেকে বের হয়ে এমন দ্রুতবেগে ধাবিত হবে, যেন তারা কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর দিকে ছুটছে;

٤٣- يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا
كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ○

৪৪. তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে এবং হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। এটাই সেদিন, যার ওয়াদা তাদের দেয়া হতো।

٤٤- خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ
ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ
كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ○

আল্লাহ্ মানুষকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন

সূরা নূহ্, ৭১ ঃ ১৩, ১৪

১৩. তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব আশা করছ না ?

١٣- مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ○

১৪. অথচ তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন- পর্যায়ক্রমে।

١٤- وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ○

আল্লাহ্ সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন এবং চাঁদকে জ্যোতি ও সূর্যকে প্রদীপস্বরূপ করেছেন

সূরা নূহ্, ৭১ ঃ ১৫, ১৬

১৫. তোমরা কি লক্ষ্য কর নি? আল্লাহ্ কিভাবে সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন ?

١٥- اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ
سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ○

১৬. আর সেখানে চাঁদকে করেছেন জ্যোতি এবং সূর্যকে করেছেন প্রদীপস্বরূপ।

١٦- وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا
وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ○

www.almodina.com

আল্লাহ্ মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে আবার মাটির মধ্যে ফিরিয়ে নেবেন, পুনরায় তা থেকে জীবিত করে বের করবেন

সূরা নূহ্, ৭১ ঃ ১৭, ১৮, ১৯

১৭. আর আল্লাহ্ তোমাদের মাটি থেকে উদ্‌গত করেছেন,

١٧- وَاللّٰهُ اَنۢبَتَكُمۡ مِّنَ الۡاَرۡضِ نَبَاتًا ○

১৮. অবশেষে তিনি তোমাদের তাতেই ফিরিয়ে নেবেন এবং পুনরায় তিনি তোমাদের বের করে আনবেন।

١٨- ثُمَّ يُعِيۡدُكُمۡ فِيۡهَا
وَيُخۡرِجُكُمۡ اِخۡرَاجًا ○

১৯. আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যমীনকে বিস্তৃত করেছেন।

١٩- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الۡاَرۡضَ بِسَاطًا ○

আল্লাহ্ যমীনকে বিস্তৃত করেছেন মানুষের চলা-ফেরার জন্য

সূরা নূহ্, ৭১ ঃ ২০

২০. যাতে তোমরা এর মুক্ত পথসমূহে চলাফেরা করতে পার।

٢٠- لِّتَسۡلُكُوۡا مِنۡهَا سُبُلًا فِجَاجًا ○

একদল জিন্ কুরআন শ্রবণ করে হিদায়াত প্রাপ্ত হয়

সূরা জিন, ৭২ ঃ ১, ২, ৩

১. আপনি বলুন ঃ আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, জিন্‌দের একটি দল মনোযোগ সহকারে কুরআন শ্রবণ করেছে। এরপর তারা নিজ কাওমের কাছে ফিরে গিয়ে বলল ঃ আমরা তো শুনে এসেছি এক বিস্ময়কর কুরআন -

١- قُلۡ اُوۡحِىَ اِلَىَّ
اَنَّهُ اسۡتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الۡجِنِّ فَقَالُوۡۤا
اِنَّا سَمِعۡنَا قُرۡاٰنًا عَجَبًا ○

২. যা সরল পথপ্রদর্শন করে। অতএব আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না।

٢- يَّهۡدِىۡۤ اِلَى الرُّشۡدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ
وَلَنۡ نُّشۡرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًا ○

৩. আর অবশ্যই আমাদের রবের মর্যাদা অতি উচ্চ; তিনি কোন স্ত্রী গ্রহণ করেন নি এবং না কোন সন্তান।

٣- وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا
مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ○

আল্লাহ্‌র সাথে শরীক না করা

সূরা জিন্, ৭২ ঃ ২০

২০. আপনি বলুন ঃ আমি তো কেবল আমার রবকেই ডাকি এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করি না।

٢٠- قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّىْ
وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ○

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কারো ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নন

সূরা জিন্, ৭২ ঃ ২১, ২২

২১. বলুন ঃ আমি তোমাদের ক্ষতিসাধনেরও কোন ক্ষমতা রাখি না এবং কোন হিত সাধনেরও না।

٢١- قُلْ اِنِّىْ لَآ اَمْلِكُ
لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ○

২২. আপনি বলুন ঃ আল্লাহ্‌র গযব থেকে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতিরেকে আমি কোন আশ্রয়ও পাব না।

٢٢- قُلْ اِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ
وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ○

রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর কাজ আল্লাহ্‌র বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। যে তাঁর নির্দেশ মানবে না, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম

সূরা জিন্, ৭২ ঃ ২৩, ২৪

২৩. কিন্তু কেবল আল্লাহ্‌র তরফ হতে পৌঁছান ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

٢٣- اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ
وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ○

২৪. এমন কি যখন তারা দেখতে পাবে প্রতিশ্রুত শাস্তি, তখন তারা জানতে পারবে যে, কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কার সংখ্যা কম।

٢٤- حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ
فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا
وَّاَقَلُّ عَدَدًا ○

www.almodina.com

আল্লাহ্ গায়েবের মালিক; তিনি কেবল তাঁর রাসূলের কাছে তা প্রকাশ করে থাকেন

সূরা জিন্, ৭২ ঃ ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

২৫. আপনি বলুন ঃ আমি জানি না, তোমাদের যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তা নিকটবর্তী, না আমার রব-এর জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারণ করে রেখেছেন ?

২৬. তিনিই গায়েবের একমাত্র জ্ঞানী। তিনি তাঁর গায়েবের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না,

২৭. তাঁর মনোনীত কোন রাসূল ব্যতিরেকে, তখন তিনি সেই রাসূলের সামনে ও পেছনে রক্ষী নিযুক্ত করেন;

২৮. যেন তিনি জানতে পারেন যে, তারা তাদের রবের বাণী পৌঁছিয়েছেন - কি না। আর তাদের কাছে যা আছে, তা তিনি আয়ত্তে রেখেছেন এবং তিনি সব কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।

٢٥-قُلْ إِنْ أَدْرِيْٓ
أَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ
أَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّيْٓ أَمَدًا ○
٢٦-عٰلِمُ الْغَيْبِ
فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ أَحَدًا ○
٢٧-إِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ
فَإِنَّهٗ يَسْلُكُ
مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ○
٢٨-لِّيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ
رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ
وَأَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ○

আল্লাহ্ পূর্ব-পশ্চিমের অর্থাৎ সব কিছুর মালিক। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই

সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ৮, ৯

৮. সুতরাং আপনি আপনার রবের নাম স্মরণ করতে থাকুন এবং একাগ্রচিত্তে তাঁরই প্রতি রুজু হয়ে থাকুন।

৯. আল্লাহ্ পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। অতএব তাঁকেই কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করুন।

٨-وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ
وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ○
٩-رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ إِلٰهَ
إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ○

কাফিরদের খারাপ আচরণে ধৈর্যধারণের নির্দেশ

সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ১০, ১১

১০. তারা যা বলে, তাতে আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার করে চলুন।

١٠-وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ
وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ○

১১. আর ছেড়ে দিন আমাকে এবং সুখ-সম্পদে নিমগ্ন সত্য প্রত্যাখ্যানকারী-দেরকে, আর তাদেরকে আরো কিছুকাল অবকাশ দিন।

١١- وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ
وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ○

আল্লাহ্ কাফিরদের শাস্তির জন্য জাহান্নামে বিভিন্ন প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন

সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ১২, ১৩

১২. নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও দোযখ,

١٢- إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ○

১৩. আরো আছে গলায় আটকে পড়ার মত খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

١٣- وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ○

কিয়ামতের দিন যমীন ও পর্বতমালা ধ্বংস হয়ে যাবে

সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ১৪

১৪. সেদিন যমীন ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হতে থাকবে এবং পর্বতমালা হয়ে যাবে উড়ন্ত ধুলারাশির মত।

١٤- يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ
وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ○

আল্লাহ্দ্রোহী ফিরাউনকে আল্লাহ্ শাস্তি দেন। অতএব তোমরাও আযাব থেকে পরিত্রাণ পাবে না

সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ১৫, ১৬

১৫. আমি তো তোমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম - তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ, যেমন আমি পাঠিয়েছিলাম ফিরাউনের কাছে একজন রাসূল।

١٥- إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا ۵
شَاهِدًا عَلَيْكُمْ
كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ○

১৬. কিন্তু ফিরাউন সে রাসূলের অবাধ্যতা করেছিল, ফলে আমি তাকে পাকড়াও করেছিলাম কঠোরভাবে।

١٦- فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ
فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ○

কিয়ামতের দিন বালক-বৃদ্ধে পরিণত হবে

সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ১৭

১৭. অতএব যদি তোমরা কুফরী কর, তবে সেদিনের বিপদ থেকে কেমন করে

١٧- فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ

নিজেদেরকে রক্ষা করবে, যেদিন বালকদেরকে বৃদ্ধ করে দেবে ?

يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ۝

কিয়ামতের দিন আসমান বিদীর্ণ হবে। অতএব আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চল

সূরা মুয্‌যাম্মিল, ৭৩ ঃ ১৯, ২০

১৮. সেদিন আসমান বিদীর্ণ হবে। আল্লাহ্‌র ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

১৯. এটা এক উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা হয়, সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক।

١٨- السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ ۚ
كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ۝
١٩- اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ
فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۝

কিয়ামতের দিন কাফিরদের জন্য কঠিন হবে

সূরা মুদ্‌দাস্‌সির, ৭৪ ঃ ৮, ৯, ১০

৮. যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে,

৯. সেদিন হবে এক কঠিন দিন,

১০. যা কাফিরদের জন্য মোটেও সহজ নয়।

٨- فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ ۝
٩- فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۝
١٠- عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ۝

জাহান্নাম ভয়ংকর শাস্তির স্থান

সূরা মুদ্‌দাস্‌সির, ৭৪ ঃ ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭

৩২. কখনই নয়। তারা উপদেশ শুনবে না, কসম চাঁদের!

৩৩. কসম রাতের, যখন তা অতিক্রান্ত হতে থাকে;

৩৪. আর কসম প্রভাতের, যখন তা আলোকিত হয়।

৩৫. নিশ্চয় সেই জাহান্নাম ভয়ংকর বিপদসমূহের অন্যতম।

৩৬. মানুষের জন্য অত্যন্ত ভীতিপ্রদ।

٣٢- كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝
٣٣- وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ۝
٣٤- وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ۝
٣٥- اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ۝
٣٦- نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ۝

৩৭. তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হতে চায় এবং যে পেছনে থাকতে চায় তার জন্য।	٣٧- لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ○

নেক্‌কার বান্দারা জান্নাতের অধিবাসী হবে

সূরা মুদ্‌দাস্‌সির, ৭৪ ঃ ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১

৩৮. প্রত্যেক মানুষ নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ।	٣٨- كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ○
৩৯. তবে ডানদিকের ব্যক্তিবর্গ নয়,	٣٩- اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ○
৪০. তারা থাকবে জান্নাতে; তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে -	٤٠- فِىْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ○
৪১. অপরাধীদের সম্পর্কে।	٤١- عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ○

যারা কিয়ামত অস্বীকার করে, সালাত আদায় করে না, মিস্‌কীনদের আহার করায় না, তারা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে

সূরা মুদ্‌দাস্‌সির, ৭৪ ঃ ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮

৪২. কিসে তোমাদেরকে সাকারে নিক্ষেপ করেছে ?	٤٢- مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ ○
৪৩. তারা বলবে ঃ আমরা মুসল্লীদের দলভুক্ত ছিলাম না;	٤٣- قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ○
৪৪. আর আমরা মিস্‌কীনদেরও খাদ্য দান করতাম না;	٤٤- وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ○
৪৫. এবং আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনায় মত্ত থাকতাম;	٤٥- وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ○
৪৬. আর আমরা কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করতাম;	٤٦- وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ○
৪৭. এমন কি আমাদের মৃত্যু এসে পড়ল।	٤٧- حَتّٰىٓ اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ○
৪৮. অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না।	٤٨- فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ○

মৃত্যুর পর দেহ বিনষ্ট হলেও আল্লাহ্ আবার সকলকে পুনরুজ্জীবিত করবেন

সূরা কিয়ামা, ৭৫ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. আমি কসম করছি কিয়ামতের দিনের,

١- لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ○

২. আরো কসম করছি সেই আত্মার, যে নিজেকে তিরস্কার করে থাকে।

٢- وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ○

৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার হাঁড়সমূহ একত্র করতে পারব না ?

٣- اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ○

৪. হ্যাঁ, অবশ্যই আমি একত্র করব। কেননা আমি তার অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত যথাযথভাবে ঠিক করে দিতে সক্ষম।

٤- بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ○

৫. তবুও মানুষ চায় যে, নিজের ভবিষ্যৎ জীবনেও পাপে লিপ্ত থাকে।

٥- بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ○

কিয়ামত সেদিন হবে, যেদিন মানুষের চোখ বিস্ফারিত হবে, চাঁদ জ্যোতিহীন হবে এবং চন্দ্র ও সূর্যকে একত্র করা হবে

সূরা কিয়ামা, ৭৫ ঃ ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

৬. সে প্রশ্ন করে, কিয়ামতের দিন করে আসবে ?

٦- يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ○

৭. অতএব, যখন চোখ বিস্ফারিত হয়ে যাবে,

٧- فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ○

৮. এবং চাঁদ জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে,

٨- وَخَسَفَ الْقَمَرُ ○

৯. আর একত্র করা হবে সূর্য ও চন্দ্রকে;

٩- وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ○

১০. সেদিন মানুষ বলবে ঃ এখন কোথায় পালাই?

١٠- يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ○

১১. বলা হবে ঃ না, কোথাও আশ্রয়স্থল নেই।

١١- كَلَّا لَا وَزَرَ ○

১২. আপনার রবের কাছে সেদিন ঠাঁই হবে।

١٢- اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِۨالْمُسْتَقَرُّ ○

১৩. সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে, সে যা কিছু আগে পাঠিয়েছে এবং পেছনে ছেড়ে এসেছে তা।

١٣- يُنَبَّؤُا الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ○

১৪. বরং মানুষ তো নিজের সম্বন্ধে খুবই অবগত,

١٤- بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ○

১৫. যদিও সে তার ওযর-আপত্তি উত্থাপন করবে।

١٥- وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ○

কিয়ামতের দিন নেক্‌কার বান্দাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, এবং বদ্‌-কারদের চেহারা মলিন হবে

সূরা কিয়ামা, ৭৫ ঃ ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

২০. কখনই নয়, বরং তোমরা তো পার্থিব জীবনকেই ভালবাস,

٢٠- كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ○

২১. এবং আখিরাতকে ছেড়ে দিয়েছ।

٢١- وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ○

২২. সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে,

٢٢ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ○

২৩. তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

٢٣- إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ○

২৪. আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন মলিন থাকবে,

٢٤- وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ○

২৫. তারা কল্পনা করতে থাকবে যে, তাদের সাথে কোমরভাঙা আচরণ করা হবে।

٢٥- تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ○

যখন মৃত্যুর সময় সমাগত হবে, তখন কোন কিছুই উপকারে আসবে না

সূরা কিয়ামা, ৭৫ ঃ ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

২৬. কখনই নয়, বরং প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হবে,

٢٦- كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ○

২৭. এবং বলা হবে ঃ কোন ঝাঁড়-ফুককারী আছে কি ?

٢٧- وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ○

২৮. আর তখন সে বিশ্বাস করবে যে, এটাই বিদায়ের সময়,

٢٨- وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ○

www.almodina.com

২৯. এক পায়ের গোছা আর এক পায়ের গোছার সাথে জড়িয়ে যেতে থাকবে,	٢٩- وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ○
৩০. সেদিন তোমার রবের নিকট সব কিছু উপস্থাপিত হবে।	٣٠- إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ○

মানুষের হিসাব গ্রহণ করা হবে। তাকে স্খলিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ্ মৃতদের পুনরায় জীবিত করবেন

সূরা কিয়ামা, ৭৫ ঃ ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

৩৬. মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি বেহিসাব ছেড়ে দেয়া হবে?	٣٦- أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ○
৩৭. সে কি এক স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না, যা মাতৃগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়েছিল?	٣٧- أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ○
৩৮. তারপর তা 'আলাকা' রূপ লাভ করে, পরে আল্লাহ্ তাকে মানুষ আকৃতি দান করেন, এরপর সুঠাম করেন।	٣٨- ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ○
৩৯. তারপর আল্লাহ্ তা থেকে সৃষ্টি করেন জোড়া - পুরুষ ও নারী।	٣٩- فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ○
৪০. তবুও কি সেই আল্লাহ্ মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হবেন না?	٤٠- أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ

আল্লাহ্ নারী-পুরুষের মিশ্র বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন - পরীক্ষা করার জন্য এবং ভাল ও মন্দ পথের দিশা দিয়েছেন

সূরা দাহর, ৭৬ ঃ ১, ২, ৩

১. অবশ্যই মানুষের উপর কাল-প্রবাহে এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিল না।	١- هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ○
২. আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র-শুক্রবিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এ কারণে আমি তাকে করেছি শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।	٢- إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ○

٣- إِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ
إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُوْرًا ○

৩. আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, এখন সে হয়ত কৃতজ্ঞ হবে, নয়ত অকৃতজ্ঞ হবে।

কাফিরদের জন্য রয়েছে শাস্তি এবং মু'মিনদের জন্য রয়েছে অনাবিল শান্তি, যারা মানত পূর্ণ করে, মিস্‌কীন, বন্দী ও ইয়াতীমদের খাদ্য দান করে

সূরা দাহ্‌র, ৭৬ ঃ ৪, ৫, ৬, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১

٤- إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ
سَلٰسِلَا۟ وَأَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ○

৪. আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শিকল, বেড়ি ও লেলিহান আগুন।

٥- إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ
كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ○

৫. নিশ্চয় নেককারেরা এমন শরাবের পাত্রে পান করবে, যাতে কর্পূর মিশ্রিত থাকবে;

٦- عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ
يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ○

৬. এমন ঝরনা, যা থেকে আল্লাহ্‌র বান্দারা পান করবে, যাকে তারা যথা-ইচ্ছা প্রবাহিত করে নিয়ে যাবে।

٧- يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ
وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ○

৭. তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের বিপত্তি হবে সুদূরপ্রসারী।

٨- وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ
مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّأَسِيْرًا ○

৮. আর তারা আল্লাহ্‌র মহব্বতে খাদ্য দান করে মিস্‌কীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে।

٩- إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ
لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ○

৯. তারা বলে ঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই আমরা তোমাদের খাদ্য দান করছি, আমরা তোমাদের কাছে এর জন্য কোন বিনিময় চাই না এবং কোন কৃতজ্ঞতাও না।

١٠- إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا
عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ○

১০. আমরা আশঙ্কা করি আমাদের রবের তরফ থেকে এক ভয়ংকর ভীতিপ্রদ দিনের।

١١- فَوَقٰىهُمُ اللهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ

১১. অতএব আল্লাহ্ তাদের রক্ষা করবেন সেদিনের বিপত্তি থেকে এবং তাদের

وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّ سُرُوْرًا ۝

দিবেন চেহারার উৎফুল্লতা ও অন্তরের আনন্দ।

মু'মিনরা জান্নাতে পালঙ্কের উপর হেলান দিয়ে বসবে এবং জান্নাতের ফল-মূল ভক্ষণ করবে

সূরা দাহর, ৭৬ ঃ ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

١٢- وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝

১২. আর তাদের সবরের বিনিময়ে আল্লাহ্ তাদের দেবেন জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র।

١٣- مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ۝

১৩. সেখানে তারা পালঙ্কের উপর হেলান দিয়ে সমাসীন হবে, সেখানে তারা অতিশয় গরমও বোধ করবে না এবং অতিশয় শীতও বোধ করবে না।

١٤- وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝

১৪. আর জান্নাতের বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং এর ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তে থাকবে।

١٥- وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ۝

১৫. আর তাদেরকে পুনঃপুনঃ পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পানপাত্রে,

١٦- قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝

১৬. পরিবেশন করা হবে রজতশুভ্র স্ফটিক-পাত্রে, যা পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করবে।

মু'মিনরা জান্নাতে শরাব পান করবে, চিরকিশোরেরা তা পরিবেশন করবে

সূরা দাহর, ৭৬ ঃ ১৭, ১৮, ১৯, ২০

١٧- وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۝

১৭. সেখানে তাদের এমন শরাবের পেয়ালায় পান করানো হবে, যাতে আদা-মিশ্রিত থাকবে,

١٨- عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ۝

১৮. জান্নাতের এমন এক ঝরনা থেকে, যার নাম হবে 'সাল্‌সাবীল।'

১৯. তাদেরকে ঘুরেঘুরে পরিবেশন করবে চির-কিশোরেরা, তুমি দেখলে মনে করবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত মুক্তা।

২০. আর যখন তুমি সেখানে দেখবে, তখন দেখতে পাবে বিপুল নিয়ামত ও বিশাল রাজ্য।

১٩- وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۚ
إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ○

٢٠- وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ
نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ○

জান্নাতীরা মিহি ও মোটা রেশমের পোশাক পরিধান করবে এবং রূপার তৈরী কাকন পরিধান করবে

সূরা দাহর, ৭৬ ঃ ২১, ২২

২১. সেই জান্নাতীদের উপর থাকবে মিহি রেশমের সবুজ পোশাক এবং মোটা রেশমের পোশাকও। আর তাদেরকে রৌপ্যনির্মিত কাকনে অলংকৃত করা হবে এবং তাদের পান করাবেন তাদের রব পবিত্র পানীয়।

২২. নিশ্চয় এটাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্ম-প্রচেষ্টা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে।

٢١- عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَ
إِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ ۚ
وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ○

٢٢- إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً
وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ○

আল্লাহ্ অল্প-অল্প করে কুরআন নাযিল করেন

সূরা দাহর, ৭৬ ঃ ২৩, ২৪

২৩. আমি তো আপনার উপর কুরআন নাযিল করেছি অল্প-অল্প করে পর্যায়ক্রমে,

২৪. অতএব আপনি ধৈর্যসহকারে আপনার রবের আদেশের জন্য অপেক্ষা করুন এবং তাদের মধ্য থেকে কোন পাপীষ্ঠ অথবা কাফিরের আনুগত্য করবেন না।

٢٣- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
تَنزِيلًا ○

٢٤- فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ○

সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র নামের তাসবীহ্ পাঠের নির্দেশ

সূরা দাহ্‌র, ৭৬ ঃ ২৫, ২৬

২৫. আর আপনি আপনার রবের নাম স্মরণ করুন সকাল ও সন্ধ্যায়,

٢٥- وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ○

২৬. এবং রাতের কিছু অংশে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সিজ্‌দা করুন, আর রাতের দীর্ঘ অংশে তাঁর তাস্‌বীহ্‌ পাঠ করুন।	٢٦- وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ○

কাফিররা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে অস্বীকার করে

সূরা দাহ্‌র, ৭৬ ঃ ২৭, ২৮, ২৯

২৭. নিশ্চয় এ সব কাফিররা ভালবাসে পার্থিব জীবনকে এবং তাদের পেছনে ফেলে রাখে এক কঠিন দিনকে।	٢٧- اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ○
২৮. আমিই তাদের সৃষ্টি করেছি এবং আমিই তাদের গ্রন্থি সুদৃঢ় করেছি। আর যখনই ইচ্ছা তখনই আমি তাদের স্থলে তাদেরই ন্যায় মানুষ পরিবর্তন করে দিতে পারি।	٢٨- نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ۚ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ○
২৯. নিশ্চয় এটা এক উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা হয়, সে তার রবের দিকে পথ অবলম্বন করুক।	٢٩- اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ○

আল্লাহ্‌ মু'মিনদের প্রতি মেহেরবান এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর

সূরা দাহ্‌র, ৭৬ ঃ ৩০, ৩১

৩০. আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে তোমরা কোন কিছুর ইচ্ছা করতে পার না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	٣٠- وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○
৩১. আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতের মধ্যে দাখিল করে নেন। আর যালিমদের জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	٣١- يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۭ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

কিয়ামত অবধারিত। আর সেদিন নক্ষত্র জ্যোতিহীন হবে, আসমান বিদীর্ণ হবে, পর্বত উড়ে বেড়াবে

সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২

৭. নিশ্চয় তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হচ্ছে তা অবধারিত।	٧- اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ○

৮. যখন নক্ষত্রসমূহ জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে,

٨- فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ○

৯. আর আসমান যখন বিদীর্ণ হয়ে যাবে,

٩- وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ○

১০. এবং পর্বতসমূহ যখন ধূলার ন্যায় উড়ে বেড়াবে;

١٠- وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ○

১১. আর যখন সকল রাসূলকে এক নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত করা হবে;

١١- وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ○

১২. এ সব বিষয় কোন দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে, তা তোমরা জান কি ?

١٢- لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ○

কিয়ামতের দিন কাফিররা কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে

সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

১৩. স্থগিত রাখা হয়েছে বিচার দিবসের জন্য

١٣- لِيَوْمِ الْفَصْلِ ○

১৪. আপনি কি জানেন, কেমন সেই বিচার দিবস?

١٤- وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ○

১৫. দুর্ভোগ সেদিন অবিশ্বাসীদের জন্য।

١٥- وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ○

১৬. আমি কি পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করিনি ?

١٦- أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ○

১৭. আর আমি পরবর্তীদেরকে তাদেরই অনুগামী করে দেব।

١٧- ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ○

১৮. আমি অপরাধীদের সাথে এরূপ আচরণই করে থাকি।

١٨- كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ○

১৯. বড়ই সর্বনাশ হবে সেদিন অবিশ্বাসীদের।

١٩- وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ○

আল্লাহ্ মানুষকে বীর্জ থেকে সৃষ্টি করেন এবং মাতৃগর্ভে তা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রাখেন

সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪

২০. আমি কি তোমাদেরকে এক তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করি নি?

٢٠- أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ○

২১. এরপর আমি তা রেখেছি এক সুরক্ষিত স্থানে,

٢١- فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ○

২২. এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত,

٢٢- اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ○

২৩. তারপর আমি পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছি; আর আমি কত উত্তম নির্ধারণকারী।

٢٣- فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ○

২৪. সেদিন অবিশ্বাসীদের বড়ই সর্বনাশ হবে।

٢٤- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

আল্লাহ্ যমীনকে জীবিত ও মৃতদের ধারণকারীরূপে সৃষ্টি করেছেন

সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯

২৫. আমি কি যমীনকে সৃষ্টি করি নি ধারণকারীরূপে

٢٥- اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ○

২৬. জীবিত ও মৃতদেরকে ?

٢٦- اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ○

২৭. আর আমি তাতে সৃষ্টি করেছি মজবুত সুউচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদের পান করতে দিয়েছি সুপেয় পানি।

٢٧- وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ○

২৮. সেদিন অবিশ্বাসীদের বড়ই সর্বনাশ হবে।

٢٨- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

২৯. তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা চল তারই দিকে, যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।

٢٩- اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ○

কিয়ামতের দিন কাফিরদের আযাব হবে খুবই কঠিন

সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮

৩০. চল তিন শাখা-বিশিষ্ট ছায়ার দিকে,

٣٠- اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ○

৩১. যে ছায়া শীতলও নয় এবং যা অগ্নিশিখার উত্তাপ থেকেও রক্ষা করে না,

٣١- لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ ○

৩২. যা অট্টালিকা সদৃশ বড় বড় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে;	٣٢- إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ○
৩৩. যেন তা পীতবর্ণের বড় বড় উট।	٣٣- كَأَنَّهُ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ○
৩৪. সেদিন অবিশ্বাসীদের দারুণ দুর্ভোগ হবে।	٣٤- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○
৩৫. এটা এমন দিন, যেদিন তারা কথা বলতে পারবে না;	٣٥- هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ○
৩৬. এবং তাদের অনুমতিও দেয়া হবে না যে, তারা ওযর পেশ করবে।	٣٦- وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ○
৩৭. সেদিন অবিশ্বাসীদের দারুণ দুর্ভোগ হবে।	٣٧- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○
৩৮. তাদেরকে বলা হবে ঃ এটা ফয়সালার দিন, আমি একত্র করেছি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকেও।	٣٨- هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ج جَمَعْنٰكُمْ وَالْأَوَّلِيْنَ ○

কিয়ামতের দিন কাফিরদের অপকৌশল কোন কাজে আসবে না

সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৩৯, ৪০, ৪১

৩৯. অতএব তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে, তা আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর।	٣٩- فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ○
৪০. সেদিন অবিশ্বাসীদের দারুণ দুর্ভোগ হবে।	٤٠- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○
৪১. নিশ্চয় মুত্তাকীরা সেদিন থাকবে ছায়া ও প্রস্রবণবহুল স্থানে।	٤١- إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ○

মুত্তাকীরা আরামের সাথে জান্নাতে থাকবে এবং নানা জাতীয় ফল-মূল খাবে

সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৪২, ৪৩, ৪৪

৪২. এবং তাদের কাঙ্খিত নানা জাতীয় ফলমূলের মধ্যে।	٤٢- وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ○
৪৩. তাদের বলা হবে ঃ তোমরা পরম আনন্দে খাও ও পান কর, তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে।	٤٣- كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৪৪. আমি নেক্‌কারদেরকে এরূপ প্রতিদান দিয়ে থাকি।

٤٤-اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

কাফিররা পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে। কিয়ামতের দিন তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে

সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৪৫, ৪৬, ৪৭

৪৫. সেদিন অবিশ্বাসীদের দারুণ সর্বনাশ হবে।

٤٥-وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

৪৬. তোমরা আরো কিছুকাল খেয়ে নেও এবং উপভোগ করে নেও, তোমরা তো অপরাধী।

٤٦- كُلُوْا وَ تَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ○

৪৭. সেদিন অপরাধীদের দারুণ সর্বনাশ হবে।

٤٧-وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

কাফিররা আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে রুকূ-সিজ্‌দা করে না। তারা কুরআনের নির্দেশ অমান্য করে

সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৪৮, ৪৯, ৫০

৪৮. আর যখন তাদের বলা হয় ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি নত হও; তখন তারা নত হয়ে রুকূ করে না।

٤٨-وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ○

৪৯. সেদিন আবিশ্বাসীদের দারুণ সর্বনাশ হবে।

٤٩-وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

৫০. তবে তারা কুরআনের পরিবর্তে আর কোন বাণীর উপর ঈমান আনবে?

٥٠-فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ○

কিয়ামত অচিরেই অনুষ্ঠিত হবে। যে ব্যাপারে তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছে

সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. তারা পরস্পর কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?

١-عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ○

২. সেই মহা-সংবাদের বিষয়ে তারা জিজ্ঞেস করছে?

٢-عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ○

৩. যে বিষয়ে তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে। | ٣- الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ○

৪. কখনই নয়, শিগ্‌গীর তারা জানতে পারবে; | ٤- كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ○

৫. আবার বলছি, কখনই নয়; তারা অচিরেই জানতে পারবে। | ٥- ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ○

আল্লাহ্ যমীনকে বিছানা এবং পাহাড়কে পেরেক স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের জোড়া সৃষ্টি করেছেন

সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৬, ৭, ৮, ৯

৬. আমি কি করিনি যমীনকে বিছানা সদৃশ? | ٦- اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ○

৭. এবং পাহাড়সমূহকে পেরেক স্বরূপ? | ٧- وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ○

৮. আর আমিই তোমাদেরকে বানিয়েছি জোড়া-জোড়া; | ٨- وَّ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ○

আল্লাহ্ নিদ্রাকে আরামের উপকরণ, রাতকে আবরণ ও দিনকে জীবিকা অর্জনের জন্য সৃষ্টি করেছেন

সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৯, ১০, ১১

৯. আমিই তোমাদের নিদ্রাকে করেছি আরাম দানকারী, | ٩- وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ○

১০. এবং আমি রাতকে করেছি আবরণ; | ١٠- وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ○

১১. আর আমিই করেছি দিনকে জীবিকা অর্জনের সময়। | ١١- وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ○

আল্লাহ্ সাত আসমান, চন্দ্র, সূর্য সৃষ্টি করেছেন

সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ১২, ১৩

১২. আর আমিই বানিয়েছি তোমাদের উপর সাতটি মজবূত আসমান, | ١٢- وَّ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ○

১৩. এবং আমিই সৃষ্টি করেছি একটি দীপ্তিমান প্রদীপ। | ١٣- وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ○

আল্লাহ্ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তা দিয়ে শস্য, উদ্ভিদ ও বাগান তৈরী করেন

সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ১৪, ১৫, ১৬

১৪. আমিই বর্ষণ করেছি পানিপূর্ণ মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি,

١٤- وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۝

১৫. যেন আমি তা দিয়ে উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ.

١٥- لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۝

১৬. এবং ঘন বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ বাগানসমূহ।

١٦- وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۝

কিয়ামতের দিন নির্ধারিত, যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, তখন সবাই কবর থেকে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে

সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ১৭, ১৮

১৭. নিশ্চয় বিচারের দিন একটি নির্ধারিত সময়,

١٧- اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۝

১৮. সেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে আসবে।

١٨- يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۝

কিয়ামতের দিন আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত ধ্বংস হয়ে যাবে

সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ১৯, ২০

১৯. আর আসমান উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, ফলে তাতে বহু দরজা হয়ে যাবে;

١٩- وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۝

২০. এবং পাহাড়সমূহকে চালিত করা হবে, ফলে সেগুলো হয়ে যাবে মরীচিকা।

٢٠- وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝

কাফিরদের চিরস্থায়ী আবাস হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা ফুটন্ত পানি ও পুঁজ পান করবে। এ হবে তাদের কর্মের প্রতিফল। তাদের শাস্তি কেবল বাড়তেই থাকবে

সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

২১. নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পেতে রয়েছে,

٢١- اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝

২২. তা নাফরমানদের জন্য আশ্রয়স্থল,

٢٢- لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ۝

২৩. সেখানে তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে,

٢٣- لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ۝

২৪. সেখানে তারা কোন প্রকার শীতলতার স্বাদও গ্রহণ করতে পারবে না, আর না কোন পানীয় বস্তুরও,

٢٤- لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۝

২৫. ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত।

٢٥- اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ۝

২৬. তা তার কর্মের প্রতিফল স্বরূপ পাবে।

٢٦- جَزَآءً وِّفَاقًا ۝

২৭. তারা তো হিসাব-নিকাশের ভয় করত না,

٢٧- اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ۝

২৮. এবং আমার আয়াতসমূহ তারা পুরোপুরি অস্বীকার করেছিল।

٢٨- وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ۝

২৯. আর আমি সব কিছুই লিখিতভাবে সংরক্ষিত রেখেছি।

٢٩- وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ۝

৩০. অতএব এখন তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ কর; আর আমি তো তোমাদের আযাবই বৃদ্ধি করতে থাকব।

٣٠- فَذُوْقُوْا
فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ۝

আর মুত্তাকীরা থাকবে চিরস্থায়ী শান্তিময় জান্নাতে। সমবয়স্কা, পূর্ণ যৌবনা তরুণী তাদের সঙ্গী হবে। এটা তাদের পুরস্কার হবে

সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬

৩১. নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সাফল্য,

٣١- اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۝

৩২. উদ্যানসমূহ ও নানাবিধ আঙ্গুর,

٣٢- حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ۝

৩৩. আরো আছে সমবয়স্কা, পূর্ণ যৌবনা তরুণী,

٣٣- وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ۝

৩৪. এবং শরাবে পরিপূর্ণ পান-পাত্র।

٣٤- وَّكَاْسًا دِهَاقًا ۝

৩৫. তারা সেখানে শোনবে না কোন প্রকার নিরর্থক কথা, আর না কোন মিথ্যা বাক্য;

٣٥- لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ۝

৩৬. এটা আপনার রবের তরফ থেকে যথোচিত দান - পুরস্কাররূপে।

٣٦- جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۝

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। অতএব, সকলের উচিত, আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে চলা

সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৩৭, ৩৮

৩৭. যিনি রব আসমান, যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা আছে - সব কিছুর; যিনি পরম দয়ালু, তাঁর নিকট তারা আবেদন-নিবেদন করতে পারবে না।

৩৮. সেদিন রূহ্ ও ফিরিশ্‌তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ্ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ছাড়া অন্য কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সঠিক কথা বলবে।

٣٧- رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ
لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ○

٣٨- يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
صَفًّا ۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ
اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ○

মানুষ যে আমল করবে, কিয়ামতের দিন সে তার প্রতিফল পাবে। সেদিন কাফিররা বলবে ঃ হায়, আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!

সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৩৯, ৪০

৩৯. এ দিন সুনিশ্চিত সত্য। অতএব যে চায়, সে তার রবের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করুক।

৪০. আমি তো তোমাদেরকে এক আসন্ন আযাবের ভয় প্রদর্শন করলাম; সেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে, যা সে স্বহস্তে আগে প্রেরণ করেছিল। আর তখন কাফির বলবে, 'হায়, আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!'

٣٩- ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ
فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ○

٤٠- اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚۖ
يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ
وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ
يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا ○

ফিরিশ্‌তারা কাফিরদের রূহ্ কঠোরভাবে কব্‌য করে এবং মু'মিনদের রূহ্ সহজভাবে কব্‌য করে আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে দেয়

সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. কসম সেই ফিরিশতার, যারা কঠোর-ভাবে রূহ্ কব্‌য করে,

২. আর কসম তাদের, যারা মৃদুভাবে রূহের বাঁধন খুলে দেয়,

١- وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ○

٢- وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ○

৩. আর কসম তাদের, যারা রূহ্ নিয়ে দ্রুত গতিতে সন্তরণ করে,	٣- وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۝
৪. এবং কসম তাদের, যারা দ্রুতবেগে দৌড়ায়,	٤- فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۝
৫. তারপর যারা যাবতীয় কাজ যথাযথভাবে পরিচালনা করে।	٥- فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۝

কিয়ামতের দিন প্রথম শিঙ্গার ফুঁকে সবই ধ্বংস হবে এবং দ্বিতীয় ফুঁকে সবাই জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে

সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

৬. নিশ্চয়ই কিয়ামত আসবে, সেদিন প্রথম শিঙ্গার ফুঁ প্রকম্পিত করবে।	٦- يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝
৭. তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী শিঙ্গার ফুঁ।	٧- تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝
৮. সেদিন অনেক হৃদয় ভীব-বিহ্বল হবে।	٨- قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝
৯. তাদের দৃষ্টি ভয়ে অবনমিত হয়ে থাকবে।	٩-اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝
১০. তারা বলে ঃ আমরা কি পুনরায় পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবই ?	١٠- يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ۝
১১. এমন কি যখন আমরা গলিত অস্থিতে পরিণত হব - তারপরও ?	١١- ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝
১২. তারা আরো বলে ঃ এমতাবস্থায় এ প্রত্যাবর্তন তো আমাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে।	١٢- قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝
১৩. তা তো মাত্র একটি বিকট আওয়াজ হবে।	١٣- فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝
১৪. যার ফলে তারা সবাই তৎক্ষণাৎ হাশরের ময়দানে এসে উপস্থিত হবে।	١٤- فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝

আল্লাহ্ ছাদ স্বরূপ আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং দিন ও রাতকে সৃষ্টি করেছেন

সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ২৭, ২৮, ২৯

২৭. তোমাদের সৃষ্টি করা কি অধিক কঠিন কাজ, না আসমান, যা তিনি নির্মাণ করেছেন ?

٢٧- ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰهَا ○

২৮. তিনি এর ছাদকে উঁচু করেছেন এবং একে সুবিন্যস্ত করেছেন।

٢٨- رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا ○

২৯. আর তিনি এর রাতকে করেছেন অন্ধকারময় এবং এর দিনকে করেছেন আলোকময়।

٢٩- وَ اَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ اَخْرَجَ ضُحٰهَا ○

আল্লাহ্ যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এর থেকে পানি ও তৃণাদি সৃষ্টি করেন

সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৩০, ৩১

৩০. এরপর আল্লাহ্ বিস্তৃত করেছেন যমীনকে।

٣٠- وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ○

৩১. আল্লাহ্ এর মধ্য থেকে বের করেছেন - এর পানি এবং এর তৃণাদি।

٣١- اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰهَا ○

আল্লাহ্ যমীনের উপর দৃঢ়ভাবে পাহাড় সৃষ্টি করেছেন

সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৩২, ৩৩

৩২. আর আল্লাহ্ পর্বতসমূহ দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন যমীনে,

٣٢- وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا ○

৩৩. তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর উপকারার্তে।

٣٣- مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ○

কাফিররা কিয়ামতের দিন বদ্‌আমলের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে

সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯

৩৫. সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্বরণ করবে।

٣٥- يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ○

৩৬. আর প্রকাশ করা হবে জাহান্নাম দর্শকদের জন্য।

٣٦- وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ○

৩৭. বস্তুত যে সীমালংঘন করে

٣٧- فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ○

৩৮. এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়,

٣٨- وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ○

৩৯. জাহান্নাম-ই হবে তার বাসস্থান।

٣٩- فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ○

আর নেকআমলের ফলে মু'মিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে

সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ৪০, ৪১

৪০. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং নিজেকে নিবৃত্ত রাখে কুপ্রবৃত্তি থেকে -

٤٠- وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ○

৪১. জান্নাতই হবে তার বাসস্থান।

٤١- فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ○

কিয়ামতের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট। সে সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না

সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫

৪২. তারা আপনাকে প্রশ্ন করে কিয়ামত সম্পর্কে, তা কখন ঘটবে?

٤٢- يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ
اَيَّانَ مُرْسٰهَا ○

৪৩. এর বর্ণনার সাথে আপনার কী সম্পর্ক?

٤٣- فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ○

৪৪. আপনার রবের কাছে রয়েছে এর নির্দিষ্ট সময়ের চূড়ান্ত জ্ঞান,

٤٤- اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ○

৪৫. আপনি তো কেবল এর ভয় প্রদর্শন-কারী, যে একে ভয় করে।

٤٥- اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا ○

কাফিররা কিয়ামতের দিন মনে করবে যে, দুনিয়াতে তারা এক সকাল বা সন্ধ্যা অবস্থান করেছিল

সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ৪৬

৪৬. যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে শুধু এক দিনের শেষাংশে অথবা প্রথমাংশে অবস্থান করেছিল।

٤٦- كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا
لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا ○

আল-কুরআন উপদেশ বাণী, যা সম্মানিত ফিরিশ্‌তাদের দ্বারা লিপিবদ্ধ

সূরা আবাসা, ৮০ ঃ ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

১১. না, কখনো এরূপ করবেন না, এ কুরআন তো উপদেশবাণী। ১১- كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝

১২. অতএব যার ইচ্ছা হয়, সে তা গ্রহণ করুক; ১২- فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝

১৩. যা আছে সম্মানিত লিপিসমূহে। ১৩- فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝

১৪. যা উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র, ১৪- مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝

১৫. এমন লিপিকারদের হাতে লিপিবদ্ধ, ১৫- بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ۝

১৬. যারা সম্মানিত, পূত-চরিত্র। ১৬- كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝

আল্লাহ্ মানুষকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তাকে পরিমিত করেছেন

সূরা আবাসা, ৮০ ঃ ১৭, ১৮, ১৯, ২০

১৭. মানুষ ধ্বংস হোক ! সে কত অকৃতজ্ঞ! ১৭- قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ۝

১৮. আল্লাহ্ তাকে কেমন বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন ? ১৮- مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ۝

১৯. শুক্র থেকে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তাকে পরিমিত করেছেন; ১৯- مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۝

২০ তারপর তার নির্গমন পথ সহজ করে দিয়েছেন। ২০- ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ۝

আল্লাহ্ হায়াত-মাউতের মালিক। তিনি আবার সকলকে জীবিত করবেন

সূরা আবাসা, ৮০ ঃ ২১, ২২, ২৩

২১. অবেশেষে তাকে মৃত্যু দেন এবং তাকে কবরে স্থান দেন। ২১- ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۝

২২. পরে যখন ইচ্ছা আল্লাহ্ তাকে আবার জীবিত করবেন। ২২- ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ۝

২৩. কখনো না, আল্লাহ্ তাকে যে আদেশ করেছেন, তা সে পুরোপুরি পালন করেনি। ২৩- كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ۝

আল্লাহ্ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তা দিয়ে মানুষের জন্য খাদ্য শস্য, শাক-সব্জী, ফল-মূল ইত্যাদি তৈরী করেন

সূরা আবাসা, ৮০ ঃ ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২	
২৪. মানুষ তার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুক।	٢٤- فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۝
২৫. আমি চমৎকারভাবে প্রচুর পানি বর্ষণ করি,	٢٥- أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝
২৬. তারপর সুন্দরভাবে যমীনকে বিদীর্ণ করি,	٢٦- ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝
২৭. পরে আমি তাতে উৎপন্ন করি শস্য,	٢٧- فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝
২৮. আঙ্গুর ও শাক-সব্জী,	٢٨- وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝
২৯. এবং যায়তূন ও খেজুর,	٢٩- وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝
৩০. আর ঘন বৃক্ষাদিপূর্ণ বাগানসমূহ,	٣٠- وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۝
৩১. এবং নানাবিধ ফলমূল ও ঘাস,	٣١- وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۝
৩২. তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর উপকারের জন্য।	٣٢- مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝

কিয়ামতের দিন মানুষ নিজের ভাই, মাতা-পিতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি থেকে পলায়ন করবে

সূরা আবাসা, ৮০ ঃ ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭	
৩৩. যেদিন কর্ণবিদারক কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে,	٣٣- فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ۝
৩৪. সেদিন মানুষ পলায়ন করবে নিজের ভাই থেকে,	٣٤- يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝
৩৫. এবং নিজের মাতা ও নিজের পিতা থেকে,	٣٥- وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝
৩৬. আর নিজের স্ত্রী ও নিজের সন্তান-সন্তুতি থেকেও।	٣٦- وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۝
৩৭. সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই এমন ব্যস্ততা থাকবে যে, তা তাকে অন্য দিকে মনোযোগী হতে দেবে না।	٣٧- لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝

কিয়ামতের দিন মু'মিনদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে এবং কাফিরদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন হবে

সূরা আবাসা, ৮০ ঃ ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২,

৩৮. সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে দীপ্তিমান,

৩৯. হাস্যময়, প্রফুল্ল হবে,

৪০. আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলিধূসরিত।

৪১. যার উপর কালিমা সমাচ্ছন্ন থাকবে।

৪২. এরাই কাফির, পাপাচারী লোক।

٣٨- وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝

٣٩- ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝

٤٠- وَوُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝

٤١- تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝

٤٢- أُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝

কিয়ামতের দিন যা ঘটবে তার বর্ণনা

সূরা তাক্‌বীর, ৮১ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

১. যখন সূর্য আলোকহীন হয়ে পড়বে,

২. যখন নক্ষত্রসমূহ খসে খসে পড়বে,

৩. যখন পর্বতমালাকে চালিত করা হবে,

৪. যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে,

৫. যখন বন্য পশুগুলো একত্র করা হবে,

৬. আর যখন সমুদ্রসমূহকে উত্তাল করে তোলা হবে,

৭. এবং যখন আত্মাসমূহকে পুনঃ-সংযোজিত করা হবে,

৮. যখন জীবন্ত প্রোথিত শিশুকন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে,

৯. কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?

١- إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝

٢- وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝

٣- وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝

٤- وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝

٥- وَإِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۝

٦- وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝

٧- وَإِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۝

٨- وَإِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُىِٕلَتْ ۝

٩- بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۝

কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির আমলনামা তাকে দেয়া হবে। জান্নাত ও জাহান্নামকে নিকটে আনা হবে

সূরা তাক্বীর, ৮১ ঃ ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

১০. আর যখন আমলনামাসমূহ খুলে ধরা হবে,

١٠- وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ○

১১. যখন আসমানসমূহ উন্মোচিত করা হবে,

١١- وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ○

১২. আর যখন জাহান্নামকে প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত করা হবে,

١٢- وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ○

১৩. এবং জান্নাতকে যখন নিকটবর্তী করা হবে,

١٣- وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ○

১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে, সে কি নিয়ে এসেছে।

١٤- عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ○

আল-কুরআন সত্য এবং তা এক সম্মানিত ফিরিশ্‌তা কর্তৃক আনীত বাণী

সূরা তাক্বীর, ৮১ ঃ ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১

১৫. আমি কসম করি সে সব নক্ষত্রের, যা পশ্চাতে সরে যায়,

١٥- فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ○

১৬. যা চলতে থাকে ও আত্মগোপন করে।

١٦- الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ○

১৭. আর কসম রাতের, যখন তার অবসান হয়,

١٧- وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ○

১৮. এবং ভোরের, যখন তার আবির্ভাব হয়।

١٨- وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ○

১৯. নিশ্চয় এ কুরআন এক সম্মানতি বার্তাবহ ফিরিশ্‌তার আনীত বাণী।

١٩- إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ○

২০. যে ফিরিশ্‌তা শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদাবান,

٢٠- ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ○

২১. যাকে সেথায় মান্য করা হয় এবং যিনি বিশ্বাসভাজন।

٢١- مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ○

রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাগল নন। এ কুরআন বিতাড়িত শয়তানের বাক্য নয়

সূরা তাক্বীর, ৮১ ঃ ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

২২. আর তোমাদের এই সাথী (মুহাম্মদ সা.) পাগল নন।

٢٢- وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ○

২৩. তিনি তো সেই ফিরিশ্তাকে (জিব্রীলকে) দেখেছেন প্রকাশ্য দিগন্তে।

٢٣- وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ○

২৪. তিনি গায়েবের ব্যাপারে কৃপণ নন।

٢٤- وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ○

২৫. আর এ কুরআন কোন বিতাড়িত শয়তানের বাক্য নয়।

٢٥- وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ○

২৬. অতএব তোমরা কোন দিকে চলে যাচ্ছ ?

٢٦- فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ○

এ কুরআন বিশ্বাসীর জন্য উপদেশ। যারা সরল-সঠিক পথে চলতে চায়, তারা এর অনুসরণ করবে

সূরা তাক্বীর, ৮১ ঃ ২৭, ২৮, ২৯

২৭. এ কুরআন তো বিশ্ববাসীর জন্য শুধু উপদেশ,

٢٧- اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

২৮. তাদের জন্য, যারা তোমাদের মধ্যে সরল-সঠিক পথে চলতে চায়।

٢٨- لِمَنْ شَاۗءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ○

২৯. তোমরা কিছুই ইচ্ছা করতে পার না, যদি না আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইচ্ছা করেন।

٢٩- وَمَا تَشَاۗءُوْنَ اِلَّاۗ اَنْ يَّشَاۗءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

কিয়ামতের বর্ণনা

সূরা ইন্ফিতার, ৮২ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. যখন আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে,

١- اِذَا السَّمَاۗءُ انْفَطَرَتْ ○

২. যখন নক্ষত্রসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে খসে পড়বে,

٢- وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ○

৩. যখন সাগরসমূহ উত্তাল করে তোলা হবে,

٣- وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ○

৪. এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত করা হবে,

٤- وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ○

৫. তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে, সে কি আগে পাঠিয়েছে এবং কি সে পেছনে রেখে এসেছে।	٥-عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۝

আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সুঠাম করেছেন, তারপর তাকে সুষম করেছেন

সূরা ইন্‌ফিতার, ৮২ ঃ ৬, ৭, ৮, ৯

৬. হে মানুষ! কিসে তোমাকে বিভ্রান্ত করল তোমার এমন মহান রব সম্পর্কে ?	٦- يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝
৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সুঠাম করেছেন, তারপর তোমাকে সুষম করেছেন।	٧-الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۝
৮. তিনি যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তোমাকে গঠন করেছেন।	٨-فِىْۤ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝
৯. কখনই এরূপ বিভ্রান্তিতে পতিত থাকা উচিত নয়; বরং তোমরা তো শেষ বিচারকেই অস্বীকার করছ ?	٩- كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۝

আল্লাহ্ মানুষের আমলনামা লেখার জন্য সম্মানিত, সংরক্ষক ফিরিশ্‌তা নিয়োগ করেছেন

সূরা ইন্‌ফিতার, ৮২ ঃ ১০, ১১, ১২

১০. নিশ্চয় তোমাদের উপর নিযুক্ত রয়েছে সংরক্ষক ফিরিশ্‌তাগণ,	١٠- وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝
১১. সম্মানিত লেখকবৃন্দ,	١١-كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝
১২. তারা জানে - তোমরা যা কর।	١٢- يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝

যারা নেক্-কার তারা জান্নাতে থাকবে এবং বদ্-কাররা থাকবে জাহান্নামে চিরদিন

সূরা ইন্‌ফিতার, ৮২ ঃ ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

১৩. নিশ্চয় নেক্‌কার লোকেরা থাকবে সুখে শান্তিতে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে।	١٣-اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ۝

১৪. আর অবশ্যই পাপাচারীরা থাকবে জাহান্নামে,

١٤- وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ○

১৫. তারা বিচার দিবসে তাতে প্রবেশ করবে,

١٥- يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ○

১৬. আর সেখান থেকে তারা বের হবে না।

١٦- وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ○

কিয়ামতের দিন যখন বিচার অনুষ্ঠিত হবে, তখন কেউ কারো উপকার করতে পারবে না। সব কর্তৃত্ব হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র

সূরা ইন্‌ফিতার, ৮২ ঃ ১৭, ১৮, ১৯

১৭. আপনি কি জানেন, বিচার-দিবস কি ?

١٧- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ○

১৮. আবার বলছি ঃ আপনি কি জানেন, সেই বিচার-দিবসটি কি রকম?

١٨- ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ○

১৯. সেদিন এমন হবে যে, কেউ কারো কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে-একমাত্র আল্লাহ্‌র।

١٩- يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ط
وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ○

দুনিয়াতে যারা মাপে কম-বেশী করে, তাদের সর্বনাশ হবে কিয়ামতের দিন

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

১. সর্বনাশা পরিণাম—মাপে কম দাতাদের জন্য,

١- وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ○

২. যারা মানুষের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পুরোপুরি নেয়,

٢- الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُوْنَ ○

৩. আর যখন তাদেরকে মেপে দেয়, কিম্বা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়।

٣- وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ○

৪. তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে,

٤- اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ○

৫. এক ভয়াবহ দিবসে ?

٥- لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

৬. যেদিন সব মানুষ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে।

٦- يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

পাপীদের আমলনামা সিজ্জীনে রয়েছে

সূরা মুতাফ্ফিফীন, ৮৩ ঃ ৭, ৮, ৯

৭. না, কখনই নয়। পাপাচারীদের আমলনামা অবশ্যই রয়েছে সিজ্জীনে।

৮. আপনি কি জানেন, সিজ্জীন কী?

৯. তা এক মোহরযুক্ত কিতাব।

٧- كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ ○

٨- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ○

٩- كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ○

কাফিররা কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করে

সূরা মুতাফ্ফিফীন, ৮৩ ঃ ১০, ১১, ১২

১০. সেদিন দারুণ দুর্ভোগ হবে অবিশ্বাসীদের,

১১. যারা অস্বীকার করে কর্মফল দিবসকে।

১২. কেবল প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠই একে অস্বীকার করে।

١٠- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

١١- الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ○

١٢- وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ○

কাফিররা কুরআনের আয়াত সম্পর্কে বলে ঃ এ তো পূর্বকালের অলীক কাহিনী

সূরা মুতাফ্ফিফীন, ৮৩ ঃ ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

১৩. যখন তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে বলে ঃ এ তো পূর্বকালের অলীক কাহিনী।

১৪. না, কখনো এরূপ নয়; বরং তারা যা করে, তা তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়েছে।

১৫. না, কখনো এরূপ নয়, অবশ্যই সেদিন তারা তাদের রবের দর্শন থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে।

১৬. তারপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

১৭. এরপর তাদের বলা হবে ঃ এটাই সেই জাহান্নাম, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

١٣- اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا
قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

١٤- كَلَّا بَلْ ۜ
رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

١٥- كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ
يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ○

١٦- ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ○

١٧- ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِىْ
كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ○

নেক্-কারদের আমলনামা থাকবে ইল্লীনে। তারা পরম আরামে-স্বচ্ছন্দ্যে জান্নাতে থাকবে

সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ ঃ ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩

১৮. না, কখনো এরূপ নয়, (অর্থাৎ মু'মিনদের পুরস্কৃত হওয়া সম্পর্কে কাফিরদের অবিশ্বাস); অবশ্যই নেক-কারদের আমলনামা থাকবে ইল্লীনে।

١٨- كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ○

১৯. আপনি কি জানেন, ইল্লীন কী ?

١٩- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ○

২০. তা চিহ্নিত মোহরযুক্ত কিতাব,

٢٠- كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ○

২১. যা আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্‌তারা দেখে থাকে।

٢١- يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ○

২২. নিশ্চয় নেক্‌কাররা থাকবে পরম আরামে-স্বাচ্ছন্দ্যে।

٢٢- اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ○

২৩. তারা সুসজ্জিত পালঙ্কে বসে অবলোকন করবে।

٢٣- عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ○

জান্নাতে মু'মিনদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তাদের বিশুদ্ধ শরাব পান করতে দেয়া হবে

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩ ঃ ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

২৪. তুমি তাদের (জান্নাতীদের) মুখমণ্ডলে দেখতে পাবে সুখ-শান্তির সজীবতা।

٢٤- تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ○

২৫. তাদেরকে সীলমোহরকৃত বিশুদ্ধ শরাব পান করতে দেয়া হবে,

٢٥- يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ○

২৬. যার সীলমোহর হবে কস্তুরীর। আর এরূপ বস্তুর জন্যই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।

٢٦- خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ط
وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ○

২৭. আর তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের,

٢٧- وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ○

২৮. এমন এক ঝর্ণা, যা থেকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করবে।

٢٨- عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ○

দুনিয়াতে কাফিররা মু'মিনদের তাচ্ছিল্যের সাথে উপহাস করে থাকে

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩ ঃ ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩

২৯. যারা অপরাধী, তারা মু'মিনদেরকে তাচ্ছিল্যের সাথে উপহাস করত।

٢٩- اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا
كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ○

৩০. যখন তারা তাদের কাছ দিয়ে যেত, তখন তারা পরস্পরে চোখের ইশারা করত।

٣٠- وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ○

৩১. আর যখন তারা নিজেদের গৃহে ফিরে যেত, তখন তারা (মু'মিনদের নিয়ে) হাসি-ঠাট্টা করত।

٣١- وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ
انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ○

৩২. আর যখন তারা তাদের দেখত, তখন বলত ঃ নিশ্চয় এরাই তো পথভ্রষ্ট।

٣٢- وَاِذَا رَاَوْهُمْ
قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ○

৩৩. অথচ এদেরকে তো মু'মিনদের জন্য তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠান হয় নি।

٣٣- وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ○

কিয়ামতের দিন মু'মিনরা কাফিরদের উপহাস করবে, তারা সুসজ্জিত পালঙ্কে বসে কাফিরদের শাস্তি দেখবে

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩ ঃ ৩৪, ৩৫, ৩৬

৩৪. আজ মু'মিনরা কাফিদেরকে উপহাস করবে,

٣٤- فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ○

৩৫. তারা সুসজ্জিত পালঙ্কে বসে অবলোকন করবে।

٣٥- عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ○

৩৬. কাফিররা যা করত, তার সমুচিত প্রতিফল পেয়েছে তো?

٣٦- هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

কিয়ামতের দিন আসমান বিদীর্ণ হবে

সূরা ইন্‌শিকাক, ৮৪ ঃ ১, ২, ৩

১. যখন আসমান বিদীর্ণ হবে,

١- اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ○

২. এবং তার রবের আদেশ পালন করবে, আর সে এরই যোগ্য,

٢- وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ○

৩. আর যখন যমীনকে সম্প্রসারিত করা হবে।	٣- وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ○

কিয়ামতের দিন যমীন তার পেট থেকে সব বের করে দেবে

সূরা ইন্‌শিকাক, ৮৪ ঃ ৪, ৫

৪. এবং সে নিজের অভ্যন্তরে যা কিছু আছে, তা বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং খালি হয়ে পড়বে,	٤- وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ○
৫. আর তার রবের নির্দেশ পালন করবে এবং সে এরই যোগ্য।	٥- وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ○

দুনিয়াতে মানুষ মৃত্যু পর্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকে। কিয়ামতের দিন যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তার হিসাব সহজ হবে এবং সে জান্নাতে যাবে

সূরা ইন্‌শিকাক, ৮৪ ঃ ৬, ৭, ৮, ৯

৬. হে মানুষ! অবশ্যই তুমি কর্ম সম্পাদনে চেষ্টিত আছ - তোমার রবের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত, এরপর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে।	٦- يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ○
৭. অবশেষে যখন তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে,	٧- فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ○
৮. তার হিসাব-নিকাশ খুব সহজেই নেয়া হবে,	٨- فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ○
৯. আর সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে।	٩- وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ○

কিয়ামতের দিন যার আমলনামা পিঠের পেছন দিক থেকে দেয়া হবে, সে জাহান্নামে যাবে

সূরা ইন্‌শিকাক, ৮৪ ঃ ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

১০. কিন্তু যার আমলনামা তার পিঠের পেছন দিক থেকে দেয়া হবে,	١٠- وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ○

১১. সে তো মৃত্যুকে আহবান করবে,

١١- فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ○

১২. এবং জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে।

١٢- وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ○

১৩. সে তো তার স্বজনদের মাঝে সানন্দে ছিল।

١٣- إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ○

১৪. সে মনে করত যে, তাকে কখনো ফিরে যেতে হবে না।

١٤- إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ○

মৃত্যুর পর সবাইকে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে

সূরা ইন্‌শিকাক, ৮৪ : ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

১৫. নিশ্চয়ই তাকে ফিরে যেতে হবে। তার রব তো তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

١٥- بَلَىٰ ۚ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ○

১৬. আমি কসম করি সূর্যাস্তকালীন লালিমাযুক্ত পশ্চিম-আকাশের,

١٦- فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ○

১৭. আর রাতের এবং রাতে যা কিছুর সমাবেশ ঘটে তার;

١٧- وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ○

১৮. এবং চাঁদের, যখন তা পরিপূর্ণ হয়।

١٨- وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ○

১৯. অবশ্যই তোমরা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় উপনীত হবে।

١٩- لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ○

কাফিররা কুরআনকে অস্বীকার করে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি

সূরা ইন্‌শিকাক, ৮৪ : ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪

২০. অতএব তাদের কী হলো যে, তারা ঈমান আনে না ?

٢٠- فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

২১. আর তাদের সামনে যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা সিজ্‌দা করে না ?

٢١- وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ○

২২. বরং কাফিররা তা অস্বীকার করে।

٢٢- بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ○

২৩. আর আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত, যা তারা সংরক্ষণ করে।

٢٣- وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ○

২৪. সুতরাং আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন।

٢٤- فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

যারা মু'মিন এবং নেক্‌আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার

সূরা ইন্‌শিকাক, ৮৪ ঃ ২৫

২৫. কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং নেক্‌কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

٢٥- اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

যারা মু'মিনদের উপর অত্যাচার করে, তারা অবশ্যই ধ্বংস হবে

সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

১. কসম বুরূজ বিশিষ্ট আসমানের,

২. এবং প্রতিশ্রুত দিনের,

৩. আর দ্রষ্টার ও দৃষ্টের,

৪. ধ্বংস হয়েছে অগ্নিকুণ্ডের অধিপতিরা,

৫. বহু ইন্ধন বিশিষ্ট অগ্নিকুণ্ডের অধিকারীরা,

৬. যখন তারা এর পাশে উপবিষ্ট ছিল,

৭. এবং মু'মিনদের প্রতি তারা যে নির্যাতন করছিল, তা প্রত্যক্ষ করছিল।

৮. আর তারা মু'মিনদেরকে শুধু এ কারণে নির্যাতন করেছিল যে, তারা পরাক্রমশালী, প্রশংসনীয় আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখত,

৯. যিনি আসমান ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী, আর আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

١- وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝

٢- وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝

٣- وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۝

٤- قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝

٥- النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝

٦- اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۝

٧- وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝

٨- وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝

٩- الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ۝

মু'মিনদের উপর যারা অত্যাচার করে, তাদের স্থান হবে জাহান্নামে

সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ১০

১০. নিশ্চয় যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের নিঃপীড়ন করেছে, এরপর তারা তাওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব এবং বিশেষ করে তাদের জন্য আছে দহন যন্ত্রণার আযাব।

١٠-اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ○

যারা মু'মিন এবং নেককাজ করে, তারা জান্নাতে যাবে

সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ১১

১১. অবশ্যই যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয় নরহসমূহ, এটাই মহা-সাফল্য।

١١-اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ۛ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ○

আল্লাহ্‌র পাকড়াও বড়ই কঠিন। তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তিনি পুনরায় জীবিত করবেন

সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ১২, ১৩

১২. নিশ্চয় আপনার রবের পাকড়াও বড়ই কঠিন।

١٢-اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ○

১৩. তিনিই প্রথমবার পয়দা করেছেন এবং পুনর্বার জীবিত করবেন।

١٣-اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ○

আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতি স্নেহময়। তিনি আরশের অধিপতি এবং যা ইচ্ছা করেন, তা-ই করেন

সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ১৪, ১৫, ১৬

১৪. তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় স্নেহময়।

١٤-وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ○

১৫. তিনি আরশের অধিপতি, অতি উঁচু মর্যাদাশীল।

١٥-ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ○

১৬. তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা-ই করেন।

١٦-فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ○

নাফরমান ফিরাউন ও সামূদ কাওমকে আল্লাহ্ ধ্বংস করেন। যারা কাফির তাদেরকেও আল্লাহ্ ধ্বংস করবেন

সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ১৭, ১৮, ১৯, ২০

১৭. আপনার কাছে কি পৌঁছেছে সৈন্য-বাহিনীর কাহিনী,

١٧-هَلْ أَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ○

১৮. ফিরাউন ও সামূদের ?

١٨-فِرْعَوْنَ وَ ثَمُوْدَ ○

১৯. বরং যারা কাফির, তারা তো লিপ্ত রয়েছে মিথ্যারোপ করায়।

١٩-بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ○

২০. আর আল্লাহ্ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

٢٠-وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ○

আল-কুরআন মহা-সম্মানিত, যা 'লাওহে মাহ্ফূযে' সংরক্ষিত

সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ২১, ২২

২১. বস্তুত এ এক মহা-সম্মানিত কুরআন,

٢١- بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ○

২২. যা 'লাওহে মাহ্ফূযে' সংরক্ষিত আছে।

٢٢-فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ○

রাতের বেলা আসমানে সমুজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়

সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ১, ২, ৩, ৪

১. কসম আসমানের এবং রাতে যা আত্মপ্রকাশ করে তার,

١-وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ○

২. আপনি কি জানেন, রাতে যা আত্মপ্রকাশ করে তা কি?

٢-وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ○

৩. তা সমুজ্জ্বল নক্ষত্র।

٣-النَّجْمُ الثَّاقِبُ ○

৪. এমন কোন মানুষ নেই, যার উপর কোন তত্ত্বাবধায়ক নেই।

٤-إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ○

মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তিনি আবার মানুষকে সৃষ্টি করবেন

সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০

৫. সুতরাং মানুষের লক্ষ্য করা উচিত, কি বস্তু থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

٥-فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ○

৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নিঃসৃত পানি থেকে।	٦-خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ ○
৭. যা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষদেশের মধ্য থেকে।	٧-يَّخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ○
৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে অবশ্যই সক্ষম।	٨-اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ○
৯. যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে।	٩-يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ○
১০. সেদিন তার কোন ক্ষমতা থাকবে না এবং কোন সহায়কও থাকবে না।	١٠-فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ○

আল্লাহ্ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং যমীন থেকে গাছ বৃক্ষ উৎপাদন করেন

সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ১১, ১২

১১. কসম আসমানের, যা থেকে বৃষ্টিপাত হয়,	١١-وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ○
১২. এবং কসম যমীনের, যা (বীজ আঙ্কুরিত হওয়াকালে) বিদীর্ণ হয়।	١٢-وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ○

আল-কুরআন অকাট্য বাণী

সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ১৩, ১৪

১৩. নিশ্চয় এ কুরআন ফয়সালাকারী বাণী,	١٣-اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ○
১৪. আর তা কোন নিরর্থক বস্তু নয়।	١٤-وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ○

কাফিররা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে এবং তিনিও তাদের বিরুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করেন

সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ১৫, ১৬, ১৭

১৫. তারা তো ভীষণ চক্রান্ত করে,	١٥-اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ○
১৬. এবং আমিও নানা রকম কৌশল করি।	١٦-وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ○
১৭. সুতরাং আপনি কাফিরদের অবকাশ দিন, তাদেরকে অল্প কিছু কালের জন্য অবকাশ দিন।	١٧-فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ○

আল্লাহ্ মানুষকে সুন্দররূপে সৃষ্টি করেছেন

সূরা আ'লা, ৮৭ ঃ ১, ২

১. আপনি আপনার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা মহিমা বর্ণনা করুন,	١-سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ○
২. যিনি (মানুষকে) সৃষ্টি করেছেন ও সুঠাম করেছেন।	٢-الَّذِي خَلَقَ فَسَوّٰى ○

আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেন

সূরা আ'লা, ৮৭ ঃ ৩

৩. যিনি পরিমিতভাবে বিকাশ সাধন করেন এবং পথ-প্রদর্শন করেন।	٣-وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدٰى ○

আল্লাহ্ই যমীন থেকে ঘাস-তৃণ উৎপন্ন করেন

সূরা আ'লা, ৮৭ ঃ ৪, ৫, ৬

৪. এবং যিনি (আল্লাহ্) ঘাস-তৃণ উৎপন্ন করেন।	٤-وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعٰى ○
৫. পরে তাকে পরিণত করেন ধুসর খড়-কুটায়।	٥-فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوٰى ○
৬. আমি অবশ্যই আপনাকে পাঠ করাব, ফলে আপনি তা ভুলবেন না	٦-سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى ○

আল্লাহ্ প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় জানেন

সূরা আ'লা, ৮৭ ঃ ৭, ৮

৭. তবে আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন–তা ছাড়া। নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়।	٧-إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ○
৮. আর আমি আপনার জন্য সরল পথকে সহজ করে দেব।	٨-وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ○

আপনি মানুষকে উপদেশ প্রদান করুন

সূরা আ'লা, ৮৭ ঃ ৯, ১০

৯. অতএব আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, যদি উপদেশ হিতকর হয়।	٩-فَذَكِّرْ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ○

www.almodina.com

১০. সে উপদেশ গ্রহণ করবে, যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে।	١٠- سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ○

যে নসীহত কবুল করে না, সে জাহান্নামে যাবে

সূরা আ'লা, ৮৭ ঃ ১১, ১২, ১৩

১১. আর সে তা উপেক্ষা করবে, যে অতিশয় হতভাগ্য।	١١- وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ○
১২. সে ভয়ংকর আগুনে প্রবেশ করবে।	١٢- الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ○
১৩. তারপর সে সেখানে মরবেও না, আর না সে বাঁচবে।	١٣- ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ○

যে আত্মশুদ্ধি করবে, সে জান্নাতে যাবে

সূরা আ'লা, ৮৭ ঃ ১৪, ১৫

১৪. নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে আত্মশুদ্ধি লাভ করে।	١٤- قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ○
১৫. এবং সে তার রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।	١٥- وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ○

দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী

সূরা আ'লা, ৮৭ ঃ ১৬, ১৭

১৬. বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও।	١٦- بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ○
১৭. অথচ আখিরাত বহু গুণে শ্রেয় ও চিরস্থায়ী।	١٧- وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○

কিয়ামতের দিন কাফিররা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদেরকে ফুটন্ত পানি ও কাঁটাযুক্ত খাদ্য দেয়া হবে

সূরা গাশিয়াহ্, ৮৮ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

১. আপনার কাছে কি কিয়ামতের বৃত্তান্ত পৌছেছে?	١- هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ○
২. সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে লাঞ্ছিত,	٢- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ○

৩. কষ্টে-ক্লিষ্ট, ক্লান্ত, দুর্দশাগ্রস্ত,

٣- عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ○

৪. তারা প্রবেশ করবে দগ্ধকারী অগ্নিতে,

٤- تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ○

৫. তাদেরকে পান করানো হবে ফুটন্ত ঝরনা থেকে।

٥- تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ○

৬. তাদের জন্য কোন খাদ্য থাকবে না–কাঁটাযুক্ত শুষ্ক লতাগুল্ম ছাড়া।

٦- لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ○

৭. যা তাদের পুষ্ট ও করবে না এবং ক্ষুধা ও নিবারণ করবে না।

٧- لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ○

মু'মিনরা খুশী মনে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের জন্য সেখানে থাকবে সুপেয় পানি, সুসজ্জিত পালঙ্ক, বিছানো গালিচা ইত্যাদি

সূরা গাশিয়াহ্, ৮৮ ঃ ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

৮. সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে হর্ষোৎফুল্ল,

٨- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ○

৯. নিজেদের কৃতকর্মের কারণে হবে সন্তুষ্ট,

٩- لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ○

১০. তারা সুউচ্চ জান্নাতে অবস্থান করবে

١٠- فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ○

১১. সেখানে তারা কোন নিরর্থক কথাবার্তা শুনবে না,

١١- لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ○

১২. সেখানে থাকবে প্রবাহমান ঝরনাসমূহ,

١٢- فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ○

১৩. সেখানে থাকবে উঁচুউঁচু সুসজ্জিত পালঙ্ক-সমূহ,

١٣- فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ○

১৪. আর সদা প্রস্তুত পানপাত্রসমূহ,

١٤- وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ○

১৫. এবং সারিসারি সাজানো বালিশসমূহ,

١٥- وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ○

১৬. আর সব দিকে বিছানো গালিচাসমূহ।

١٦- وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ ○

আল্লাহ্ উট, আসমান, যমীন ও পর্বতমালা তাঁর কুদ্‌রতের নমুনা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন

সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ১৭, ১৮, ১৯, ২০

১৭. তবে কি তারা লক্ষ্য করে না উটের প্রতি, কি ভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে ?

١٧- اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ
اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ○

১৮. আর লক্ষ্য করে না কি আসমানের দিকে, কিভাবে তা উর্ধে স্থাপন করা হয়েছে ?	١٨- وَإِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ○
১৯. এবং পর্বতমালার দিকে কিভাবে তা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে ?	١٩- وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ○
২০. আর যমীনের দিকে, কিভাবে তা সমতলে বিছানো হয়েছে ?	٢٠- وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ○

কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপদেশ অমান্য করলে আল্লাহ্ তাকে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি দেবেন

সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

২১. অতএব আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, আপনি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র।	٢١- فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنْتَ مُذَكِّرٌ ○
২২. আপনি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নন।	٢٢- لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ○
২৩. তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং কুফ্রী করলে,	٢٣- إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ○
২৪. আল্লাহ্ তাকে দিবেন কঠিন আযাব।	٢٤- فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ○
২৫. নিশ্চয়ই আমারই কাছে তাদের ফিরে আসতে হবে।	٢٥- إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ○
২৬. এরপর তাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ তো আমারই কাজ।	٢٦- ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ○

জ্ঞানবান লোকদের জন্য আল্লাহ্র সৃষ্টিতে নিদর্শন রয়েছে

সূরা ফাজর, ৮৯ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. কসম ফজরের সময়ের,	١- وَالْفَجْرِ ○
২. কসম দশ রাতের,	٢- وَلَيَالٍ عَشْرٍ ○
৩. কসম জোড় ও বেজোড়ের	٣- وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ○
৪. এবং কসম রাতের, যখন তা গত হতে থাকে,	٤- وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ○

৫. নিশ্চয় এর মাঝে আছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য যথার্থ কসম।

٥- هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ ۝

আল্লাহ্ নাফরমানীর কারণে কাওমে আদ, সামূদ ও ফিরাউনের গোষ্ঠিকে ধ্বংস করেছিলেন

সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ ঃ ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

৬. আপনি কি লক্ষ্য করেন নি, আপনার রব কেমন ব্যবহার করেছিলেন আদ বংশের সাথে, যারা ছিল–

٦- اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝

৭. ইরাম গোত্রভুক্ত, যাদের দেহবয়ব ছিল উঁচু থামের মত ?

٧- اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝

৮. যাদের সমান, শহরগুলোতে কোন মানুষই সৃষ্টি করা হয়নি।

٨- الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ ۝

৯. আর সামূদের প্রতি কেমন ব্যবহার করা হয়েছিল, যারা পাহাড়ের উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহনির্মাণ করেছিল ?

٩- وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ
جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝

১০. আর কেমন ব্যবহার করা হয়েছিল ফিরাউনের প্রতি, যে ছিল বহু শিবিরের অধিপতি,

١٠- وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ ۝

১১. যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল,

١١- الَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ ۝

১২. এবং সেখানে বহু ধরনের ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল।

١٢- فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۝

১৩. এরপর আপনার রব তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানেন,

١٣- فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝

১৪. নিশ্চয় আপনার রব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

١٤- اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝

মানুষ আল্লাহ্‌র নিয়ামত পেলে সন্তুষ্ট হয় এবং বিপদগ্রস্ত হলে অসন্তুষ্ট হয়

সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ ঃ ১৫, ১৬

১৫. মানুষ তো এরূপ যে, যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করেন, তাকে সম্মানিত করেন ও অনুগ্রহ করেন, তখন সে

١٥- فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ
رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ

বলে, আমরা রব আমাকে সম্মানিত করেছেন।

فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ ○

১৬. আবার তিনি যখন তাকে পরীক্ষা করেন, তার রিযিক সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে বলে : আমার রব আমাকে হেয় করেছেন।

١٦- وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ ○

নাফরমান ব্যক্তিরা ইয়াতীম, মিস্‌কীনকে খাদ্য দান করে না এবং তারা অন্যের হক নষ্ট করে

সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ : ১৭, ১৮, ১৯

১৭. কখনো এরূপ নয়, বরং তোমরা ইয়াতীমকে খাদ্যদানে উৎসাহিত কর না,

١٧- كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ○

১৮. এবং মিস্‌কীনকে খাদ্যদানে উৎসাহিত কর না,

١٨- وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ○

১৯. আর তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করে ফেল।

١٩- وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ○

মানুষ পার্থিব জীবনকে ভালবাসে

সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ : ২০, ২১

২০. এবং তোমরা ধন-সম্পদ খুব বেশি ভালবাস।

٢٠- وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ○

২১. এরূপ কখনো ঠিক নয়। যখন যমীনকে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে।

٢١- كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ○

মহান আল্লাহ্‌র সমীপে সবাইকে হাযির হতে হবে এবং জাহান্নামকে কাছে আনা হবে

সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ : ২২, ২৩, ২৪

২২. আর যখন আপনার রব উপস্থিত হবেন এবং দলে দলে ফিরিশ্‌তারাও,

٢٢- وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ○

২৩. সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে এবং সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এ স্মরণ তার কী উপকারে আসেব ?

٢٣- وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ
يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ
وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ○

২৪. সে বলবে ঃ হায়! আমি যদি আমার এ জীবনের জন্য আগে কিছু পাঠাতাম ?

٢٤- يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ○

আল্লাহ্ কাফিরদের কঠিন শাস্তি দিবেন

সূরা ফাজ্র, ৮৯ ঃ ২৫, ২৬

২৫. সেদিন আল্লাহ্‌র শাস্তির মত কেউ দিতে পারবে না,

٢٥- فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ○

২৬. এবং না তাঁর বন্ধনের মত বন্ধনকারী কেউ থাকবে।

٢٦- وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ○

আল্লাহ্ প্রশান্ত আত্মাকে তাঁর কাছে ডেকে নিবেন এবং পরকালে জান্নাত দান করবেন

সূরা ফাজর, ৮৯ ঃ ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

২৭. হে প্রশান্ত আত্মা!

٢٧- يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ○

২৮. তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে চল এমনভাবে যে, তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট,

٢٨- ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ○

২৯. আর তুমি শামিল হয়ে যাও আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মাঝে,

٢٩- فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ○

৩০. এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।

٣٠- وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ○

মক্কা নগরীতে নবী (সা)-এর জন্য যুদ্ধ করা বৈধ ছিল

সূরা বালাদ, ৯০ ঃ ১, ২, ৩

১. না, আমি কসম করছি–এই নগরীর,

١- لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ○

২. আর এই নগরীতে আপনার জন্য যুদ্ধ সিদ্ধ হবে।

٢- وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ○

৩. কসম জন্মদাতার এবং সন্তান-সন্ততির।

٣- وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ○

মানুষকে কষ্টের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে

সূরা বালাদ, ৯০ ঃ ৪, ৫, ৬

৪. অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে কষ্টের মধ্যে।

٤- لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ○

৫. সে কি ধারণা করে যে, তার উপর কারো ক্ষমতা চলবে না ?

٥-اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ○

৬. সে বলে ঃ আমি প্রচুর অর্থ খরচ করে ফেলেছি।

٦-يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ○

আল্লাহ্ মানুষকে দু'টি চোখ, জিহ্বা, দু'টি ঠোঁট দান করেছেন এবং হক্ ও বাতিল রাস্তার পরিচয় দান করেছেন

সূরা বালাদ, ৯০ ঃ ৭, , ৮, ৯, ১০, ১১

৭. সে কি মনে করে যে, কেউ তাকে দেখে নি ?

٧-اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ○

৮. আমি কি তাকে দান করি নি দু'টি চোখ?

٨-اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ○

৯. এবং জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট ?

٩-وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ○

১০. আর আমি তো তাকে দেখিয়ে দিয়েছি দু'টি পথ,

١٠-وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ○

১১. এরপর সে দুর্গম পথ অতিক্রম করে চলে নি।

١١-فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ○

মানুষের উচিত-দাস মুক্ত করা এবং ইয়াতীম ও মিস্কীনকে খাদ্য দান করা

সূরা বালাদ, ৯০ ঃ ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

১২. আপনি কি জানেন, সে দুর্গম গিরিপথ কী ?

١٢-وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ○

১৩. তা হলো ঃ কোন দাস মুক্ত করা,

١٣-فَكُّ رَقَبَةٍ ○

১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান করা–

١٤-اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ○

১৫. ইয়াতীমকে যে আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত,

١٥-يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ○

১৬. অথবা ধূলি-ধূসরিত মিস্কীনকে।

١٦-اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ○

যারা ডানপন্থী, তারা ঈমান আনে, পরস্পরকে সবর ও দয়ামায়ার জন্য উপদেশ দেয় তারই সৌভাগ্যশালী

সূরা বালাদ, ৯০ ঃ ১৭, ১৮

১৭. এরপর সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়–যারা ঈমান আনে এবং একে অন্যকে

١٧-ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

উপদেশ দেয় সবর করার জন্য এ আর উপদেশ দেয় দয়া-মায়ার।

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ○

১৮. এরাই ডান-দিকওয়ালা, সৌভাগ্যশালী।

١٨-أُولَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ الْمَيْمَنَةِ ○

আর যারা বামপন্থী, তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে, তারা জাহান্নামে যাবে, এরাই হতভাগ্য

সূরা বালাদ, ৯০ ঃ ১৯, ২০

১৯. আর যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে, তারাই বাম-দিকওয়ালা, হতভাগ্য।

١٩-وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِـَٔايَٰتِنَا هُمْ أَصْحَٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ○

২০. তারা হবে আগুনে পরিবেষ্টিত বন্দী।

٢٠-عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌۢ ○

আল্লাহ্ চন্দ্র, সূর্য, দিন-রাত এবং আসমান-যমীনের কসম দিয়ে বলেছেন ঃ তিনিই মানুষের আত্মাও তার দেহ তৈরী করেছেন

সূরা শামস্, ৯১ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

১. কসম সূর্যের এবং এর কিরণের,

١-وَالشَّمْسِ وَضُحَٰهَا ○

২. এবং কসম চন্দ্রের, যখন তা সূর্যের পেছনে আনে,

٢-وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَٰهَا ○

৩. আর কসম দিনের, যখন সে সূর্যকে প্রকাশ করে,

٣-وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّٰهَا ○

৪. এবং কসম রাতের, যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে,

٤-وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَٰهَا ○

৫. আর কসম আসমানের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন–তাঁর,

٥-وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ○

৬. এবং কসম যমীনের এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন–তাঁর,

٦-وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ○

৭. আর কসম মানুষের আত্মার এবং যিনি তাকে আকৃতিতে সুঠাম করেছেন-তাঁর।

٧-وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا ○

আল্লাহ্ মানুষকে ভাল ও মন্দ কাজের জ্ঞান দান করেছেন

সূরা শামস্, ৯১ ঃ ৮

৮. এরপর তাকে তার মন্দকর্ম ও তার তাক্‌ওয়ার জ্ঞান দান করেছেন।

٨-فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ○

সে-ই সফলকাম, যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে

সূরা শামস্, ৯১ ঃ ৯

৯. অবশ্যই সে সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে।

٩-قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ○

আর সে-ই বিফলকাম, যে তার আত্মাকে গুনাহের দ্বারা কলুষিত করে

সূরা শামস্, ৯১ ঃ ১০

১০. আর সে বিফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পাপাচারে কলুষিত করেছে।

١٠-وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ○

আল্লাহ্‌র নাফরমানী করার জন্য তিনি কাওমে সামূদকে দুনিয়াতে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দেন

সূরা শামস্, ৯১ ঃ ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

১১. সামূদ সম্প্রদায় নিজেদের অবাধ্যতাবশত নবীকে অস্বীকার করেছিল।

১২. যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগা ব্যক্তি উটনীটি বধ্ করার তৎপর হয়ে উঠল–

১৩. তখন তাদেরকে আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন ঃ আল্লাহ্‌র উটনী এবং তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সাবধান হও।

১৪. কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করল এবং উটনীকে বধ করল। ফলে তাদের রব পাপের কারণে তাদের উপর সর্বগ্রাসী ধ্বংস প্রেরণ করে একাকার করে দিলেন।

১৫. আর এই ধ্বংস ক্রিয়ার পরিণামের জন্য আল্লাহ্ কোন আশঙ্কা করেন না।

١١- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَا ○

١٢- اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰىهَا ○

١٣- فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ○

١٤-فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۙ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ○

١٥- وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ○

আল্লাহ্ নেক্‌কার বান্দাদের সুখ–শান্তির পথ সহজ করে দেন

সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

১. কসম রাতের, যখন সে আচ্ছন্ন করে,

২. কসম দিনের, যখন সে উদ্ভাসিত হয়,

١- وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ○

٢-وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ○

৩. আর কসম তাঁর, যিনি সৃষ্টি করেছেন নর ও নারী–	٣- وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰىٓ ○
৪. নিশ্চয় তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের।	٤- اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ○
৫. অতএব যে ব্যক্তি দান করে এবং মুত্তাকী হয়,	٥- فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ○
৬. আর যা উত্তম তা সত্য বলে বিশ্বাস করে,	٦- وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ○
৭. আমি তার জন্য অবশ্যই সহজ করে দেব সুখ-শান্তির পথ।	٧- فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ○

কাফিররা কৃপণতা ও মন্দকাজ করে, তারা জাহান্নামে যাবে

সূরা লাইল, ৯২ ঃ ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩

৮. আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করে এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে,	٨- وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ○
৯. এবং যা উত্তম তা অস্বীকার করে।	٩- وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ○
১০. আমি তার জন্য অবশ্যই সহজ করে দেব কঠোর পরিণামের পথ।	١٠- فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ○
১১. আর তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে।	١١- وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ○
১২. নিশ্চয় আমার দায়িত্ব কেবল পথ-প্রদর্শন করা,	١٢- اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ○
১৩. আর আমারই আয়ত্তে রয়েছে পরকাল ও ইহকাল।	١٣- وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ○

হতভাগ্য কাফিররা জাহান্নামী হবে

সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

১৪. আমি তো তোমাদের সতর্ক করে দিয়েছি লেলিহান আগুন সম্পর্কে,	١٤- فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ○
১৫. তাতে কেবল সে-ই প্রবেশ করবে, যে নিতান্ত-হতভাগ্য,	١٥- لَا يَصْلٰهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ○

১৬. যে অস্বীকার করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়।

١٦-الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ○

১৭. আর তা থেকে দূরে রাখা হবে সে ব্যক্তিকে, যে অত্যন্ত মুত্তাকী।

١٧-وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ○

যারা মুত্তাকী, দানশীল, তারা জান্নাতী হবে

সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১৮, ১৯, ২০, ২১

১৮. যে তার ধন-সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য,

١٨-الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ○

১৯. এবং তার প্রতি কারো কোন অনুগ্রহের প্রতিদানের জন্য নয়,

١٩-وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ
مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ○

২০. কেবলমাত্র তার মহান রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে,

٢٠-إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ○

২১. আর সে তো অচিরেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

٢١-وَلَسَوْفَ يَرْضَى ○

আল্লাহ্ নবী (সা)-কে ভুলে যাননি

সূরা দুহা, ৯৩ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. কসম পূর্বাহ্নের,

١-وَالضُّحَى ○

২. আর কসম রাতের, যখন তা নিঝুম-নিস্তব্ধ হয়,

٢-وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ○

৩. আপনার রব আপনাকে ত্যাগও করেন নি এবং আপনার সাথে দুশ্‌মনীও করেন নি।

٣-مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ○

৪. আর অবশ্যই আপনার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়।

٤-وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ○

৫. অচিরেই আপনার রব আপনাকে দান করবেন, তখন আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

٥-وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ○

আল্লাহ্ নবী (সা)-কে আশ্রয় দেন, সরল পথ দেখান এবং অভাবমুক্ত করেন

সূরা দুহা, ৯৩ ঃ ৬, ৭, ৮

৬. তিনি কি আপনাকে ইয়াতীমরূপে পান নি এবং আপনাকে আশ্রয় দেন নি ?

٦-أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ○

৭. তিনি পেয়েছেন আপনাকে পথ সম্পর্কে বে-খবর, এরপর তিনি পথ দেখালেন।

٧-وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ○

৮. আর তিনি পেয়েছেন আপনাকে নিঃস্ব অবস্থায়, তারপর তিনি অভাবমুক্ত করেছেন।	٨- وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ ○

ইয়াতীমের প্রতি কঠোর ও ভিক্ষুককে ধমক না দেয়ার নির্দেশ

সূরা দুহা, ৯৩ ঃ ৯, ১০, ১১

৯. অতএব আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না।	٩- فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ○
১০. এবং ভিক্ষুককে ধমক দেবেন না।	١٠- وَأَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ○
১১. আর আপনি আপনার রবের নিয়ামতের কথা প্রচার করুন।	١١- وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ○

আল্লাহ্ নবী (সা)-এর বক্ষ সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন, তাঁর বোঝ লাঘব করেছেন এবং তাঁর মর্যাদা সুউচ্চ করেছেন

সূরা ইনশিরাহ্, ৯৪ ঃ ১, ২, ৩, ৪

১. আমি কি আপনার জন্য আপনার বক্ষকে প্রসারিত করে দেই নি ?	١- أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ○
২. আর আমি আপনার উপর থেকে আপনার সেই বোঝা অপসারিত করেছি-	٢- وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ○
৩. যা আপনার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল,	٣- الَّذِىٓ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ○
৪. এবং আমি আপনার আলোচনাকে উচ্চ-মর্যাদা দিয়েছি।	٤- وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ○

বিপদ-আপদের সাথে আসানী ও দুঃখ-কষ্টের সাথে সুখ-শান্তি রয়েছে

সূরা ইনশিরাহ্, ৯৪ ঃ ৫, ৬, ৭, ৮

৫. নিশ্চয় বিপদ-আপদের সাথে সাথে আসানী রয়েছে,	٥- فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ○
৬. অবশ্যই দুঃখ-কষ্টের সাথেই সুখ-শান্তি রয়েছে।	٦- إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ○
৭. অতএব যখনই আপনি অবসর পাবেন, তখনই নফল ইবাদত করবেন,	٧- فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ○

৮. এবং নিজ রবের প্রতি মনোনিবেশ করবেন।	٨-وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ○

আল্লাহ্ মানুষকে সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করেছেন

সূরা তীন, ৯৫ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. কসম, আনজীরের ও যায়তূনের,	١-وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ○
২. আর কসম সিনাই প্রান্তরে অবস্থিত তূরের,	٢-وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ○
৩. এবং কসম এই নিরাপদ নগরীর,	٣-وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ○
৪. আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি অতিশয় সুন্দর গঠনে।	٤-لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ○
৫. এরপর আমি তাকে ফিরিয়ে দেই হীন থেকে হীনতম অবস্থায়।	٥-ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ○

যারা মু'মিন, তাদের জন্য আছে অফুরন্ত নিয়ামত

সূরা তীন, ৯৫ ঃ ৬, ৭

৬. কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং নেকআমল করে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।	٦-اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ○
৭. সুতরাং এরপরও কিসে তোমাকে শেষ বিচার সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করছে?	٧-فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ○

আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক

সূরা তীন, ৯৫ ঃ ৮

৮. আল্লাহ্ কি সমস্ত বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?	٨-اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ○

আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে

সূরা আলাক, ৯৬ ঃ ১, ২, ৩

১. আপনি পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।	١-اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ○
২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।	٢-خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○

৩. পাঠ করুন, আর আপনার রব অতিশয় দয়ালু।

٣- اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ○

আল্লাহ্ কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন

সূরা আলাক, ৯৬ ঃ ৪, ৫, ৬, ৭

৪. যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাাহয্যে,

٤- الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ○

৫. তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।

٥- عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ○

৬. বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করেই থাকে,

٦- كَلَّاۤ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰۤى ○

৭. এ কারণে যে, সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে।

٧- اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ○

আল্লাহ্‌র কাছে সবাইকে ফিরে যেতে হবে

সূরা আলাক, ৯৬ ঃ ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩

৮. নিশ্চয় তোমার রবের–দিকেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

٨- اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ○

৯. তুমি কি তাকে দেখেছ, যে বাধা দেয়–

٩- اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى ○

১০. আমার এক বান্দাকে, যখন সে সালাত আদায় করে ?

١٠- عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ○

১১. তুমি কি লক্ষ্য করেছ, যদি সে বান্দা সৎপথে থাকে,

١١- اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰۤى ○

১২. অথবা সে অন্যকে তাক্ওয়ার কথা শিক্ষা দেয় (তবে কি তার বিরোধিতা করা উচিত ?)

١٢- اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ○

১৩. তুমি কি লক্ষ্য করেছ, যদি সে অস্বীকার করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়।

١٣- اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ○

আল্লাহ্ সব কিছু দেখেন

সূরা আলাক, ৯৬ ঃ ১৪

১৪. তবে কি সে জানে না যে, আল্লাহ্ তো সব কিছু দেখেন ?

١٤- اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ○

কাফিরদের কপালের চুল ধরে টেনে জাহান্নামে ফেলা হবে

সূরা আলাক, ৯৬ ঃ ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

১৫. তার এরূপ করা কখনই উচিত নয়, যদি সে এরূপ করা থেকে ফিরে না আসে, তবে আমি অবশ্যই তাতে কপালের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব,

١٥- كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ ۵ لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ ○

১৬. যে কেশগুচ্ছ মিথ্যাচারী, পাপাচারীর।

١٦- نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ○

১৭. এরপর সে তার সহচরদের ডাকুক,

١٧- فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ○

১৮. আমি অবশ্যই ডাকব জাহান্নামের প্রহরীদের।

١٨- سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ○

১৯. তার এরূপ করা কখনই উচিত নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আর আপনি সিজ্‌দা করুন এবং আমার নৈকট্যলাভ করতে থাকুন।

١٩- كَلَّا ط لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ○

শবে-কাদ্‌র ও পবিত্র কুরআন নাযিল

সূরা কাদ্‌র, ৯৭ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. নিশ্চয় আমি নাযিল করেছি এ কুরআন মহিমান্বিত রাতে,

١- إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ○

২. আর আপনি কি জানেন, মহিমান্বিত রাত কী ?

٢- وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ○

৩. মহিমান্বিত রাত হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

٣- لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۵ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ○

৪. সে রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফিরিশ্‌তাগণ এবং রূহ্‌ তাদের রবের আদেশক্রমে নাযিল হয়।

٤- تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ○

৫. সে রাতে শান্তিই-শান্তি, ফজর হওয়া পর্যন্ত।

٥- سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ○

কিয়ামতের দিন যে ভূমিকম্প হবে, তার বর্ণনা

সূরা যিল্‌যাল, ৯৯ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. যখন পৃথিবীকে তার ভীষণ কম্পণে প্রকম্পিত করা হবে,

١- إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ○

www.almodina.com

২. আর পৃথিবী যখন তার বোঝা বের করে দেবে।

٢- وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ○

৩. আর মানুষ বলবে ঃ এর কি হলো ?

٣- وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا ○

৪. সেদিন সে তার সমস্ত খবর ব্যক্ত করবে,

٤- يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ○

৫. এ কারণে যে, আপনার রব তার প্রতি এরূপ আদেশই করবেন।

٥- بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ○

মানুষকে কবর থেকে উঠিয়ে হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে

সূরা যিল্‌যাল, ৯৯ ঃ ৬

৬. সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বের হবে, যাতে তাদেরকে কৃতকর্ম দেখানো হয়।

٦- يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ○

প্রত্যেক ব্যক্তি তার নেকআমল ও বদআমল নিজের চোখে দেখবে

সূরা যিলযাল, ৯৯ ঃ ৭, ৮

৭. অতএব কেউ অণু পরিমাণ নেক-আমল করবে, সে তা দেখতে পাবে।

٧- فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ○

৮. আর কেউ অণু পরিমাণ বদআমল করলে, সেও তা দেখতে পাবে।

٨- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ○

মানুষ পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি আসক্ত

সূরা আদিয়াত, ১০০ ঃ ৬, ৭, ৮, ৯

৬. নিশ্চয় মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ,

٦- اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ○

৭. আর এ কথা তার নিজেরও অবশ্যই জানা আছে।

٧- وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ○

৮. বস্তুত ধন-সম্পদের প্রতি তার তো রয়েছে প্রবল আসক্তি।

٨- وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ○

৯. তবে কি তার জানা নেই, যখন কবরে যা আছে– তা উত্থিত করা হবে ?

٩- اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ○

আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সম্পর্কে অবহিত

সূরা আদিয়াত, ১০০ ঃ ১০, ১১

১০. আর অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ হবে ?

১০- وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ○

১১. নিশ্চয় তাদের রব, তাদের সেদিনের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছেন।

١١- إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ○

কিয়ামতের দিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত হবে এবং পর্বতমালা ধ্বংস হয়ে যাবে

সূরা কারি'আহ, ১০১ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. সজোরে আঘাতকারী মহা-প্রলয়,

١- اَلْقَارِعَةُ ○

২. কি সেই মহা-প্রলয় ?

٢- مَا الْقَارِعَةُ ○

৩. মহা-প্রলয় কী, আপনি কি জানেন ?

٣- وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ○

৪. সেদিন মানুষ হয়ে যাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত, .

٤- يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ○

৫. আর পর্বতমালা হবে ধূণিত রঙিন পশমের মত।

٥- وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ○

কিয়ামতের দিন ওযনের সময় যার নেকআমল বেশী হবে, সে জান্নাতে যাবে এবং যার কম হবে, সে জাহান্নামে যাবে

সূরা কারি'আহ, ১০১ ঃ ৬, ৭, ৮

৬. তখন যার (নেকীর) পাল্লা ওযনে ভারী হবে,

٦- فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ○

৭. সে তো সুখ-শান্তিময় সন্তোষজনক জীবন যাপন করবে।

٧- فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ○

৮. আর যার (নেকীর) পাল্লা ওযনে হাল্কা হবে,

٨- وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ○

৯. তার অবস্থান হবে হাবিয়াতে;

٩- فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ○

১০. আর আপনি কি জানেন–তা কী ?

١٠- وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ○

১১. তা হলো–জ্বলন্ত আগুন।

١١- نَارٌ حَامِيَةٌ ○

মানুষ কবরে যাবার আগ পর্যন্ত প্রাচুর্যের লালসা করে

সূরা তাকাসুর, ১০২ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. তোমাদেরকে ভুলিয়ে রাখে প্রাচুর্যের লালসা,

١- أَلْهَٰكُمُ التَّكَاثُرُ ○

২. যতক্ষণ না তোমরা করবে উপনীত হও।

٢- حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ○

৩. এরূপ কখন উচিত নয়, শিগ্‌গিরই তোমরা জানতে পারবে।

٣- كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ○

৪. আবার বলছি ঃ এরূপ করা সংগত নয়, শিগ্‌গিরই তোমরা জানতে পারবে।

٤- ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ○

৫. কখনই নয়, যদি তোমরা নিশ্চিতরূপে জানতে। (তবে তোমরা ভুলে থাকতে না।)

٥- كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ○

কাফিররা কিয়ামতের দিন জাহান্নাম নিজের চোখে দেখবে

সূরা তাকাসুর, ১০২ ঃ ৬, ৭, ৮

৬. অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম দেখবে,

٦- لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ○

৭. আবার বলছি ঃ অবশ্যই তোমরা তা দেখবেই–প্রত্যক্ষ বিশ্বাসে।

٧- ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ○

৮. তারপর সেদিন তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে নিয়ামত সম্বন্ধে।

٨- ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ○

হুতামা-এর বর্ণনা

সূরা হুমাযা, ১০৪ ঃ ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

৫. আপনি কি জানেন, 'হুতামা' কী ?

٥- وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ○

৬. তা আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত আগুন,

٦- نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ○

৭. যা হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌছবে।

٧- الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ○

৮. সে আগুন তাদের উপর বেঁধে দেয়া হবে,

٨- إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ○

৯. বড় বড় লম্বা খুঁটিতে।

٩- فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ○

হাউযে কাউসারের বর্ণনা

সূরা কাউসার, ১০৮ ঃ ১, ২, ৩

১. নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার নামক হাউয দান করেছি।	١- اِنَّآ اَعۡطَيۡنٰكَ الۡكَوۡثَرَ ○
২. অতএব আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন।	٢- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانۡحَرۡ ○
৩. নিশ্চয় আপনার দুশ্‌মনই নাম-চিহ্নবিহীন নির্বংশ।	٣- اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الۡاَبۡتَرُ ○

আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয়, অভাবশূন্য, অমুখাপেক্ষী, তাঁর সমতূল্য কেউ নেই

সূরা ইখ্‌লাস ১১২ ঃ ১, ২, ৩, ৪

১. আপনি বলুন ঃ তিনি আল্লাহ্, এক অদ্বিতীয়,	١- قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ○
২. আল্লাহ্ অভাবশূন্য, অমুখাপেক্ষী;	٢- اَللّٰهُ الصَّمَدُ ○
৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি।	٣- لَمۡ يَلِدۡ ۙ وَلَمۡ يُوۡلَدۡ ○
৪. আর কেউ তাঁর সমতূল্য নেই।	٤- وَلَمۡ يَكُنۡ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○

ইফা ২০১৩-২০১৪ প্র/১৯৯(উ) ৩২৫০

www.almodina.com